কর্ণ

[পঞ্চাঙ্ক, শোকান্ত নাটক]

শ্রী—শ্রীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক :
শ্রীঅজয়কুমার দত্ত, বি-এ
৯, ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৪

প্রথম মুদ্রণ : বৈশাখ—১৩৬১

পরিবেশক :
ডি এম লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ৬
ফোন : এভিঃ ২০১০

মুদ্রাকর :
শ্রীহরিনারায়ণ দে
শ্রীগোপাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৩৮নং শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা—৬

কালো,

অজয়কে—

আভিনায়িকম্

—পুরুষ—

শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাস, ভার্গব, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, সঞ্জয়,
দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি, পঞ্চপাণ্ডব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, কর্ণ, অশ্বত্থামা,
কৃতবর্মা, জয়সেন, বসুসেন, বৃষসেন, বৃষকেতু, সুসেন,
অধিরথ, শল্য, সাত্যকী, বিরাটরাজ, দ্রুপদরাজ,
কীচক, ত্রিগর্ত, সুশর্মা, ছায়ামূর্তি, বাদক,
নাগ, নকীব ভাট, সমংগ, মদনানন্দ,
পুরোহিত, ব্রাহ্মণবৃন্দ, অনুচরবৃন্দ,
রাখালবালকবৃন্দ, দূত, উন্মাদ,
বাহকবৃন্দ, সৈনিকবৃন্দ,
ভার্গব-শিষ্যবৃন্দ,
সূতবৃন্দ।

—স্ত্রী—

গান্ধারী, কুন্তী, মণিবা, দ্রৌপদী,
পদ্মাবতী, ছায়ানারী,
ধাত্রী, ব্রাহ্মণী,
সহচরীবৃন্দ।

কর্ণ

(পঞ্চাঙ্ক বিয়োগান্ত নাটক)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভার্গবের আশ্রম।

(কয়েকজন ঋষিকুমার, কর্ণ, অদূরে চিন্তামগ্ন ভার্গব।)

কর্ণ। কি আনন্দে যাপিয়াছি দিন, হেথা শান্তি
নীড়ে। তোমাদের জ্ঞানের মগ্নতা সদা,
আর আমি— মোর হাতে রূঢ় ধনুর্বাণ।

প্রথম ঋ. কুঃ। সিদ্ধ হবে নতুবা কেমনে আচার্যের
মনোরথ?

দ্বিতীয় ঋঃ কুঃ। তুমি তাঁর একমাত্র আশা।

তৃতীয় ঋঃ কুঃ। সামান্য যোদ্ধা নাকি, নিযুক্ত তোমারি
পথে।

(পরস্পর আলিঙ্গন ঋষিকুমারগণের প্রস্থান। ভার্গব সমীপে কর্ণের গমন, পদপ্রান্তে কর্ণের প্রণাম।)

ভার্গব। (আশীর্বাদান্তে।)
শেষদিনে আজো, ব্যাকুল সংশয়
উদ্বেলিছে আবার জিজ্ঞাসা।

কর্ণ। প্রভু ব্যর্থ
বুঝি, সব সেবা মোর, দিয়াছি শুধুই
অব্যক্ত বেদনা।

ভার্গব। থামো ক্ষোভের দিনা
কুণ্ঠায় শুধাই, কাদের সার্থক স্নেহ
এতেক মমতা, বল, কোন কুলে জন্ম
তোর, গোত্রপতি কোন মহাজন? আজো

যারা মানবের পরম শুভানুধ্যায়ী—
ভারতের তপোবনে বিভোর ভারত।

কর্ণ। রূপান্তর সত্যের দুরন্ত ধৈর্য, তবু
আমার কাহিনী লয়ে, রচেনি কাহিনী;
একমাত্র অপরাধ মোর, জন্মিয়াছি
শূদ্র নই, বৈশ্য নই, নহিকো ক্ষত্রিয়,
অব্রাহ্মণ নই প্রভু, আবাল্য অনাথ।

ভার্গব। থাক্, থাক্, আজি আর বিদায়ের দিনে,
কুল শীল শুনাবনা কারো, যাবি হোক
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কিংবা ক্ষতি নাই
যদি শূদ্রের সন্তান। নাম—শুধু নাম।
নিজ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, কোথাও কি কেউ?
মাত্র নাম পড়ে পড়ে সহিছে দুর্নাম।

কর্ণ। তব আশীর্বাদে, নাম যার নাহি রবে
আহূত প্রবৃত্তি মোর।

ভার্গব। ললাটে যখন
আসিবি ত্রিপুণ্ড্র আঁকি, তাদের শোণিতে
নিঃক্ষত্র ধরিত্রী পরে, দক্ষিণা সেদিন।
অনাচার বসুধায় দান আজি পাপ।

কর্ণ। ক্ষত্রবংশ ধ্বংস ব্রত, নিরবধি মোর,
ঊর্ধ্বাঙ্গুলি সপ্তসিন্ধু সম।

ভার্গব। একে, একে,
আসিছে সকল স্মৃতি, সেই ব্রাহ্মক্ষণে,
আকাশে তখনো হোমাগ্নি জ্বালেনি রবি,
আসিছে কুসুমকান্তি কুমার কিশোর,
দাঁড়াইল নয়নাগ্রে, আশ্রম-প্রাঙ্গণে।
সেই দণ্ডে, কোন্ গহন গগনচুম্বী
আকাঙ্ক্ষার ইতিহাস, বহু প্রত্যাশার
উৎকর্ণ প্রভাত যাচিল সম্মুখে আসি।

একবিংশবার নিঃক্ষত্রসংগ্রামসিদ্ধ,
ধনুর্বেদ শিখায়েছি তারে, জন্মগত
কোন্ অধিকারে শিশু বৎসরের পাঠ
মুহূর্তে শিখিয়া লয়—শিক্ষা যেন ক্রীড়া।
কে জানিতো আজ অশনিকঠোর হবে
কোমল কিশোর তনু, ক্ষীণ স্নায়ু তার
পাষাণ নাগিনী ?

কর্ণ। সে কি আমার গৌরব।
আয়ুধের দাবী—জড়ের অটল দম্ভ,
মৌন জয়ী, আপন কর্তব্যে মগ্ন। সেই
তার সার্থক সহায়, স্বায়ত্ত তাদের
পথে—অধিকারে, পাথেয় দিয়াছ মোরে।

ভার্গব। সর্বত্যাগপূত, এ শুভ আয়ুধবিদ্যা
ব্রাহ্মণের অধিকার, ব্রাহ্মণের দান,
হীন ক্ষত্রিয়ের হাতে যা কিছু মহৎ,
যা কিছু মানব, যা কিছু মানবধর্ম,
যা কিছু ভারত, যা কিছু ভারতবর্ষ
সকলেরই মারণাস্ত্র শুধু, প্রতিকার
তরে শাস্ত্রচর্চা ত্যজি একবিংশবার
নিঃক্ষত্র সাধিনু ধরা। দ্বিধা তবু দ্বিধা,
পৃথিবীর শুভাশুভ জন্মদিন হোতে,
বুঝিবা সমায়ু। ব্রাহ্মণের ব্রহ্ম তৃষ্ণা
জাগিল কখন।

কর্ণ। একি অপরূপ বাণী
আপন ছলনা লজ্যি, হেথায় রজনী
কভু, কাহারো প্রভাত।

ভার্গব। ছিঁড়িতে আপন
মর্ম, আপনি উঠিল কর, কোথা হোতে
শাস্ত্রশিক্ষা অভিলাষী, নমিল কিশোর,
ভুলিলাম সকল ব্যর্থতা, পাতিয়াছি

সেই শিশু দেহে বার্ধক্যের শেষ শয্যা
মোর, ভুলে যা, ভুলে যা দৌর্বল্য বিকার,
আয়, বক্ষে আয়, প্রাণ দিয়ে তোরে আমি
বাসিয়াছি ভাল, পিতা হোয়ে, মাতা হোয়ে,
পিতৃমাতৃহীন বালকেরে সর্বস্নেহ
ঢালিয়া দিয়াছি মোর।

কর্ণ। পিতামাতা হোয়ে,
অকাতরে দিলে যারে পিতৃমাতৃস্নেহ—
পুত্র হোয়ে সে লয়েছে কি এ-উদার,
এ-অকুণ্ঠ অনিবার দান ?

ভার্গব। বিপ্রবংশ
জাত যে নিশ্চয় তুই, ধারণা আমার।
এই অমল গৌরাঙ্গ কান্তি, এই দীপ্তি,
কোন্ শূদ্র, কোন্ বৈশ্য, স্বর্ণে, রৌপ্যে কযে
যারা জীবনের মহৎ পিপাসা—তারা
কেউ এই অনবদ্য আকাঙ্ক্ষার কবি !
মিথ্যা, মিথ্যা মোর সন্দেহ, সংশয়, দ্বিধা .
তবু, তবু বৎস, আবার শুধাই তোরে,
কেহ কি জীবিত নাই, স্বজনপ্রাণী আর
জন্মগ্রামে তোর ? সেথা হোতে কোনরূপে
একবার যদি, জানিযা কখনো হেথা
আসিতে পারিস্ তোর জন্মের প্রকৃত
বার্তা ! না, না, থাক্ যা হবার হোক,
রে অজ্ঞাত কুলশীল, দস্যুর মতন
তুই, লুটেপুটে নিয়েছিস্ অন্তরের
সব আশা, সকল ভরসা মোর ! তবু
যেন কিসের সংশয়, কিসের সন্দেহ
নিগূঢ় পেষণে গড়ায় অন্তর তলে,
গুঁড়ায়ে গুঁড়ায়ে সরল ভরসা যত।
কভু যদি জানিতে পারিস্, হয হোক্

লঘু লোককথা, হোক্ তুচ্ছ জনশ্রুতি,
কিম্বা হোক কিম্বদন্তি প্রগলভ প্রবাদ।
নির্বিচারে উত্তাল সংশয় মাঝে, সেই
ভঙ্গুর আশ্রয়, জানিনি আশ্রয় মোর।

(জনৈক শিষ্যের প্রবেশ।)

শিষ্য। কে এক দর্শনপ্রার্থী, অবশ্য ব্রাহ্মণ
এসেছেন বহুদূর হোতে, পরিচয়
যতই শুধাই, কিছু নাহি বলে, বুঝি,
গোপনীয় কিছু বলিতে আগত তিনি।

ভার্গব। আপনি গিয়ে কহ তারে যথাসমাদরে
এখনি যেতেছি আমি।

(শিষ্যের প্রস্থান।)

কর্ণ। মিথ্যা হোক
সত্য হোক, বার্তা কিছু জানা চাই সার।

(ভার্গবের প্রস্থান। দূরে বৃদ্ধকে দেখিয়া)

কর্ণ। কী ভীষণ, অস্থিসার [illegible], [illegible]
নৃশংস ভ্রূকুটি। [illegible]
বজ্রমুষ্টি তব, আবদ্ধ নিশ্বাস চায়
নিষ্পিষ্ট, নিশ্চিহ্ন, উদ্বুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা মোর।

(বৃদ্ধসহ ভার্গবের প্রবেশ।)

ভার্গব। প্রতারণা, প্রতারণা! [illegible]
পৃথ্বী! মোর [illegible] বন্দীর শৃঙ্খল
গলে, যে আত্মবিশ্বাস দৃঢ় ঝড়, বন্যা,
কুলিশ, কালাগ্নি, উল্কা সহসা [illegible]
ভেঙে গেল সব প্র[illegible] [illegible]
[illegible] মৃত্যুর কাল, [illegible]
মরুক সবর্ণ পাপী। সূতপুত্র তুই
প্রতারণা তোর এমন ভীষণ।

বৃদ্ধ। বার্ধক্যের
ছলনায়, ভ্রান্তি সর্বেসর্বা, তাই ভুল

যদি বলি, তরুণের সত্যাশ্রয়ী মতি
সংশোধিতে তারে, কুণ্ঠিত হয় না যেন।
বৎস, কর্ণ কি তোমার নাম? আজ মনে
পড়ে, ভাঙা ভাঙা অস্পষ্ট জটিল, তব
জন্মপল্লী পরে, গিয়েছিনু বহুদিন
আগে, শুনিলাম কোলাহল, অধিরথ
নামে।

কর্ণ অধিরথ।

বৃদ্ধ। হাঁ, হাঁ অধিরথ, তবে
বলেছিতো, ভুল হোতে পারে, বৎস তবু
অধিরথই নাম তার, সুত, সুত এক
আপন পর্যায় হোতে, স্বকর্মে পতিত
শূদ্র, পেয়েছে জাহ্নবী কূল মনোহর
সুকুমার শিশু, আঃ, রাজপুত্র যেন!

কর্ণ। কহ, কহ, বিপ্র, আরবার অকরুণ
অতল বারতা তব, পেয়েছে জাহ্নবী
কূলে আমারে আমারি পিতা।

বৃদ্ধ বৃদ্ধ আমি
স্মৃতিক্ষীণা, তবু বৎস ব্রাহ্মণের ভুল
এখনো ভারতবর্ষে হয়নি প্রচার।

ভার্গব। সত্য, সত্য বিপ্র, বলেছো যথার্থ সত্য,
বল কেন লুকায়ে আনিয়াছিলি শত
সর্প শিশু দেহে তোর, সর্প সম আসে
নাই, এসেছিলি, নিশীথ তন্দ্রার মাঝে
ঘোর পক্ষপুটে ঝাপটি অঘোর নিদ্রা,
নিশাচর। হৃদপিণ্ডে, ধীরে সূক্ষ্মচঞ্চু
বিঁধি, পলকে, পলকে, জীবন শোণিত
শুষি, যাবি যবে প্রভাতে অক্ষম আমি,
সহসা হেরিনু তোর করাল স্বরূপ।

কর্ণ। বঞ্চনার অযত্ন প্রমাদে, হে, আচার্য,

অপরাধী আমি, চেয়ে দেখি, অন্তরের
মাঝে, আজি সব, শঠ, প্রবঞ্চক।

ব্রাহ্মণ। এত (ভার্গবের ক্রোধোত্থম।)
আত্মহারা কেন? শুনায়ে সকল কথা
আগেতো নিশ্চয় হই পরে অন্য সব,
বৎস শ্রদ্ধাভরে মাতার মতন যার
পূজিতে চরণ—বাবা কি তাহার নাম?

ভার্গব। হায় বিপ্র, এ কি সত্য কহিতেছ তুমি?
মাতৃ পিতৃ হীন জঘন্য জারজ! কোন্
অভিশাপে কোরে ভজবি আত্মঘাত।

বৃদ্ধ। বেশ কে পিতা, কে মাতা, জানা গেল সব
কেহ নাহি জানে, জাহ্নবী সৈকত হোতে,
পুত্রহীন অধিরথ কুড়াইল তাই,
মাতা হোয়ে রাধা তারে কোলে তুলে নেয়।
আর পিতা তব, এখানে আসিতে তার
সাহস তো নাই, আমারে বলিল বাঁধি
তোমারে ডাকিয়া দিতে তার পাশে, আমি
সারা আর্যাবর্ত, বারোটি বছর ধরে,
খুঁজেছে তোমারে, এবং জানিও যে
সে তোমার পিতা নয়, কিন্তু ভুলিয়োনা,
মানুষ হোয়েছ তার পিতার অধিক
স্নেহে।

ভার্গব। একি শুনি ব্রাহ্মণের মুখে, শত
বরষের নৈরাশ্য বহিয়া পড়ে সাশ্রু
বেদনায়, একদিন যারা পদাঘাত
হানিয়াছে বিধাতার বুকে তাহাদের
ফুলপত্রে, আছে কি আমার নাম? শূদ্র,
ঘৃণ্য, নীরবে এখনো দাড়ায়ে আছিস্
কেন? সে কাহিনী বন্ধ হোক, এইবার
ব্রাহ্মণের বুকে হান শূদ্রের পাদুকা,

উর্দ্ধলোকে বিন্দুমাত্র টলিবে না কেহ।

বৃদ্ধ। সে ব্রাহ্মণ আছে, আর, সে ব্রাহ্মণ্য আছে?
কবে ঘুচে গেছে সব, ব্রাহ্মণের শাপে
একদিন থরহরি কাঁপিত জগৎ।

(ধীরে প্রস্থান)।

ভার্গব। বল্, কি অভিসম্পাতে জর্জরিব তোরে,—
মৃত্যু? না না মৃত্যু নয়, অভিশাপ হায়!
সে শক্তিটুকুও তুই কেড়ে নিলি সব।
অতিক্লেশকর সাধনা বিফল যবে,
সহসা সম্মুখে আসি, আশ্বাসি অভয়
যে নেয় সকল ভার অবশিষ্ট বলে—
যার ভরে উঠি সর্ব্বার্থসিদ্ধির তটে—
আজ সে-ই পাষাণ হানিয়া গেল! সেও
জীবনের শেষ যুদ্ধে, শেষ বলে যবে,
কেবল যুঝিবে মাত্র শেষের আশায়—
রথচক্র অকস্মাৎ গ্রাসিবে মেদিনী।

(ভার্গবের প্রস্থান।)

দৃশ্যান্তর।

আশ্রমের পার্শস্থ স্থান।

অধিরথের প্রবেশ।)

অধিরথ। আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো—তিনিতো এখনো এলেননা? (কর্ণের প্রবেশ।) আয় বাবা বুকে আয়, বুড়ো বাপকে কি এতো করে কষ্ট দিতে হয়? মা যে তোর কেঁদে কেঁদে অন্ধ, আর আমি এদিকে বার বচ্ছর কোথায় না তোকে খুজে ফিরেছি।

কর্ণ। আমায় ক্ষমা কর বাবা, অস্ত্র শিক্ষার সঙ্কল্পে লুকিয়েই আমায় বাড়ী ছাড়তে হোয়েছিল, কত দুঃখই না পেয়েছে মা আমার! কিন্তু বাবা, একটা জিজ্ঞাসা—আমায় সত্য কোরে বোলতে হবে—সত্যই কি মা আমার জননী?

অধিরথ। হঠাৎ তোর একথা কেন বাছা? মায়ের স্নেহ তোর চেয়ে কোন্ সন্তান বেশী পেয়েছে!

কর্ণ। কিন্তু, সেই ব্রাহ্মণ কেন যে আমায় বোল্‌লে? না না আমি আবার যাই, আবার সেই ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করি, যদি সে সত্য গোপন করে, ব্রহ্মহত্যায় দ্বিধা হবেনা।

(যাইতে উদ্যত।)

অধিরথ। আবার কোথা পালাস্ বাবা? ব্রাহ্মণ? কোন্ ব্রাহ্মণ, কার কথা বোলছিস্?

কর্ণ। বৃদ্ধ লোলচর্ম কোটর-চক্ষু এক ব্রাহ্মণ; এই পথেই সে আশ্রমে এসেছিলো নিশ্চয়ই। আমায় কি বোলেছে জান বাবা? আমায় নাকি তোমরা কুড়িয়ে পেয়েছ। বড় ধাঁধা আমার মনে সে জাগিয়ে তুলেছে; একি বাবা! তুমি মুখ নীচু কোরলে কেন? তবে কি……

অধিরথ। অতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, সেই আমায় পথ দেখিয়ে এনেছে হারান মাণিক খুঁজে পাব বলে।

কর্ণ। সেই তো আমায় দ্বিধায় ফেলেছে; না না আর দ্বিধা নয়, সত্য বল পিতা আমার জননী কে?

অধিরথ। বিধাতা জানেন স্নেহের জোরে আমরাই তোর পিতামাতা।

কর্ণ। সে কথা আমার অধিক কেউ জানে না; তবে ব্রাহ্মণ যা বোলেছে সে কি সত্য নয়?

অধিরথ। এই বুড়ো বয়স পর্যন্ত তোর বাবা গোপনতা করেনি; সত্যই কুড়িয়ে পেয়েই তোকে আমরা মানুষ কোরেছি। এখন যে শাস্তি দেবার দে; শুধু বোলছি তোর মাকে যেন জানতে দিস্‌না যে তোর মা তোর মা নয়।

কর্ণ। (পদধূলি গ্রহণ।)

না বাবা, অশান্ত আমার মন! কে তোমাদের আমার পিতামাতার আসনচ্যুত কোরতে পারে? শুধু বল, কোথায় তোমরা আমায় পেয়েছ?

অধিরথ। মায়ের দুয়ারে অনেক মাথা কুটেছিলো, মা সুরধুনী শেষে মুখ তুলে চাইলেন। আর সেই সৌভাগ্যেই তোর চিরদুখিনী মা আত্মহারা। আর তুই, তুই আমার সব।

কর্ণ। বহু ভাগ্যে আমি এমন পিতামাতা পেয়েছি।

অধিরথ। ওরে স্নেহকাঙাল, মনে কোন ক্ষোভ কোরিস্‌নি বাবা; তুই যদি মুখটি শুকিয়ে বেড়াস্‌ আমরা তবে কি নিয়ে বাঁচব?

কর্ণ। তবে তাই হোক, দূরে যাক্‌ ধাঁধা, শূদ্রই আমার পরিচয়। জগতে দেখাব শূদ্র অপাংক্তেয় নয়। কীর্তি, সেও শূদ্রের কৃপাপ্রার্থিনী। বাবা, তুমি ঘরে ফিরে যাও; আমি হস্তিনায় যাব; সেখানে আমায় একটা ব্যবস্থা কোরে নিতে হবে। মাকে বুঝিয়ে রেখো, আমি শীঘ্রই তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব।

অধিরথ। (ব্যাকুল হইয়া।)
আবার, আবার কোথা পালাস্‌ বাবা?
(উভয়ের যাতনাহত ভাবোত্তম।)

(অধিরথের প্রস্থান।)

কর্ণ। মুমূর্ষু কিরণ মিলায়ে যেতেছে ধীরে;
রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস, ধরণীর অন্তস্থল হোতে,
ধীরে ধীরে, উঠিতেছে ম্লান সন্ধিক্ষণে;
এসো তবে অন্ধ নিশীথিনি, মুছে ফেল
দেবি, বিশ্ববাসনার রুদ্র অভিজ্ঞান,
আজি ম্লান চন্দ্রালোকে নির্বাপিয়া দিয়ো
জীবনের উদ্দাম সঙ্গীত; যাক্‌, যাক্‌,
সকল সঞ্চয় আজি, সর্বহারা আমি;
ক্ষয় নাই যার, তাহার কিসের ক্ষতি?
মানব জীবন কূলে, কূলে, গেয়ে চলে
মৃত্যুর বন্দনা গান, শেষে একদিন,
সাগরে অর্পিয়া দেয় ঐশ্বর্য্য-সম্ভার—
এক পরিণাম যদি, পরিচয়ে কেন
জীবন বাঁধিয়া রাখে? একই পরিশেষ
আপনি শতধা হয় কিসের আশায়?
সত্য তাই মাতৃ-পিতৃ-হারা, সর্বহারা,
আমারি মতন এক সহসা-বাস্তব।
আজ, আজই তবে, এ অজ্ঞাত কুলশীল
উদ্ধত তরঙ্গে, উচ্ছ্বসি উঠুক ঊর্ধ্বে,

জলস্তম্ভ সম. চলে যাক্ বিশ্বলোক
পদতলে দলি, নিষ্পেষিয়া পরিচয়,
সুনিবিড় নগর, নগরী, পল্লী ; শুধু
এক পরিচয় কহি, উল্লাস তাণ্ডবে ;
আমি নিত্য পরিচয়হারা প্রলয়ের
দূত , অশনিসংঘর্ষে, বিদ্যুৎ-লেখনী
আঁচড়ি আকাশ পটে উদ্দাম অক্ষরে,
মহাকাল লেখে মোর জীবন কাহিনী।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অস্ত্রশিক্ষাশ্রম।

(দ্রোণাচার্য, পাণ্ডব, কৌরবগণ।)

দ্রোণ। তোমাদের প্রকাশ্য পরীক্ষা কাল ; আজি
অপ্রস্তুত পরীক্ষায়, দেখিতে উৎসুক
ধনুর্বেদ শিখায়েছি কাহারে কেমন'.
এস অগ্রে যুধিষ্ঠির, ধর ধনুর্বাণ ;
কি দেখিছ বল ঐ অশ্বত্থশাখায় ?

(দ্রোণাচার্যের পদপ্রান্তে প্রণামান্তে ধনুর্বাণ গ্রহণ।)

যুধিষ্ঠির। ধ্যানমগ্ন বনস্পতি, ক্ষুদ্রপাখী আর
শ্রদ্ধায় নীরব।

দ্রোণ। (মৃদুহাস্যে) এবিদ্যা তোমার নয়।
(বৃকোদরের প্রতি) বৃকোদর, কি হেরিছ অশ্বত্থশাখায় ?

(দ্রোণাচার্যের পদপ্রান্তে প্রণামান্তে ইত্যাদি।)

বৃকোদর। তুচ্ছ এক বিহঙ্গিনী, প্রভু !

দ্রোণ। (মৃদুহাস্যে)
ধনুর্বেদ,
যোগ্য নহে তব। —
(দুর্যোধনের প্রতি)
এবার কৌরব জ্যেষ্ঠ।—

বৃকোদর। হে আচার্য, একি লঘু কোমল পরীক্ষা।
শুনিলাম পরীক্ষা যেমন—মনে মনে
মত্ত কেশরীর হুঙ্কার শাসন করি,
কহ তুচ্ছ নেহারিতে ক্ষুদ্রপ্রাণ পাখী?

দুর্যোধন। (দ্রোণাচার্যের পদপ্রান্তে ইত্যাদি।)
অন্তর্গত অভিপ্রায় অবিদিত মূঢ়,
নির্দোষীর দোষ খুঁজি বাড়ায় কৌতুক,
বাহু বলে বলীয়ান ঢুঁড়িতেছ তাই
বলের দ্বৈরথ পশু।

দ্রোণ। কহ দুর্যোধন,
কি হেরিছ অশ্বত্থশাখায়?

দুর্যোধন। বিহঙ্গিনী
প্রভু নিমগ্ন আপন ঘোরে, নাহি জানে
শত্রু তার মৃত্যুবাণ জুড়িছে গোপনে।—

দ্রোণ। (বিরক্ত)
রাখ ধনুর্বাণ।—

দুর্যোধন। একি তব ব্যবহার
প্রভু অপূর্ব পরীক্ষা, অশ্বত্থশাখায়
হেরিলাম বিহঙ্গিনী আদেশে তোমার,
দেখেছি কি ভুল? ভারতের পরিষদে,
রাজ্য অধিষ্ঠান তবে অধিবাস যার
লভিবে কি পক্ষিণীর নয়নসন্ধানে,
শাসনের দুর্জ্ঞেয় সঙ্কেত?

দ্রোণ। অলক্ষিত
হয়ে গেল লক্ষ্য বস্তু তব, অভিযোগ
নাহি সাজে আর।

বৃকোদর। মনে মনে রাজশ্রেষ্ঠ
হে আচার্য, সাজে তার সব অভিযোগ,
দুর্যোধন, ব্যঙ্গ বুদ্ধি চতুর মূঢ়তা।

দ্রোণ। বল মোরে প্রাণাধিক তৃতীয় পাণ্ডব,

কি হেরিছ অশ্বত্থশাখায় ?

অর্জুন। (দ্রোণাচার্যের পদপ্রান্তে ইত্যাদি।)
হেরিতেছি
প্রভু, স্থির আঁখিতারা, গ্রীবাসন্ধি হোতে
দুই পর্ব ঊর্ধে, চক্ষু হোতে মাত্র এব
অঙ্গুল পশ্চাতে, দুইটি রেখার ছেদ
মণিমধ্যে লক্ষ্য, আঘাততির্যক বাণে
বিঁধিব এবার।

দ্রোণ। লহ বৎস, ধনুর্বাণ।

অর্জুন বাহিরিয়া আসিতেছে নয়নের মণি,
ধীরে, ধীরে, সুবৃহৎ প্রকাণ্ড কন্দুক।

দ্রোণ। স্বরূপ সন্ধানে, ক্ষুদ্র বিপুল প্রমাণ।

অর্জুন। বারে বারে, শুধু, অবাঞ্ছিত পত্র এক
কাঁপিয়া দিতেছে বাধা।

(অর্জুনের শরক্ষেপ, পক্ষীর চক্ষুভেদ।)

যুধিষ্ঠির। অপূর্ব সন্ধান।

দ্রোণ। বিদ্যার জটিল দান গ্রহণে সার্থক,
প্রতিভার প্রযোজন যদি আশীর্বাদ,
অবাধ হৃদয় করি সঙ্কীর্ণ ভাষায়,
ভারত গগনে ব্যাপিয়ো ভাস্বর চির।

(সকলের প্রস্থান।)

দুর্যোধন। আচার্য বোলেছে সত্য, আমিতো পারি না।—
না, না, রাজদণ্ড চাই, চাই সিংহাসন।

তৃতীয় দৃশ্য।

হস্তিনার উপকণ্ঠে রাজপথ।

(শকুনি ও কর্ণ।)

শকুনি। সায়াহ্ন নামিছে ধীরে, এখনো কিসের
চিন্তা, কিনিতে আপন শৌর্যে দিন দিন

সমৃদ্ধির ক্রীতদাস কাল পরীক্ষার
দিন, তৎপরতা চাই।

কর্ণ। তব সম্ভাষণে,
পথের পথিক হোয়েছি আপন জন,
নগরীর পথে, পথে, জানিলাম তবু,
প্রতি ধূলিকণা, প্রতিটি কাঁকর মোর
স্পর্শভয়ে কানাকানি করে, সহিবে না
কভু নাগরিক মোরে গর্বিতা নগরী।

শকুনি। কি চায় বিলাসী নারী অর্থ, রূপ, জাক
তেমনি নগরী, দাঁড়াও প্রতিষ্ঠাভবে
আজ, নগরী চরণ তলে নেহারিবে
কাল। অহেতু কাতর কেন, রাত্রি কাটে
নতন প্রভাত আসে।

কর্ণ। চাহিনা প্রভাত,
এই অন্ধ, কৃতঘ্ন জগতে, ক্ষণকাল
বাঁচিতে চাহনা আর, কে সহিবে এত
নির্মম লাঞ্ছন, কেমনে আপন স্পর্শ
বাঁচায়ে চলিব পথে, সারি সারি যবে
উপেক্ষা, অবজ্ঞা, ঘৃণা উদ্যত সদাই।

শকুনি। দুঃখে অনির্বাণ মরু, আনন্দে কমল-
কুঞ্জ তখনি আবার—বিশ্বের অবজ্ঞা-
বিদ্ধ তাদেরি জগত, তাই প্রহেলিকা।

কর্ণ। এ কি তুমি, কহিতেছ ক্ষুধিত হৃদয়
শান্তকণ্ঠে কহ বৃদ্ধ, বক্তব্য তোমার।

শকুনি। কি প্রভেদ, তুমি আর পথের ধূলায়?

কর্ণ। মানবের প্রতিদ্বন্দ্বী গর্জিবে যেদিন
ধূলা—রহিবে না প্রাণের স্বাক্ষর।

শকুনি। নাই,
নাই প্রাণের স্বাক্ষর, অনন্তের দুই
প্রান্ত ব্যবধানে, সর্ব সৈকতের, সর্ব

বালুকার অধিক অগণ্য জ্যোতিষ্কেরা
উদ্দাম উধাও ; তুমি তার কতটুকু !
তোমার, আমার বিফল গণনা সেথা
হারায়েছে কাল।

কর্ণ। সমাপ্তি হারায়ে তবে,
অবসান খোঁজে কোথা সমগ্র অতীত ?

শকুনি। কে রাখে বারতা তার ? ধরায় তোমার
ধ্বংস, তোমার সমৃদ্ধি বৃহৎ ধ্বংসের,
বৃহৎ ঋদ্ধির এক বিফল কৌতুক।

(দূরে গান, সহচরীগণ পরিবৃতা কুন্তীর প্রবেশ।)

হে রাজজননি, কুন্তি, সায়াহ্ন পূজার
সঞ্চিত আশীষ হোতে, যাচিছে হৃদয়
একটি কিরণকণা, বিমল নির্মল।

কুন্তী। বিশ্ব বিধাতার কল্যাণ সাধনা বিশ্ব,
তাহার অধিক আর কি কহিব নারী !
ভূমিতলে বদ্ধদৃষ্টি কে ঐ যুবক,
অকালে মলিন ছায়া কিশোর বদনে ?

কর্ণ। লহ দেবি, অন্তরের অক্ষম প্রণতি ;
পিতৃমাতৃ-পরিচয়হীন, আমি মোর
সর্বপরিচয় ; অনাথ ভিক্ষুক তবু,
স্নেহমাখা তব নয়নে পেয়েছে যেন
জনকজননী মোর উদ্বুদ্ধ হৃদয়।

কুন্তী। অকস্মাৎ গূঢ় তব মাতৃ-সম্ভাষণ !
বিধাতার আশীর্বাদে, শান্ত হোক্ বৎস
উদ্বেল হৃদয় তব।

শকুনি। স্তব্ধ হও, কেন
বিচলিত ? সাধনা অবধি ভাগ্য আজো,
প্রতীক্ষায় জপিছে আসন্ন মোক্ষ।

কুন্তী। (সহচরীগণের প্রতি।) আর

কেন ? চল্ চল্ সব গৃহে ফিরে যাই।

(কুন্তী ও সহচরীগণের প্রস্থান।)

কর্ণ। মাতৃ-মমতার প্রতিমা কে এই নারী,
আভরণহীনা মধ্যাহ্ন মেঘের মত
পবিত্র উজ্জ্বল ? কাদের সৌভাগ্য নিত্য
এমন মায়ের অঙ্কে সকল সুখের
পেয়েছে নির্মল স্বর্গ।

শকুনি। পাণ্ডবমহিষী
কুন্তী, তব বাহুবলে চূর্ণ গর্ব কাল
অর্জুনজননী। কৌবরমন্ত্রণাগারে
তোমার আসন কুমার স্বহস্তে পাতি,
রহিয়াছে প্রতীক্ষায়, প্রকাশ্যে কেবল
সকলেব পার্থ মোহ টুটিয়া বারবে
তোমাবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কহি পুনর্বার
অর্জুনেব বাহুবলে শঙ্কিত কৌবব
তোমাব শৌযেব দ্বাবে সখ্যপ্রার্থী আজ,
অস্ত্রশস্ত্রে সম্পূর্ণ প্রস্তুত, হেরি যেন
অভ্যাসনিপুণ, সাধিছে সকল কাম্য।

(শকুনির প্রস্থান।)

কর্ণ। পুনর্বাব, দাড়াযেছি অনিশ্চিত পথে,
সম্মুখে যোজন মোরে দেখায প্রদীপ—
ক্লান্ত হোলে দিগন্তবে মেলিছে অঙ্গুলি,
সে কি বন্ধু ? সে কি জানে আকাঙ্ক্ষা আমার ?
পতিতের, অস্পৃশ্যেব, অশুচি শূদ্রেব
জযযাত্রা আকাঙ্ক্ষার অনুকূলে একা,
মানুষেব অধিকাবে, বঞ্চিতেব লাগি
আপন প্রয়াসে, সার্থক জীবনে মোর,
রচিবে ভাবতবর্ষে মুক্তির আহ্বান।
অসহিষ্ণু ভবিষ্যৎ, সেই অভিপ্রায়ে
রাজকব মিলাযেছে ভিক্ষুকের করে,

কারে কতটুকু দেয—কিছু জানে তার
না, না, জানিতনা অর্জুনের জননীরে
কতটুকু দেয, তার চোখে পেয়েছিলি
রে অবোধ, জনক-জননী তোর ? তবে
বিনিময়ে লভ্য হোত নিরস্ত সঙ্কল্প।
কে অর্জুন, কে বা সেই মূঢ় অর্বাচীন !
আজি হোতে, জেনে রাখ প্রতিদ্বন্দ্বী তব,
সংগ্রামে অজেয় কর্ণ, শাস্ত্রের নিষেধ
তার সাধনায় ব্যর্থ হোয়ে, ব্রাহ্মণের
অধিকার শূদ্র করে শব্দভেদী বাণ।

(অদূরে শব্দ শ্রবণ, শব্দভেদী বাণ প্রয়োগ।)

(নেপথ্যে চিৎকার।)

কে, কে আমার হোমধেনু বধ করলি ?

কর্ণ। (ক্ষুব্ধস্বরে) মৃগভ্রমে বধিলাম ব্রাহ্মণের ধেনু !

(ব্রাহ্মণের প্রবেশ, কর্ণের হাতে ধনুকের প্রতি দৃষ্টিপাত।)

ব্রাহ্মণ। তুই, তুই আমার হোমধেনু বধ কোরেছিস্ ? এত অহঙ্কার তোর,— পাপের ভয় নাই ? অভিশাপের ভয় নাই ?

কর্ণ। বিপ্র, অপরাধী আমি, বৃথা ক্ষমা প্রার্থনা কোরবনা, মৃগভ্রমে হোমধেনু আমিই বধ কোরেছি ; আমায যে শাস্তি হয় দিন।

ব্রাহ্মণ। শব্দভেদী ! তবে তুই কুলাঙ্গার ব্রাহ্মণ. শব্দভেদী প্রয়োগে ভুল হয় ?

কর্ণ। আমি শূদ্র।

ব্রাহ্মণ। শূদ্র ! এত স্পর্ধা তোর ; শব্দভেদী প্রয়োগের অহঙ্কার রাখিস্— না, তোর ক্ষমা নাই ; আমি অভিশাপ দিচ্ছি, যে অস্ত্রের অহঙ্কারে তুই এমনি মত্ত, কার্যকালে তার সমস্ত প্রয়োগ ভুলে যাবি।

কর্ণ। কঠিন, বড় কঠিন তোমার অভিশাপ, ব্রাহ্মণ। যা আমার একমাত্র গর্বের বস্তু, আমার আজন্ম সাধনার ফল, প্রচণ্ড অভিসম্পাত শিরে নিয়ে

যা আয়ত্ত কোরেছি, যার জন্য পিতামাতার দুঃখের অবধি নাই, সমগ্র পৃথিবী বৈরী—এক মুহূর্তে তা চিরকালের জন্য ব্যর্থ হোয়ে যাবে! শৌর্যহীন হোয়ে আর বাঁচতে চাই না; তার চেয়ে আমাকে মৃতু-অভিসম্পাত দিন, সেও শ্রেয়।

ব্রাহ্মণ। (ক্ষণেক স্তব্ধ, পরে কর্ণকে নিরীক্ষণ পূর্বক) এই নবীন জীবনে, মৃত্যু চাস্ তুই? কে তুই শূদ্র জানিনা, ব্রাহ্মণের অধিকার শব্দভেদী কোন্ মূর্খ তোকে শিখিয়েছে? ব্রাহ্মণের বাক্য ব্যর্থ হবার নয়; একমাত্র প্রতিকার আমরণ ত্যাগের সাধনা, সুকঠোর দানধর্ম আচরণ।

কর্ণ। সূতপুত্র, পড়িয়াছি ধর্ম কথা, সত্য
মিথ্যা নাহি জানি; একান্ত বিরলে কারে
খুঁজিয়াছি, আকাশের তারায় তারায়,
সাগরের উর্মিভঙ্গে, ধরণীর তৃণে!
মেলিয়াছি উদ্‌বুদ্ধ হৃদয়, সর্বত্যাগ,
পণে, তৃষিতের, বঞ্চিতের পানে সেই
ধর্ম মোর, সেই মোর সকল সাধনা।

(ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ।)

ব্রাহ্মণ। কি আশ্চর্য, শূদ্র তুই, তোর প্রশস্ত ললাটে উজ্জ্বল আভা—এক সত্যানুরাগী ব্রাহ্মণসন্তান বলে মনে হয়; এ সাধনা শূদ্রে কি সম্ভব! আবার হোমধেনু বধ—জানিনা কিসের ইঙ্গিত!

(ব্রাহ্মণের প্রস্থান।)

(উদ্‌ভ্রান্তভাবে পদ্মাবতীর প্রবেশ।)

পদ্মা। পথিক, তুমি এ পথে কোন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অথবা কোন বাহককে দেখেছ?

কর্ণ। (বিস্মিত) না। কিন্তু তোমায় বিপদাপন্ন মনে হয়।

পদ্মা। সত্যই আমি একটু অসুবিধায় পড়েছি। আজ প্রত্যূষে, পুরোহিতের সঙ্গে হস্তিনায় মহেশের পূজা দিতে এসেছিলাম; আমাকে মন্দিরে রেখে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আহ্নিকের জন্য নদীতীরে গেলেন, ক্রমশঃ বেলা বাড়তে থাকে, প্রায় যখন তৃতীয় প্রহর, তখনো পুরোহিত ফিরলেন না; বাহকেরা কেউ ফেরেনা। অনেক অপেক্ষার পর আমি এখন অনুসন্ধানে বেরিয়েছি।

কর্ণ। কোন চিন্তা নেই দেবি। আমি তাদের সন্ধানে যাচ্ছি। চল, আগে তোমায় সেই মন্দিরে রেখে আসি।

পদ্মা। আপনি মহৎ, সুজন! চলুন, আমি আপনার অনুসরণ করি।

(পুরোহিতের প্রবেশ।)

পুরোহিত। এই যে পদ্মা মা, বড় দেরী হোয়ে গেল! নদীতীরে আহ্নিক সারতে গেলাম, সেখানে আবার আর এক বিপদ; ব্রাহ্মণের কর্তব্য তো আর অবহেলা করবার নয় মা! একজন আমাকে একরকম জোর কোরেই তার মায়ের প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণের জন্য ধরে নিয়ে গেল—তোমায় যে একটু সংবাদ দেব, সে সুযোগও দেয়নি; এদিকে যা ভেবেছি তাই—বেয়ারা ব্যাটারা সুযোগ বুঝে শৌণ্ডিকালয়ে ছুটেছে।

পদ্মা। আঃ, আশ্বস্ত হোলাম; আপনার জন্য বড় বিপদের ভাবনা হোয়েছিল, আমার জন্য দুশ্চিন্তা ছিল না। এই পথিক দয়া কোরে এখনি আপনাদের অনুসন্ধানে যাচ্ছিলেন।

পুরোহিত। তুমি কে হে বাপু? বেশ সাঁজোয়া সাঁজোয়া চেহারা দেখছি।

কর্ণ। আমি যুদ্ধব্যবসায়ী।

পুরোহিত। তা তো বুঝতেই পারছি। তোমার জাতি গোত্র কি, তাই শুধোচ্ছি হে, তাই শুধোচ্ছি।

কর্ণ। আমি শূদ্র।

পুরোহিত। অ্যাঁ! শূদ্র—ছ্যাঃ, ছ্যাঃ! একটা পুণ্য কাজ সেরে আসছি, এমন সময় কিনা শূদ্র! আরে রামঃ রামঃ। চল মা চল; ঐ যে বেয়ারারা শিবিকা নিয়ে আসছে, বেটাদের সব হুঁস্ ফিরেছে দেখ্ ছি!

(পক্ষের দিকে অগ্রসর, একজন বাহকের প্রবেশ।)

কোথায় গিয়েছিলি বেটারা, রাজকুমারীকে একলা রেখে? চল্ রাজবাড়ীতে, তারপর তোদের মজা দেখাবো।

বাহক। ভাবছ কেন গো দাঠাকুর? এবার পা উড়বে।

পুরোহিত। চল্ চল্, বেশী বক্‌তে হবে না।

(উভয়ের প্রস্থান।)

পদ্মা। শূদ্র! অমনি এক ফুৎকারে দীপ নিভে গেল।

(পদ্মার প্রস্থান।)

কর্ণ। নির্দ্ধারিত নির্যাতন যাপিছে যাহারা—
বিধাতার আশীর্বাদে, তাহাদেরো মাঝে
কেন উদ্দীপনা হেরি! আবার তখনি,
নৃশংসের নিঃস্ব পশুবল, একবিন্দু
করুণায়, জ্বলে পুড়ে, কোথা ভেসে যায়!
সেই উদ্দীপনা সেই নয়নের জলে
আপনারে বাঁধিতে নিখিলে, কোন ভুলে,
গিয়াছে নিখিল ছাড়ি, ধরার বাহিরে!
মানে না বাহির হোতে আমাব বাঁধন,
বাহিরেব বহু রজ্জুপাশ , রে বঞ্চিত,
চবম লাঞ্ছনা কিরে পরম কামনা!
চবম বেদনা তোর শুধু কি সান্ত্বনা!
এই ভ্রান্তি অবয়ব, রূপসজ্জা তার,
অভিনীত অভিনয় যদি বেদনার—
ভুলাযে, ভুলাযে দিক তটপ্রান্ত হোতে,
দুলাযে, দুলাযে দুবাশা সমীরে, যেন
নাহি লয়, ছলনার অতল গভীরে।

চতুর্থ দৃশ্য।

পরীক্ষামণ্ডপ।

(ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, পঞ্চপাণ্ডব কৌরব, রাজপুরুষ, মহিলা এবং নাগরিকগণ।)

১ম নাগবিক। দেখ্, বোলেছিলুম না ভীম আচ্ছা কোরে দুর্যোধনকে ঘা কতক দিয়ে দেবে, দেখলি তো?

দ্রোণ। ছাত্রবৃন্দ, অস্ত্রশস্ত্রে গিয়াছে জীবন,
যতটুকু ব্যবহার, তাহার অধিক
শাস্ত্র অধীত নহেকো মোর, শুধু জানি
ধূর্জটি চবণে, জনমি আয়ুধ বিদ্যা,

অমর ভারতবর্ষে হোয়েছে সার্থক,
মানবের পরম কামনা শান্তি আর
শান্তির পরম ক্ষেত্র নির্মল বিরাজ ;
তবু তার চারিপার্শ্বে অরি, ধনুর্বেদ—
তাহার প্রাকার উচ্চে ধানুষ্ক প্রহরী।

কয়েকজন রাজন্য। সাধু সাধু আচার্য দ্রোণ।

জনৈক রাজা। প্রাচীন ভারতের নিষ্কাম শস্ত্র-সাধনার বিরুদ্ধে যাচ্ছে।

অপর রাজা। অস্ত্র সাধনা আবার নিষ্কাম ?

জনৈক তরুণ রাজা। সত্যই তো, নিষ্কাম শস্ত্র-সাধনা বাতুলের তর্ক ! যে মারবে তার ক্রোধ হবে না, যাকে মারবে সে দুঃখ পাবে না ! এ অসম্ভব।

দ্রোণ। প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সকল জীবনাধিক
ছাত্রবৃন্দ, নাহি জানি, কবে কোন্ যুগে,
মুষ্টিমেয় পূর্বপুরুষেরা পদার্পিল
শান্তির বিরাজ ভূমি, তখনো বিফল
অনার্য বসতে ; আজি, হেরো কল্পনায়,
দিগ্বিজয়ী পৌরুষের দীপ্ত বহ্নি শিখা
নয়নে তাদের, অদম্য সঙ্কল্প বক্ষে
মৃত্যুজয়ী সাধনার সার্থকতা তারা ;
চেয়ে আছে, তাহাদের ভোগ ভবিষ্যৎ
তোমাদের পানে ; তাহাদের বংশধর,
ভুলিযো না কেহ, ভুজবলে করায়ত্ত—
ভারত ঐশ্বর্য ভূমি—আজি তোমাদের
উত্তরাধিকার, তাহারে রাখিতে হবে
ভুজবলে স্বায়ত্ত স্বাধীন।—

চতুর্থ নাগরিক। কই বুড়োটা তো ঝাঁপ খেলে না ? কি আবার বিড়বিড় কোরে বোক্‌ছে !

প্রথম নাগঃ। হায়রে, বোধ হয় অস্ত্রশস্ত্রের খেলা দেখে লোকটার মাথাটাই খারাপ হোয়ে গেছে।

তৃতীয় নাঃ। আমার ঘিয়ের ভাঁড়, আমার ঘিয়ের ভাঁড়।

(অন্যান্য নাগরিকের হাস্য।)

দ্রোণ। বহুমান্য
সমাগতবৃন্দ, আশীষ বরষি যেয়ো,
চিরদিন রহিবনা কেহ তো ধরায়,
নিভে যাবে ধরণীর আঁধার আলোক—
সেই দিন স্বর্গ হোতে, মর্তে হেরি যেন
আজিকার তরুণেরা পিছে ফেলে গেছে,
হেলায় মোদের সকল কৃতিত্ব কৃষ্টি,
শাস্ত্রমতে, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রহরণ ধনু—
প্রাণাধিক প্রিয় শিষ্য অর্জুন এবার
মোহিবে সমগ্র সভা শিক্ষার কৌশলে

জনসাধারণ। (উচ্চকণ্ঠে) কই, অর্জুন কই ? আমরা তার খেলা দেখবো।

(দ্রোণাচার্যের পদপ্রান্তে ধনুর্বাণ হস্তে অর্জুন ক্রীড়া প্রদর্শনে উদ্যত)

দ্রোণ। ক্ষমিযো বিদগ্ধজন, বৃদ্ধের প্রমাদ,
ভুলেছিনু প্রাতিযোগী আহ্বানের রীতি—
অবশ্য নিশ্চিত জানি যোগ্য কেহ নাই।

কর্ণ। আমি, আমি প্রতিযোগী এখনো হেথায়—

দ্রোণ। কে তুই অপরিচিত, বাচাল দাম্ভিক ?

কর্ণ। আমি অস্ত্রব্যবসায়ী, সমুত্তীর্ণ রথী।

দ্রোণ। স্তব্ধ হও বাক্যসার উদ্ধত যুবক।

অর্জুন। কিরাত, বাচাল, বন্য, রাজার সভায়--
রাজৈশ্বর্যে উৎক্ষিপ্ত, উন্মাদ, হে আচার্য,
কাতরে সম্মতি যাচি, অরণ্যবাসিরে
ভয়াদর্শে ফিরাই অরণ্যকোণে।

কৃপাচার্য। যুবা,
আযশাস্ত্র বহির্ভূত হবেনা দ্বৈরথ,
বল তুমি কোন্ বংশজাত ! প্রতিযোগ
রাজকুলে জন্মার্জিত রাজ অধিকার।

কর্ণ। কোনকালে একচক্ষু কয়জনে কবে,
শাস্ত্র নামে, মূঢ়তার সিংহাসনে যারে
বসায়েছে বহু স্বার্থে নির্মম সার্থক,

তাদের নিষেধ, ভীরুর শিকলবেদ।
আমি কর্ণ, সূতপুত্র, রাধার নন্দন।
(সভাস্থ সকলের ব্যঙ্গ হাস্য।)

দুর্যোধন। বন্ধু, ভীরুর লাঞ্ছনা ভুলো, অঙ্গরাজ্যে—
অভিষেকে অধিকার এখনি অবাধ।
(অভিষেক।)

প্রধান নকীব। মহামান্য কুমার কর্ণের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হোলেন; এবং তাহার নিদর্শনস্বরূপ অঙ্গরাজ্যে তাঁকে অভিষিক্ত কোরলেন।

শকুনি। সাধু সাধু, গৌরবের সৌজন্য গৌরব।
(কুন্তীর প্রবেশ।)

কুন্তী। (কর্ণের প্রতি) শান্ত হও অজ্ঞাত যুবক।
(দুর্যোধন, অর্জুন, কর্ণ সমস্বরে।)
কাহার আদেশে মাতা?

কুন্তী। (দুর্যোধনের প্রতি)
রাজমাতা কুন্তীর আদেশ।
(কর্ণের প্রতি)
গণমাতা কুন্তীর আদেশ।
(অর্জুনের প্রতি)
মায়ের বারণ।

পঞ্চম দৃশ্য।

অধিরথের গৃহ।

অধিরথ। রাধা! ও রাধা, রাজার মা হোয়ে আর সাড়াই যে দিচ্ছনা।

(সূতগণের প্রবেশ।)

প্রথম সূত। এই যে অধিরথদা, আগেই এলাম, জোয়ানদের চেয়ে এখনো চটপটে আছিয়ে ভাই। কত তেজী ঘোড়া এই না হাতে বশ করেছি—তা আজকাল ছেলেরা মানতে চায় না।

২য় সূত। তা বোলে আমাদের কর্ণ বাবাজী তেমন নয়।

প্রথম দূত। আরে রামঃ! কিসে আর কিসে?

৩য় সূত। কেমন অধিরথদা—আমি বোলেছিলাম না—তোমার কর্ণ একটি রত্ন।

অধিরথ। তা তোমরা যা বোলেছ ভাই; কর্ণ আমার ছেলের মতো ছেলে; কী না কষ্টেই ওকে মানুষ কোরেছি। তা ভাই তোমরা বোস! আজকের দিনে মিষ্টিমুখ না কোরে কা'কেও ছাড়ছিনা।

সকলে। বেশ বেশ, আমরাও কি আর না তাড়ালে নড়ছি।

(সূতগণের হাস্য।)

৩য় সূত। তা আমাদের রাজাকে দেখছি না ভায়া?

অধিরথ। সে হস্তিনাপুরে; এখন তার নূতন বন্ধু যুবরাজ তাকে সঙ্গ ছাড়া হোতেই দেয় না।

সকলে। ভালো! ভালো!

অধিরথ। বেটা বলে,—আমি তো রাজসভাতেই থাকব, তোমাকে একটু দেখতে শুনতে হবে বাবা, রাজ্যে কুশাসন না হয়।

প্রথম সূত। সে তো ভালোকথা।

অধিরথ। ভালো না ছাই। রাজার বাবা হোতে বেশ, কিন্তু রাজ্যশাসন তেমন নয়।

২য় সূত। না; দাদা পেছিয়ো না। ক্ষত্রিয় বেটাদের বড্ড অহঙ্কার বেড়েছে, তাদের দেখিয়ে দিতে হবে রাজ্যশাসনে আমরাও কমতি নই।

৩য় সূত। ওসব কথা ছাড়ো। আচ্ছা বাবাজীর একটা বিয়ে-টিয়ের ব্যবস্থা?

অধিরথ। সে চেষ্টার তো কসুর করিনি; কিন্তু আমার কর্ণের যোগ্য হোতে পারে সূতের ঘরে এমন মেয়ে কোথায় পাই বলো?

৪র্থ সূত। যদি ভরসা দাও তো বলি দাদা। আমার অপর্ণাকে কি তোমার পছন্দ হয় না?

২য় সূত। অপর্ণা! অঙ্গরাজ্যের ঘরে সে বড় জোর দাসী হোতে পারে।

৪র্থ সূত। অপমান? আমায় অপমান! আমি আর জলগ্রহণ কোরব না, এক্ষুনি উঠে যাব।

অধিরথ। হাঁ হাঁ ভাই, কর কি? কর কি? নিজেরাই কথা কাটাকাটি কোরছ। আমি কি কিছু বোলেছি!

৪র্থ সূত। তাহলে ভাই! আমার অপর্ণার কথাটা একবার ভেবে দেখবে।

অধিরথ। শুধু আমি ভেবে দেখলেই কি হবে। যোগ্য ছেলে, তায় বীর—তার

মনটা তো আগে বুঝি তবে কি জানো—আমি খুলেই বলি, ওকে আমার একটু ভয়ই করে, রাজা হোলো বটে, কিন্তু কিসের নেশা ওকে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বিয়ের কথা ওর মা কত বোলেছে, মাকে ভক্তিও করে, কিন্তু বললেই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দেয়। না আর ঢিল দিলে চলবে না। আমাকেই দেখতে হবে।

সকলে। হাঁ, ভাই শা, রাজার রাণী না হোলে কি রাজ্য চলে।

(দাসীর প্রবেশ।)

দাসী। (অধিরথের প্রতি) অন্দরে আসতে বলুন, পাতা পাড়া হোয়েছে।

সকলে। চল হে, চল সব।

জনৈক বৃদ্ধ। হাঁ আর দেরী কোরে কি হবে। (সকলের প্রস্থান।)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

প্রাসাদ।

(কুন্তী।)

কুন্তী। আজি অঙ্গ অধিপতি তুই। মৃত বৎসা
বসুধার অনিভন্ত চিতায় রহিয়া,
এ তোর বিজয়বাণী, অবোধ গর্জনে
মুচড়ি বধির রোষে বিশ্বের নিষেধ,—
নিঃস্ব ঘোর তমিস্রার শিখরে, ক্ষণেক
চমকি উত্তীর্ণ সুখে অভীষ্ট বিদ্রূপ,
মিলাইল দূরে বুঝি অলক্ষ্যের মাঝে।

(দূতের প্রবেশ।)

দূত। মর্য্যাদার পরিচয়, কিছু নাহি তার—
অধিরথ পিতা তার, মাতা তার রাধা
অঙ্গরাজ্যে অধিষ্ঠিত প্রভাবে কেবল।

কুন্তী। প্রীত আমি প্রযাসে তোমার।

(দূতের প্রস্থান, ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃত্য। জয় হোক্।

কুন্তী। কি বারতা তোর?

ভৃত্য। কুমারেরা আসিছে আশীষপ্রার্থী।

কুন্তী। আয়, তোরা আয়।

(পুত্রগণের প্রবেশ।)

যুধিষ্ঠির। আমারে লুকায়ে রাখো হৃদয়ে তোমার ;
রন্ধ্রে, রন্ধ্রে, চক্রান্ত যেথায় ক্রুর, যেথা
হাসির অধর কোণে. কুটিল ছলনা,
মৈত্রীর আড়ালে যেথা, শাণিত ছুরিকা,
কৃতী যেথা, অকৃতীর শাস্তি শুধু সয—
সেই দয়াহীন, কূট রাজনীতি হোতে,
আমারে লুকাযে ফেল অন্তরে তোমার।

কুন্তী। আত্ম প্রকাশের সমূহ পোষণ তবু—
তাহারি আশ্রয়।

যুধিষ্ঠির। চাহিনা, চাহিনা মাতা,
আত্মপ্রকাশের মমতাবিহীন ধর্ম্ম।

কুন্তী। এমনি মমতাহীন ধর্ম্মের মমতা।

যুধিষ্ঠির। তবে কি মানবধর্ম দুরূহ রূঢ়তা ?

কুন্তী। একমাত্র সান্ত্বনা তোমার—সাধিযাছ
বহুর কল্যাণ ; বহুর কল্যাণ তবে,
জানো পুত্র, রাজনীতি কঠোর কেমন ?
রাজআনুগত্য অটুট রাখিতে নিত্য,
বিনা দোষে, দণ্ডদান , আত্মছিদ্র ঢাকি,
পরছিদ্র উদ্ঘাটন ; শত্রুরে অক্ষমা ;—
পূর্বাপর শাসনের অমোঘ বিধান।

যুধিষ্ঠির। দুর্যোধন ছাড়া, কে আর এমন শত্রু ?

অর্জুন। কেন, কর্ণ, জুটিয়াছে নূতন দোসর।

কুন্তী। অঙ্গরাজ্যে অবিষ্ঠিত, লোক মুখে শুনি
তাহার গৌরব ; বৎস, তোমার শত্রুরা—
স্থ্যতনেত্র শকুনের গণিতেছে যবে
মোচন দিবস, আবদ্ধ বিহঙ্গে কাড়ি
ক্রমশঃ লভিবে তারে অটুট সহায়।

নকুল। ঋত্বিকের যজ্ঞহবি বহিবে কুক্কুর।
সহদেব। পাণ্ডবের শৌর্য যদি এমনি কৃত্রিম
ক্ষাত্রধর্ম মিশে যাক্ ধূলি তলে তবে।
ভীম। কুশলী কৌশল জানে বলী জানে বল,
অর্জুন। সেই বাহু বলে আয়ত্ত রাখিব পৃথ্বী,
কর্ণ কেন, প্রতিদ্বন্দ্বী যদি বিশ্বলোক
একাকী অর্জুন রবে সাধিতে বিজয়।
কুন্তী। অবিজ্ঞতা সহজে অধীন। অগোচরে
আপনার কষ্টার্জিত যোগ্যতায় আজি
যেথা তার স্থান ক্রুর হিংসা সেথা তাবে
অধর্মে ভুলাবে; স্বধর্মে ফিবায়ে আনা
কর্তব্য কি নয়?
অর্জুন। বিধাতা বঞ্চিছে যারে
প্রবঞ্চনা জন্মগত আচরণ তার।
কুন্তী। আমি নারী, নাহি জানি অত, অহরহঃ
মনে হয়, অকল্যাণ চারিদিক হোতে,
পঞ্চদীপ পঞ্চপুত্রে, ঘেরিছে আঁধার।
অন্ধসম, অনুমানে চলি নিজপথ,
সে পথে, নির্ভর কিছু পরশি কখন,
দুবাহু বাড়ায়ে ছুটি, সে বুঝি আশ্রয়।
(দূতের প্রবেশ।)
দূত। কুরুশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র তোমাদেরে সবে,
অবিলম্বে স্মরিছেন সিংহাসন পাশে।
(দূতের প্রস্থান।)

সপ্তম দৃশ্য।

কৌরবপ্রাসাদ।

(ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন, কর্ণ এবং শকুনি।)

ধৃতরাষ্ট্র। না, না, অসম্ভব প্রস্তাব তোদের। পঞ্চ
ভ্রাতা এই মাত্র আশীষ মাগিয়া গেল;

হাস্যমুখে, হানিয়াছি আশীর্বাদ-শেল—
বারণা শুনিল যেই অমনি সম্মত ;
বিনয়ী, বলিষ্ঠ পাণ্ডু পঞ্চ পুত্রে সঁপি
ছাড়িয়াছে অন্তিম নিঃশ্বাস, মাত্র নামে
ছিল অধীশ্বর। আমারে সেবিত আজ্ঞাবর্তী
ভৃত্যের মতন।

দুর্যোধন। জনতার প্রতিধ্বনি
রাজ মুখে শুনি, অন্ধ, অনাদৃত পিতা,
অনাদরে ফেলে গেলে আপন সন্তানে,
কূট বিষে তবে, জজরি শৈশবে কেন,
বাধোনি প্রাণের তৃষা ?

ধৃতরাষ্ট্র। হিংসায় ভুলিস্
পূর্বাপর রীতি, এক দেহে এক প্রাণ
পাণ্ডব কৌরব, বিশেষে বলিষ্ঠ, তারা
পাঁচ ভাই. বলযোগে অসাধ্য উচ্ছেদ !
পুরজন তাঁহাদেরি বশ, ভিন্ন কথা
কহিবে মন্ত্রীরা, ধর্মে বাধে কর্মে বাধে,
তবু বিবেকের নিষেধ লুকায়ে, যদি
জ্বালিস্ অনল অচিরে অর্পিতে হবে,
নিজেরে ইন্ধন ; সেই ভালো আয় তবে,
পতন আঁকড়ি দোঁহে, ঝাঁপাই নিভয়ে।

দুর্যোধন। এই নিত্য অপমৃত্যু হোতে সে পতন
শতগুণ শ্রেয়ঃ।

কর্ণ। সত্য বন্ধু, কে সহিবে
বাঁচিবার আজন্ম ধিক্কার, একদিন
প্রত্যহের অপমৃত্যু হোতে, নিরবধি
ক লে, সহসা মেলিলে যার অন্তরের
চঞ্চল শিখার নৃত্য সেই কর্ণ, ছলে
বলে, অথবা কৌশলে, অপসারি সব
প্রতিকূল বাধা, পার্শ্বে রবে তব।

দুর্যোধন। বন্ধু !
সেই প্রাণচাঞ্চল্যের এক খণ্ড উল্কা
দুর্যোধন ; চারিদিকে নিষেধ কেবল—
রুধিতেছে জলদর্চি উদ্ভাস তাহার। (ধৃতরাষ্ট্রের প্রস্থান।)
শকুনি। কি বকিস্ জম্বুকের মত ? নানারত্ন
মন্ত্রীরে দিগে যা, বীরেরা প্রশস্ত চিত্ত,
শিখা গিয়ে কপট তাদের ; জনে, জনে
পুণ্যার্থীরে বল্ বারণা পরম তীর্থ ;
প্রকৃতি প্রেমিকে বল, অগাধ উল্লাস
বারণার পত্রপুটে ভরিছে প্রকৃতি।
বার্তা কিছু পুরোচন দেয়নি এখনো
মিথ্যাবাদী জারজ যবন।
কর্ণ। বাহিরেতে
যবনের দূত ঘোষিত অনেকক্ষণ ;
পুরোচন কদাকার দূত ততোধিক,—
ফাঁসিকাষ্ঠ বসা মুখে, জল্লাদের
কুঠার চমক, শিশুঘাতকের শ.ণ
শিলা, অধরোষ্ঠ তার—আনিয়াছে ঠিক
ভয়ঙ্কর শুভবার্তা কিছু।
শকুনি। কই, কোথায় ?
(কর্ণ দূতকে ডাকিয়া আনিল। সে প্রণাম করিয়া পত্র দিল।)
দুর্যোধন। ক্ষণকাল সহিতে পারি না এরে ;
যেতে বল, যেতে বল এখনি মাতুল।
দূত। আমার পুরস্কার ?
(দুর্যোধন গলা হইতে তাহাকে মুক্তার হার ছুঁড়িয়া দিল।)
(দূতের প্রস্থান।)
শকুনি। (পত্র পাঠ।)
বারুদ পূর্ণ লৌহ নলে প্রাচীর নির্মিত,
স্তম্ভ ঘৃতে পূর্ণ তৈল, পাট, শণ, গন্ধক,
কর্পূর, লাক্ষা, নানা আরক-জারকে অট্টালিকার

ভিন্ন ভিন্ন অংশ প্রস্তুত ; যাহাতে সন্দেহ না
হয়, তজ্জন্য আগাগোড়া স্বর্ণ বর্ণে রঞ্জিত : সামান্য
অগ্নি স্পর্শেই জলিয়া উঠিবে। এবং দেবরাজ স্বয়ং
তা নেভাতে পারবে না। উৎকট গন্ধে যাহাতে
কোন সন্দেহ না হয় সেজন্য উৎকৃষ্ট ধূপ, অগুরু
চন্দন, নানাবিধ গন্ধতরু, গন্ধলতা, গন্ধপুষ্প
দগ্ধ, লিপ্ত এবং রোপিত হইযাছে। আমরা
এখন প্রস্তুত, বাকী ভগবানের কৃপা।

দুর্যোধন। ঘাতকেও যাচে দেখি বিধাতার কৃপা ;
মাতুল ! ঘাতক এমন বীভৎস কেন ?

কর্ণ। নহিলে জানিতে কিসে কাহারা ঘাতক !

দুর্যোধন। বীভৎস কোথায় ? অন্তরের বীভৎসতা
আরো যে ভীষণ !

শকুনি। যা থাকে থাকুক মনে—
বাহিরে থাকিতে হবে ছিলাম যেমন।

অষ্টম দৃশ্য।

জতু-গৃহ।

(পুরোচন ও অনুচরবৃন্দের প্রবেশ।)

পুরোচন। এই সব, আজ রাত্রেই আগুন লাগাতে হবে,—তারপর সুড়ঙ্গ পথে যে দিকি পারবি লম্বা দিবি।

অনুচরবৃন্দ। যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে। (প্রস্থান।)

(কুন্তী এবং পঞ্চপাণ্ডবের প্রবেশ।)

পুরোচন। আপনাদের সমস্ত দেখিয়ে শুনিয়ে দিলাম ; এবার অনুমতি করুন যাই।

যুধিষ্ঠির। বেশ তাই হোক্।

(পুরোচনের প্রস্থান।)

কুন্তী। আমার আশঙ্কা হোচ্ছে কোথায় এই বুঝি বিপদ ঘনিয়ে উঠেছে !

ভীম। আর এক মুহূর্ত্তও এগৃহে থাকা আমাদের উচিত হোচ্ছে না।

যুধিষ্ঠির। পৃথিবীকে অত অবিশ্বাস কোরলে চিত্তে পাপ সঞ্চয় হবে যে ভাই! জ্যেষ্ঠতাত যখন আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন!

অর্জুন। (নকুল ও সহদেবকে দেখিয়ে।)

এরা এই গৃহের তলে এক সুড়ঙ্গ পথ আবিষ্কার কোরেছে।

ভীম। সুড়ঙ্গ রাখা হোয়েছে? আর সন্দেহের অবকাশ নাই।

নকুল, সহদেব। সন্দেহ? আর সন্দেহ নাই দাদা, আমরা বল্‌ছি এটা জতুগৃহ।

সকলে। (বিস্মিত।) বল কি?

নকুল। হ্যাঁ, সেই সুড়ঙ্গ পথে আমরা এক অতিকায় জীবের কঙ্কাল দেখি, সহদেব ঐ কঙ্কাল নিয়ে গৃহপ্রাচীরে দ্রষ্টব্য হিসাবে সংলগ্ন করার জন্য গৃহগাত্রে লৌহ শলাকা বিদ্ধ কোরতেই, খানিকটা তরল পদার্থ নির্গত হোল; পরীক্ষায় ধরা গেছে সেটা দাহ্য।

সহদেব। এখনি এ সুড়ঙ্গ পথে এ গৃহ ত্যাগ করা প্রয়োজন; সুড়ঙ্গের শেষ পর্যন্ত দেখে এসেছি। তা এক ভগ্ন দেবালয়ে গিয়ে উঠেছে।

ভীম। যাবার আগে এগৃহে তবে আগুন লাগিয়ে দিয়ে যাব।

অর্জুন। ঠিক কথা। কৌরবেরা জানুক পাণ্ডবেরা মৃত; কাল পূর্ণ হোলে আমরা দ্বিগুণ শক্তিতে আঘাত কোরব।

সহদেব। ইতিমধ্যে আর অন্য অনিষ্টের কথা তারা ভাব্‌বে না।

যুধিষ্ঠির। অজ্ঞাতবাসই তবে শ্রেয়। কিন্তু কোন্ ছদ্মবেশে?

কুন্তী। আমি অত শত বুঝিনা। বাছা এখনই চল, আমরা প্রাণ নিয়ে পালাই, তোদের জন্যই আমার ভাব্‌না।

সহদেব। না, মা এখন ধৈর্য ধরে আমাদের কাজ কোরতে হবে।

ভীম। এস, আমরা বাজীকরের ছদ্মবেশে পালাই। আমি শক্তির খেলা দেখাব, অর্জুন ধনুকের, নকুল অশ্বের, সহদেব যাদুর, আর দাদা হবে আমাদের সকল ক্রীড়ার প্রদর্শক।

অর্জুন। তার চেয়ে দেশদেশান্তর আমরা যাযাবরের মত ঘুরে বেড়াই।

যুধিষ্ঠির। না, না। ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ—আমরা ব্রাহ্মণেরই ছদ্মবেশ গ্রহণ করি এস, ভিক্ষান্নে জীবিকা নির্ব্বাহ কোরব।

কুন্তী। সেই ভাল, বাবা। অল্পদূরেই একচক্রা নগর। সেখানে এক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর সঙ্গে পথে আমার আলাপ হোয়েছিল। তারা আমাদের পরিচয় জানে না, চল, আমরা সেখানেই পালাই বাবা।

ভীম। তাহলে দাদা, তোমরা সন্ধ্যা হোতেই সুড়ঙ্গ পথে মাকে নিয়ে তৈরী থেকো। রাত একটু গভীর হোলেই আগুন লাগিয়ে দিয়ে তোমাদের সঙ্গে যোগ দিব। ৪১

নবম দৃশ্য।

পাঞ্চাল প্রাসাদ।

স্বয়ম্বর গৃহ।

দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, জরাসন্ধ, বিরাটরাজ, সুশর্মা, কীচক, ত্রিগত, শিশুপাল, কৌরবগণ, ব্রাহ্মণবেশী পাণ্ডবগণ, নৃপতিগণ, ব্রাহ্মণগণ, স্তুতিগায়ক, বাদক এবং ভাট।)

(নৃত্যগীত।)

ধৃষ্টদ্যুম্ন। সুস্বাগত সমবেত ভারতভূষণ,
পাঞ্চালের নিবেদন জানি দীন হীন ;
বহুসমাগমে বহুপ্রত্যর্পিত তবু :
হের সবে শরাসন ; কনক তুনীরে
পঞ্চকের কোন এক শরে মৎস্য চক্ষে
যে বীর বিঁধিবে লক্ষ্য, ভগিনীর কণ্ঠ
হোতে তার কণ্ঠে অনুকূল প্রজাপতি
অর্পিবে গৌরব। (দ্রৌপদীর প্রতি) বৈশ্বানরে পূজ ভগ্নী
পরে পুরোহিত, দ্বিজ, বর্ষীয়ানে জ্ঞাপি
ভূমিষ্ঠ প্রণতি, তব চিরজনমের
সৌভাগ্যের পাশে উমামহেশ্বরে স্মর
অন্তরে অন্তরে। (সভাজন প্রতি) এবার আরম্ভ হোক্
ক্ষত্রিয় প্রয়াস।

জরাসন্ধ। কূটলক্ষ্য আমি আগে
বিঁধিব অক্লেশে।

(জ্যারোপনে পতন ও মূর্চ্ছা।)

বিবাটবাজ। অশীতি বর্ষেব শৌর্য
দেখ সভাজন। এখনো যৌবন মোব
প্রমত্ত চঞ্চল।

(জ্যা রোপণে উদ্যত, পতন।)

ব্যাধিভাবে ছিন্ন তনু,
গুরু ভাবে যাই।

সুশর্মা। অতি লোভে বুড়ো মবে,
মূর্খ! হোয়েছে উচিত শিক্ষা, বৃদ্ধ যাও
মবে [illegible] বন্ধু দল।

(ধনুর্বাবণে চেষ্টা ও অপমানিত।)

কীচক। থাম তুই
জিহ্বা পটু [illegible], দেখ, ভুজবিক্রমে মোব
শৌর্য গর্জিবেনা আর।

(জ্যারোপণে উদ্যত ও পতন)

ত্রিগর্ত। মূর্খ, নাহি
জানে কিসে লভে, নাবী, শিখাব সভায়।

শিশুপাল। অবদানো বঙ্গস্ব স্বন অভিজ্ঞ
নিগূঢ় সংশয়, বাতাসে বেড়িল [illegible]
বথচক্র মন্ত্র বাজ্য বিঁধিয়াছে কেহ,
অহোমেব স্বয়ম্বরে ভুলিনি এখনো
কন্যা দিল দুযোধনে কৃতার্থ বাধেয়,
লক্ষ্য নহে লক্ষ্য ভেদ, অলক্ষ্য কৌতুক।

বিরাট। কত লক্ষ্য বিঁধিয়াছে এই বাণ মোব,
তুচ্ছ এই লক্ষ্য ভেদে এমনি বিফল।

সুশর্মা। সত্য বথী, ব্যতিক্রম সব পবাক্রম।

(সকলেব একসঙ্গে চীৎকাব।)

একদল রাজা। যথার্থ।

অপরদল রাজা। যথার্থ সত্য।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। অক্ষমের অভিযোগ ভয়ের সম্বল।
আর্যাবর্তে ক্ষত্রশৌর্য জানিতাম ধ্রুব
অধিষ্ঠিত গৌরবের শিখর চূড়ায়,
কে জানিত জরাজীর্ণ ইতিহাস সার
পুঁথিগত কীটদষ্ট ঝর্ঝর কৌতূহল,
ছাত্রের কণ্ঠস্থ বিদ্যা অজীর্ণ অর্জন,
সোপানিক মূঢ়তার অতীত অজ্ঞতা,
যদি না অকাল গ্রাসে পড়িত অর্জুন,
লক্ষ্যভেদ তবে হেরিতে এখনি।

ভীষ্ম। আজো
ক্ষাত্র-শৌর্য স্মৃতিমাত্র নয়, শিরোধার্য
তবু অর্জুনের তরে আক্ষেপ তোমার,
শুষ্ক নেত্রে অশ্রু যেন সহসা ক্ষরায়,
অচ্ছেদ্য এমনি বুঝি মায়ার বাঁধন,
খুলিতে খুলিতে পড়িছে নবীন গ্রন্থি,
বন্ধুগণ হাতে দিয়ে কাণে কাণে কয়
পুরাইতে হবে তোরে তাদের কামনা,
এ জাল ছিঁড়িয়া নর কেমনে ফুরাবে!

শিশুপাল। কৃষ্ণধ্বজী সর্দারের একুশীর লোভ,
গোপাল বাজায় ভাল মনচোরা বাঁশী,
নৃত্যে তার নিপুণতা গণিকার গতি।

ভীষ্ম। স্তব্ধ হ', কৃষ্ণনিন্দা পাতুকায় করি—
নিন্দুকেরে মুহূর্তেকে শাসিতে পারগ,
শোন্, তবু মূঢ়, আজন্ম কৌমারব্রতী,
ভীষ্মের জননী বিশ্বের সকল নারী;
নারীর মর্যাদা রক্ষা প্রযত্ন আমার,
সেই সাথে ক্ষত্রিয়ের কলঙ্কমোচনে

লক্ষ্যভেদ অগ্রসর প্রয়াস আমার
সাফল্যে অর্পিবে কন্যা কুরু-অন্তঃপুরে।
(সম্মুখে শিখণ্ডীকে দেখিয়া ধনুর্বাণ ত্যাগ।)
(দুর্যোধনের প্রতি)
বৎস,
কহ তারে, দ্রোণ যদি পুরায় কামনা।
(ধনুর্বাণ করে দ্রোণের লক্ষ্যভেদে গমন,
কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই প্রত্যাবর্তন।)

দ্রোণ। সহসা হেরিনু যেন কৃষ্ণের নিষেধ,
বৎস, কৃষ্ণে কভু অমানিতে পারিব না
হেন সামান্য ব্যাপারে, ক্ষমবিদ্যা
বার্দ্ধক্যে এখন, আর তো অর্জন নাই,
তার তো আমার নয় আজ সে নিদয়।

দুর্যোধন। (কর্ণের প্রতি)
বন্ধু, ধর ধনুর্বাণ আজি স্বয়ম্বরে
পৌরুষ স্থাপন মূল্যে, তোমার গৌরবে,
জীবনসঙ্গিনী লভি কীর্ত্তি হোক থাক।

কর্ণ। বান্ধবের অভিন্ন আগ্রহে শরণ যাচি
সভাস্থ সম্মতি ; নিশ্চিত বহিবে কর্ণ,
যদি থাকে হেথা তার যোগ্য প্রার্থী কেহ,
লক্ষ্য সন্ধানের বাধা হবে না সুযোগ।

দ্রৌপদী। ক্ষত্রিয়ের প্রাপ্য মালা শূদ্রে ব্যতিক্রম
ভ্রাতঃ! দিব না শূদ্রের গলে।

কর্ণ। বরণীয়
স্বতঃ লভ্য পুরুষের ক্ষমা, তাই তব
প্রাপ্তি সুখে কর্ণের নাহিকো ক্ষোভ।

দ্রৌপদী। ভ্রাতঃ!
ক্ষত্রনারী স্পৃহা যার অপাংক্তেয় হেয়,
ক্ষমার ধৃষ্টতা তার সহিবে শূদ্রানী।

কর্ণ। কলরব মূঢ় নারীর রসনা মিথ্যা।
রে উদ্ধতে অভিমত্তা প্রগল্‌ভা রমণী,
দেবলোক, শোন মোর ব্যাকুল প্রার্থনা,
উদ্ধতা নারীরে এখনি পুমসি তোল,
সগু নব জিহ্বা ছিঁড়ি মিটাই লাঞ্ছনা।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। স্তব্ধ হও, রে ঘৃণিত সূতপুত্র, তোরে
সভা হোতে বিদূরিবে দৌবারিক মোর।
(কর্ণের অসি নিষ্কাসন এবং তৎসহ ধৃষ্টদ্যুম্নের।)

শ্রীকৃষ্ণ। ভুলিও না দ্রুপদকুমার, আজিকার
সমাগম তোমার আহূত।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। শূদ্র হেথা
ররাহূত, প্রার্থী নয়, দূরের দর্শক,
যোগ্য ভূমে লুব্ধ হবি সারমেয় পানে
স্পর্শ ভয়ে, ভয়াদর্শ ভুলি নাই কেউ।
(কর্ণের ক্রোধোচ্ছ্বাস।)

কৃষ্ণ। কি ফল সংগ্রামে? প্রাণান্তে এখন বাস।
শূদ্রগণে নাহি দিবে মালা।

কর্ণ। মোর করে
উদগ্রীব মৃত্যুর, আর, তার লেলিহান
মত্ততার মাঝখানে দাড়ায়োনা আর,
বরর পাঞ্চাল, মুহূর্তেকে সত্য ঘোষি
সভাস্থ সমক্ষে মুহূতে স্বহস্তে তারে
ভাঙিয়া হেলায়, নীচ শূদ্র, ঘৃণ্য শূদ্র,
অস্পৃশ্য, অশুচি, তবু তারা সেই সত্য
মিথ্যার মুখর হাটে দেয় না বিকায়ে।

বিরাটরাজ। সত্যরক্ষা সমকক্ষে শ্রেয়।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। ধর্মে কর্মে
সর্ব কার্যে অপাংক্তেয় শূদ্রে অনাচার।

একদল রাজা। যথার্থ,

অপরদল রাজা। যথার্থ সত্য।

কর্ণ। অভিজাত মত্ততায় যে বিমূঢ়, শোন,
যাহাদের পুঞ্জীভূত বেদনা গলায়ে
কণ্ঠে পর স্বর্ণ অলঙ্কার, অন্তহীন
দীর্ঘশ্বাস নিবারি গড়েছ মেঘচুম্বী
বিরাট বিলাস যাদের ক্ষুধার অন্নে
আসবিছ কামনার উদ্রেক মদিরা,
টানিয়া আনিছ পথে দুহিতা ললনা
কলুষিত লালসার তুমুল ইন্ধন,
—তাহাদেরি একজন আমি, লভিয়াছে,
পরম শূদ্রাণী মাতা অক্ষত কৌলিন্য,
এক শুভ্র জাগৃতির অগ্রদূত মোরে।

শিশুপাল। শুনিতেছ জড়বৎ অস্পৃশ্যের ঘৃণ্য
আস্ফালন।

সুশর্মা। শূদ্র মুখে দুর্বিসহ তব
তিরস্কার।

কর্ণ। তোমাদের আত্মঘাতী হিংস্র
প্রগল্ভ দম্ভের মত্ততাসঞ্জাত বিষে,
তোমাদেরি ভবিষ্যৎ বংশধর যবে
বিকলাঙ্গ লুটাবে ধূলায়, অকস্মাৎ
রুদ্র শৌর্যে দীপ্ত এক শূদ্র-অভ্যুদয়,
অনলে মুষলে খড়্গে আঘাতে সংঘাতে
উন্মোথিবে উদ্‌যাপন দিক-দিগন্তরে,
তাই মোর সিংহনাদে যাদের কল্লোল,
শোণিতে শোণিতে মোর ধ্বনিছে যাদের
বজ্রের গর্জনে-বাঁধা বিজয়-সঙ্গীত,
মেঘলোক ভেদি মোর করে তাহাদের
বিজয়-কেতন, তাই আমি শূদ্র, দ্বিজ,
জীবনের জাগরণ-জাহ্নবীর শুভ্র
ভগীরথ আমি, সে নব প্রভাতে আমি
শূদ্র অংশে সূর্য দিনকর, শোন, নারী,

যশোহীন সমারোহে মিথ্যা স্বয়ম্বরা,
শোভায় পৌরুষ পটু ভীরুর সভায়,
কীর্তিরে ছলিতে পণে তুচ্ছ এক মালা
সহসা পড়েছে ধরা দীন কত নিজে।

(কর্ণের প্রস্থান।)

ধৃষ্টদ্যুম্ন। উন্মুলিত সভার বিফল বিঘ্ন ; তবু
দেখিনা যে বীর কেহ আসিছে বিঁধিতে
লক্ষ্য ; বীরহীনা যদি বীরপ্রসূ মাতা
আর্যাবর্ত হোতে চিরতরে উঠে যাক
স্বয়ম্বরপ্রথা , দেবতার পাশে যেন
বীরস্বামী নাহি যাচে ক্ষত্রনারী আর।
(ব্রাহ্মণগণের মধ্যে মৃদু গুঞ্জনধ্বনি
শোনা গেল ; তাহাদের প্রতি)
আছ কেহ লক্ষ্য ভেদে সমর্থ ব্রাহ্মণ ?
উঠে এস, বীরের দুরপনেয় গ্লানি
মুছে দাও উদার উদ্যমে······

প্রথম ব্রাহ্মণ। উঠে পড় নাহে, ছোকরা। তখন থেকে তো উস্‌খুস্‌ কোরছ।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ। পারবে হে, পারবে যাও, আশীর্বাদ কোরছি।

তৃতীয় ব্রাহ্মণ। চালকলাখেকো বামুনের শরীর, কাজ কি বাপু ও সব ঝঞ্ঝাটে ? নেমন্তন্ন হোয়েছে, আমরা এসেছি , খেতে দিয়েছ, খেয়েছি ; দক্ষিণা দেবে, নোব ; দুহাত তুলে আশীর্বাদ কোরব, ব্যাস্‌।

জনৈক তরুণ ব্রাঃ। আপনারা, প্রবীণেরা যদি প্রতিপদে আমাদের বাধা দেন······

চতুর্থ ব্রাঃ। প্রতি পদে বাধা দিচ্ছি বাপু যাতে পূর্ণ্ণমে পর্যন্ত গড়াতে পার।

তরুণ ব্রাঃ। আপনি উপহাস কোরতে পারেন, কিন্তু যে শাস্ত্র ব্রাহ্মণের সৃষ্টি তা থেকে ব্রাহ্মণরা কেন বঞ্চিত হবে ?

অন্যান্য তরুণেরা। নিশ্চয়, নিশ্চয়।

প্রথম ব্রাঃ। তবে যাও হে ছোকরা যাও , দুর্গা বোলে ঝুলে পড়, তারপর দেখা যাবে।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। দ্বিজকুলে লক্ষ্যভেদে সমর্থ আছেন
যিনি, অনুগ্রহ হোলে আসুন হেথায় ;
আপনার সামর্থ্যের পরিচয় দিন।

প্রথম ব্রাঃ। হ্যা, হ্যা, যাচ্ছে, দাড়াও না, অত তাড়াহুড়ো কিসের ?

দ্বিতীয় ব্রাঃ। ওরে, ক্যাব্‌লা ছোঁড়া, কাপড়টা বেশ কোরে বাগিয়ে নে না ব্যাটা, তারপর হাটুগেড়ে বেশ কোরে বোস্‌বি। বারকয়েক ইষ্টমন্ত্র জপ কোরে মেরে দিবি তীর, বোলছি লেগে যাবে।

দ্রুপদরাজ। দেখেছ, দেখেছ মন্ত্রী, সহসা উঠিল
কোষমুক্ত নগ্ন খড়্গ যেন ঋজু দৃঢ়,
অথচ সে নমনীয় অতি, প্রতিঘাতে
ভাঙিবে না, পারিবে সহিতে শুধু, কিন্তু,
আঘাতের কালে ছুটিবে তড়িৎ হেন।

ভীষ্ম। কে ঐ তরুণ আকর্ণ বিশ্রান্ত আঁখি,
আজানুলম্বিত বাহু, মনে হয় অতি
পরিচিত, চিনিতে পারিনা তবু।

দ্রোণ। সত্য,
শালপ্রাংশু বাহুবন্ধে কি বিশাল বুক,
এ অর্জুন, কহিনু নিশ্চয়।

ভীষ্ম। সত্য, দ্রোণ।

অর্জুন। লক্ষ্যভেদে ব্রাহ্মণের আর বাধা নাই
জানিবার পরে, যদিও আসিনু আমি,
তথাপি শুধাই সভাস্থ সমূহ জনে,
কিছুমাত্র অসম্মতি থাকে যদি কারো,
তবে যেথা হতে আসিয়াছি, ফিরে যাব
মুহূর্তেকে সেথা।

তৃতীয় ব্রাঃ। অত আর ফোড়ন কাটতে হবে না।

চতুর্থ ব্রাঃ। ছোকরার এদিক নেই ওদিক আছে।

পঞ্চম ব্রাঃ। আরে বাবা, ধাঁ কোরে মেরে দেনা, আপদ চুকে যাক্‌।

(অর্জুনের অগ্রসরণ।)

জনৈক রাজা। এ যে দেখছি শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যভেদ কোরতেই উঠ্‌লো।

অপর এক রাজা। ভিক্ষাজীবি ব্রাহ্মণ সে কি লক্ষ্যভেদ কোরবে?

জনৈক ব্রাঃ। যত বড মুখ নয় ততবড কথা। ব্রাহ্মণ ভিক্ষাজীবি, তোরাই তো আমাদের পায়ে ধরে সাধ্‌তে আসিস্‌।

জনসাধারণের একজন। আরে তীর লাগাবে যে। আঃ! চুপ করুন না মশাইরা।

অপর একজন। আমি বলছি, ঠিক মেরে দেবে, দেখ।

(অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ।)

তৃতীয় ব্রাঃ। আঃ বেঁচে থাক, বাবা, বেচে থাক।

(তুমুল উল্লাসধ্বনি।)

জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা। এ হবে না, ক্ষত্রিয়দের সভা থেকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রনারী নিয়ে যাবে? চল, ব্রাহ্মণকে প্রহার কোরে তাড়িয়ে দিই।

(সভায় একটা প্রচণ্ড কোলাহল উঠিল।)

দুর্যোধন। পিতামহ, ধরিবে না
ধনু? দেখি, সকলেই দ্রুপদকন্যার
লাগি, ধরে প্রকাশিছে নিজ নিজ বল।

ভীষ্ম কার সাথে ধনুর্বাণ ধরিব পৌরব!
সত্য লগ্ন ভাঙে গড়ে ছিনিমিনি খেলে,
এই সব কাপুরুষ ভণ্ডেরা মানুষ!
মানুষের কণামাত্র নাই রে হেথায়।
অবয়বে আকারে প্রকারে বেশে, বাসে,
ভূষণে মানুষ, প্রকৃতপ্রস্তাবে সব
কীট, পোকা, কৃকলাস, শকুনি, গৃধিনী,
পেচক, মূষিক, ভেক, বানর, শৃগাল,
চল দ্রোণ, ঘৃণ্য এই অকুস্থান ত্যজি।

(ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রস্থান।)

দুর্যোধন। (দূতের প্রতি)
বেশী দূর যায়নি রাধেয়। যা রে শীঘ্র
সকল সংবাদে তাহারে ফিরায়ে আন।

জনৈক ক্ষঃ রাজা। তৃণজ্ঞানে সমবেত নৃপবৃন্দে ঠেলি
দ্রৌপদীরে বিপ্রসাৎ করিতে বাসনা
রে মূর্খ দ্রুপদ, প্রতিফল পাবি তার।

দ্বিতীয় রাজা। স্বয়ম্বরে ব্রাহ্মণের অধিকার নাই।

তৃতীয় রাজা। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ হয় তো অর্থ লোভে কন্যাকে কোথাও বেচে দেবে—ওকে অর্থ লোভে বশীভূত করা যাক।

চতুর্থ রাজা। তারপর যদি এই কন্যা আমাদিগের মধ্যে কাহাকেও মনোনীত না করে, তখন ওকে অগ্নিতে নিক্ষেপ কোরে আমরা স্ব স্ব রাজ্যে ফিরে যাব।

কীচক। অবমানো ক্ষত্রিয়সমাজ, যত দোষ
দ্রুপদ রাজার। ব্রাহ্মণ অবধ্য জানি।
রাজ্য, অর্থ, পুত্র, পৌত্র, জীবন ত্যজিতে
পারি ব্রাহ্মণের তরে; দ্রুপদেরে বধি
এস প্রক্ষালি লাঞ্ছনা যত, ধর্ম রাখি
আর।

(রাজাগণ সমবেত হইয়া দ্রুতবেগে দ্রুপদকে আক্রমণ করিল।
দ্রুপদরাজা ব্রাহ্মণদিগের শরণাপন্ন হইলেন।)

ব্রাঃ। তোমাদের ভয় নাই, আমরা শত্রুর সহিত যুদ্ধ কোরতে প্রস্তুত আছি।

অর্জুন। আপনারা পার্শ্বে থাকি দেখুন কেবল,
মন্ত্রবলে বিষবৈদ্য বিষনাশে যথা
সূচ্যগ্র বিশিখ শরে নাশিব এদের।

(কর্ণের প্রবেশ।)

কর্ণ। রণক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের বধে নাহি পাপ।

অর্জুন। সর্ব দুষ্কর্মের আজ প্রতিফল পাবি।

ভীম। মূর্খ, অসার, দাম্ভিক সব, আজ তোরা
পড়েছিস্ কালান্তক যমের কবলে।

(বেগে ধাবন।)

(অর্জুন কর্ণের যুদ্ধ।)

কর্ণ। মূর্তিমান ধনুর্বেদ অথবা সাক্ষাৎ
সূর্য কিংবা বিষ্ণু বাম, নাহি জানি কেবা
তুমি? বিপ্রবব, অপরূপ ভূজবীর্য,
অপরূপ অক্লিষ্টতা, অস্ত্রশিক্ষা তব,
তবু মোব বাহুবলে কিবীটি ব্যতীত
দেখে নাই আর্যাবর্ত অপব দ্বৈবথ।

অর্জুন। ধনুর্বেদ নহি আমি, নহি বিষ্ণুবাম,
ব্রাহ্ম অস্ত্রে সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ কেবল।

কর্ণ। আবাব ব্রাহ্মণ! না না যাক, তাব চেয়ে,
ভালো নিঃস্ব এই কর্ণেব বিফল ক্ষতি।

(কর্ণেব প্রস্থান।)

কৃষ্ণ। হে ভূপালবৃন্দ, বাজকুমাবীকে এবাই ধর্মতঃ লাভ কোবেছেন। তোমবা ক্ষান্ত হও, আব যুদ্ধে প্রযোজন নেই।

জনৈক ব্রাঃ। ক্ষত্রিগ বেটাদেব কি কডা হাত?

অপব ব্রাঃ। মাব খেযে হাডগোড ভেঙে গেছে বে বাবা! (যুধিষ্ঠিব, নকুল, সহদেবাদিব ব্রাহ্মণগণকে শুশ্রূষ।)

ভাট। শোন শোন সমবেত সকল বাজন্,
পবিশেষে পবিমিত ভাটেবি ভাষণ।
কেন আব গণ্ডগোল অনর্থ বাডাও
নিজ নিজ ভাগ্য মেনে যুদ্ধে ক্ষ্যামা দাও।
পূর্বজন্মে যাব হাডিতে যে দিযেছে চাল
শত্রুমুখে ছাই দিযে সে বইবে তাবি হাল।
ভাগ্যমানী আজি তুই দ্রুপদ কুমাবী
বঙ্গভূঁযে ব্রাহ্মণেব জযার্জিতা নাবী।

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি, উৎসববাদ্য।)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

নদীতীর।

(কর্ণ)

কর্ণ। প্রাণধারণের আজন্ম অভ্যাস লঙ্ঘি,
হানিয়াছি অদৃষ্টের দ্বৈরথের পরে,
অবিচ্ছিন্ন, অটল অশনি, তবু তার
অন্তরাল হোতে, স্ফুরিত সঙ্কেত আসে,
মৃত্যুর অনলে অর্পিতে জীবন। সেথা
বুভুক্ষু দৃষ্টির ব্যঙ্গ, নির্মম বঞ্চনা
আজ, যবে, মোর বিশ্বজগতের শোষে
গলিছে গরল, একমাত্র তৃপ্তি শুধু
রিক্ততার বক্ষফাটা বজ্রাঘাতে খণ্ড
খণ্ড জ্বালায়ে কালের অস্থি আপনারে
নিখিলের অন্তিম আহুতি, ভাল সেই
ভাল, নিভে যাক সব বেদনা, নিরাশা,
অত্যাচার, হাহাকার, পীড়ন, লাঞ্ছনা,
স্বার্থের স্বগত পথে নিজের নিঃশেষ,
জীবনের বারবৃত্তি অস্তিত্বের পাশে,
—আর নহি সংশয়ের আজন্ম বিধ্বস্ত,
এ জাল ছিঁড়িয়া, এ মায়া ভাঙিয়া যাব—
হোক তন্দ্রা, হোক স্বপ্ন, অসাঙ্গ অশেষ।

(আত্মহত্যার প্রয়াস, পদ্মাবতীর প্রবেশ, কর্ণের গলায় মাল্যদান।)

অসম্ভব। একি হেরি স্পষ্ট অসম্ভব।

পদ্মা। বহুজনমের আরাধ্য দেবতা মোর,
সমর্পিনু আপনারে চরণে তোমার।

কর্ণ। একি ভুল নারী, একি মূঢ়তায় হেথা,
অর্পিতে মৃত্যুর কণ্ঠে সকল জীবন।

পদ্মা। আঁধারের পানে জ্যোতির্ময় অগণিত
আশা—তাদের তৃপ্তির অর্ঘ পৃথিবীর
পথে আজি এ নারীর ভুল।

কর্ণ। আজি সেই
পৃথিবীর পথ জুড়ি, অনন্ত পিপাসা
এক—মৃত্যুর চরম ক্ষুধা।

পদ্মা। পূর্ণ তবে
নারীর সাধনা, মৃত্যুর বন্দনা গেয়ে।

কর্ণ। দিক দিগন্তরে, ক্রূর শ্মশানের নখে
গভীর হোতেছে ক্ষত, সুন্দরের বুকে—
তারি এক প্রান্তে এই অভ্যস্ত ছলনা।

পদ্মা। জানো, কি আবেগে এই শুভক্ষণ মোর,
জাগাইছে ব্যাকুল সূচনা, জন্মে জন্মে,
এ জীবন নিবেদিত যারে, সমর্পিনু
নারীর সর্বস্ব তারে।

কর্ণ। পৌরুষ ভোলাতে,
সার্থক তোমরা সবে, নারী, নারী তুমি
অনন্ত ছলনাময়ী।

পদ্মা। কহি অন্তঃস্থল
হোতে, বামে স্বাহা সাক্ষী বৈশ্বানর, সাক্ষী
আশীষ আয়ত-আখি শশী, সূর্য, তারা,
সাক্ষী সকলের সুখের দুখের ভাগী
মাতা বসুমতী, সাক্ষী সকল জীবন—
জীবনে মরণে, শরণ লইনু, স্বামি,
তোমার চরণে।

কর্ণ। রমণীর নিবেদন।
জাতপণ্য, রমণীয় মাংসপিণ্ড শুধু।

পদ্মা। নির্মম ধিক্কার সহিব কেমনে? না, না।

কর্ণ। স্বার্থ, স্বার্থসিদ্ধি শুধু, পবম কৌশলে।

পদ্মা। বহুদিবসেব ধ্যান যবে প্রত্যযেব
জ্যোতি, কিসেব লাঞ্ছনা আজ, স্বামি!

কর্ণ। স্বামী!
—সে যে মৃত্যুপথে।

পদ্মা। পাথেয আমাব সেই
পথ।

কর্ণ। মৃত্যু যাব সমাপ্ত আসন্ন, তুচ্ছ
অপঘাত—তাব অগ্রাহ্য বাধাব শাস্তি।

পদ্মা। অপঘাত! বল যত রূঢ় পাব, শেষ
কথা কহি শোন স্বামি; মৃত্যু যদি কাম্য
তব, মৃত্যুবাণ এখনি এ বক্ষে হান
খব—আব মৃত্যু যদি ক্ষোভেব পৌরুষ,
দাও তীক্ষ্ণ ছুরি, শোণিতে লিখুক মৃত্যু
নাবীব মহিমা।

কর্ণ। জযী তুমি নাবী।

পদ্মা। না, না—

কর্ণ। জযহীন ব্যর্থতায় ভবিবে জীবন—
নির্মম জীবন!

পদ্মা। নিখিলের সুরে যাত্রী
মোব গান যবে, তুলিবে জযেব ধ্বনি।

কর্ণ। তার সাথে কণ্ঠ মোব মিলাব কেমনে?

পদ্মা। মোব পরাজয তবে।

কর্ণ। পরাজয়, এতো
দীপ্তি সহে নাই কভু; বল নারী, কোথা
মাতৃভূমি তার?

পদ্মা। প্রাণের আশীষ উৎস।

কর্ণ। এত প্রাণ আছে, অঙ্গার পাবে কি ফিবে
শ্যামল অতীত, বিক্ত এই মরু পাবে
উচ্ছলিত কল্লোলেব নীল ইতিহাস।

পদ্মা। জীবনেব সব আশা হৃদযে ধবেছি
তোমাব প্রভাত পানে।

কর্ণ। আমাব প্রভাত!!
না, না নাবী তোমাব জযেব উষা—আজি
তব আগমন-বন্য ধবণীব পবে,
জাগিবে, জাগিবে জানি প্রাণেব উৎসব।
সেথা এক পার্শ্বে অস্পৃশ্য স্নানাব তব
স্থান যেন থাকে, আমি যে অস্পৃশ্য নাবী,
জীবনেব প্রতিক্ষেত্র হোতে, সূতপুত্র
মোব ববাহত অলজ্জ অনধিকাব
লাঞ্ছিত প্রবেশ ফিবাযে দিতেছে তাবা
উপেক্ষাব অতল ধূলায়।

পদ্মা। প্রচলিত
মিথ্যা দিযে, মানুষেবে সব অধিকাব
হোতে বঞ্চিযাছে যাবা তাদেব শিযবে
দেখেছি কালেব দূত, অন্ধ দম্ভ, অন্ধ
গর্ব, উদ্ধত পীড়ন, দেখেছি উচ্ছিষ্ট
খুঁটি ফিবিছে ধূলায়। আব শুনি এক
অপৰূপ, শুভ্র ভবিষ্যৎ ব্যগ্র বাহু
মেলি, বযেছে যাদেব তবে, তাবা আসে
উদাব গৌববে, অজস্র বন্ধন লঙ্ঘি,
দুর্দ্ধর্ষ দুর্মদ, তাদেব অগ্রণী তুমি,
তাবি সাথে আজ চলিব নবীন পথে।

(ধাত্রী, পুবোহিত, বালক, ভৃত্য ইত্যাদিব প্রবেশ।)

ধাত্রী। মাগো! আমি কোথা খুঁজে মবছি, আব ইদিকে মালা শুদ্ধু বদল হোয়ে গেল!

পুরোহিত। কি ঘোর অশাস্ত্রীয় ব্যাপাব, আমি পুরোহিত অথচ আমিই জানি না, অথচ এদিকে মাল্যদান অবধি সুসম্পন্ন।

ধাত্রী। ড্যাকৃবা বুড়োটাব ভিমবতি ধবেছে, এবাব থেকে মেয়েগুলো সামনে পুকুতেব বেবষোকাঠ বেখে মনেব কথা কইবে 'খন।

পুবোহিত। আমাদেব কি আব বাপু সেই সব কাযদা কবণ মনে আছে!

(সামন্ত জযসেনেব প্রবেশ।)

জযসেন। আঃ। নিশ্চিন্ত এবাব খুঁজিযাছি দিকে
দিকে সব।

কর্ণ। একি জযসেন, তুমি? কোন্
অক্ষমেব স্কন্ধে বাজ্যভাব ফেলে হেথা?

ধাত্রী। এটা আবাব কোথেকে জুট্‌লো গো? বাজ্য নে আব পালাচ্ছে না, আগে চাব হাত একত্তব হোক্।

জযসেন। সাবা বাজ্যে অনাসৃষ্টি বিদ্রোহ কেবল,
বাষ্ট্রতবী বানচাল, মোদেব বিপুল
সৃষ্টি, যায় বুঝি বসাতলে সব, এস
কর্ণ, কর্ণধাব, আবাব আসুক শান্তি।

কর্ণ। অনাসৃষ্টি সর্বত্র কেবল, নাহি তাব
বীতি—আত্মভোলা হায়বে সৃষ্টিব কাল,
কোন অস্ত্রে কবি তোব আজন্ম অকাল।

জযসেন। কে, এই সুশীলা নাবী?

কর্ণ। মোব ব্রতাবা,
সকল সংশয হোতে ফিবাযেছে মোবে।

পুবোহিত। এখন পবিণয কাযাদি ব্যাপাব আসন্নপ্রায়, চল্, চল্ সব; আব দাঁড়িযে কেন?

(সকলেব প্রস্থান, কৌববপক্ষীয জনৈক চবেব প্রবেশ।)

চব। আব কোথায খুঁজবো—এখানেও তো দেখ্‌ছিনা—এবাব ফিবি; ঐ দিক থেকে যেন কাদেব পাযেব শব্দ শুনছিনা! মহাবাজেব আদেশ, মহারাজকে খুঁজে বাব কোবতে হবে, ঘোড়া তাড়িয়ে মবতো, তিনি হোলেন আবাব মহারাজ!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হস্তিনার উপকণ্ঠে রাজপথ।

(কর্ণ, দুর্যোধন, শকুনি।)

দুর্যোধন। মাতুল, তাদের ব্যঙ্গহাস্য তীক্ষ্ণ অঙ্কুশে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

শকুনি। জলভ্রমে স্থলে পড়ে গেলে!

দুর্যোধন। অমনি করতালি অমনি অট্টহাসি।

কর্ণ। বৃকোদরের উচ্চহাস্যে সহস্র স্তম্ভগাত্রে প্রতিধ্বনি, স্তরে স্তরে, অবিরাম।

দুর্যোধন। বৃকোদর, কি আশ্চয! তার কিছুই হয় নি। বিষান্নে মুমূর্ষু, অগাধ সমুদ্রে তাকে ফেলে দিয়েছি; ফিরে এল সুধাপুষ্ট অক্ষত দেহে সহস্র মত্ত হস্তীর বিক্রমে।

শকুনি। স্থলভ্রমে জলে পড়লে। বস্ত্র অবশ্য সিক্ত হোল; হয়ই। তৎক্ষণাৎ কি অপূর্ব বস্ত্রই না তারা দিলে!

দুর্যোধন। তা নরকাগ্নি শিখার মত সর্বাঙ্গে জ্বলছে।

কর্ণ। কি নিদারুণ অপমান! দ্বার ভেবে স্ফটিক ভিত্তিতে তুমি প্রবিষ্ট, আহত, চ্যুত, মূর্চ্ছিত, আর সে কি গুঞ্জন, সে কি কৌতুক, সে কি করতালি, সে কি অট্টহাস্য!

দুর্যোধন। শিশুপাল উচ্ছিন্ন হোল। ইন্দ্র-যজ্ঞ-লাঞ্ছন রাজসূয় যজ্ঞে তাদের রাজবলির পশ্চাতে ছিল ফাল্গুনীর বাহুবল।

শকুনি। তার তপস্যায় অগ্নি দেবতা তুষ্ট। কত দিব্য অস্ত্র পেয়েছে, অক্ষয় তূনীর পেয়েছে; গাণ্ডীব পেয়েছে। এখন আর ঈর্ষায় কি হবে?

দুর্যোধন। ঈর্ষা! নিজের অবনতি, সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর উন্নতি দেখে কে স্থির থাকতে পারে? সে রাজশ্রী দেখে আমি এখনো স্থির, মাতুল, আমি এখনো স্থির। আমি নারীও নই, পুরুষও নই; নারীকে এ যন্ত্রণা পেতে হোতনা; পুরুষ! নির্মম হোত প্রতিকারে; তারা অক্ষয়: কি অপূর্ব দৈব তাদের। তারা কীর্তির চূড়ায়; আমি কীটের মত তলায় অন্ধকারে গ্রাসান্ন খুঁটছি। আমার সহায় কেউ নেই।

শকুনি। তা বোলতে পার না। শতভ্রাতা তোমার অনুগত; একজনও অন্যমত নয়। আর স্বয়ং কর্ণ তোমার পক্ষে।

কর্ণ। বন্ধু, তোমার আদেশ—মাতুল তোমার অনুমতি, আমি সমগ্র পাণ্ডব শক্তি নির্জিত করি।

দুর্যোধন। পারবে, পাববে, তা হোলে তারা ধ্বংস হবে! ক্ষণকাল তাদের মণিমুক্তা আমার পাদপীঠতলে—সমগ্র জীবনেব মধ্যে একবার, শুধু একবাব—পারবে, পারবে বন্ধু? মহামানী দুর্যোধন আজীবন ক্রীতদাস থাকবে।

শকুনি। কর্ণের পক্ষে তা সম্ভব না, অর্জুনের সম্মুখীন হবার মত বীর ত্রিভুবনে নাই। মনে নাই স্বয়ম্বর সভায় কি অবস্থা হোয়েছিল?

কর্ণ। দৈববলে অক্ষয় কলঙ্ক। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন ছদ্মবেশ ধরত, তবে ইন্দ্রপ্রস্থের সমারোহে আজ আর বিমর্ষ হোতেনা কেউ।

দুর্যোধন। নাঃ! আর পারছিনা, এ পীড়ন আর সহ্য হোচ্ছে না। তুমিই সত্য বোলেছ বন্ধু, চল, এখনি সকল শক্তিতে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি।

এক সূর্য্য গ্রহরাজ অসীম আকাশে,
এক বনে এক সিংহ শুধু পশুরাজ;
এক বসুধায় একছত্র একেশ্বর,
শাসিবে কৌরব একা, নতুবা পাণ্ডব।

শকুনি। তারা সমরপটু, যুদ্ধনিপুণ, তুমি কিছুতেই পারবে না।

দুর্যোধন। অস্থি, মর্ম কেটে বসছে তোমার তীক্ষ্ণ ছুরি।

শকুনি। এত অধীর কেন? বর্বরের রাজলক্ষ্মী কতক্ষণ!

দুর্যোধন। আঃ! মাতুল শতজীবি। কিন্তু তাদের বৈভব, তাদের দৈব, তাদের ভাগ্য!

শকুনি। আর আমাদের এই মায়া অক্ষ! (ক্রূর ভাবোত্তম; ধীরে অক্ষ-নির্গমন।)

কর্ণ। দুর্নিবার!

দুর্যোধন। তোমার স্বর্ণমূর্তি ভারতের সকল নগরীতে শোভা পাবে সর্বকাল।

শকুনি। যুধিষ্ঠির দ্যূতপ্রিয়; আর দ্যূতের আহ্বান অমান্য ক্ষত্রিয়ের কাছে অধর্ম।

দুর্যোধন। অপূর্ব, অপূর্ব, অপূর্ব আনন্দ মাতুল!

শকুনি। এক অঙ্কে ঐশ্বর্য, অন্য অঙ্কে রাজশ্রী আর শেষ অঙ্কে তাদের সমস্ত কীর্তি সমূলে গ্রাস কোরব। ৫৯

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রাসাদের বহিঃপ্রাঙ্গন।

(কৃপ, বিদুর, দ্রোণাচার্য।)

কৃপ। সমস্ত রাজপুরী বিক্ষুব্ধ; মহাত্মন্ বিদুর, এখন কি উপায়?

বিদুর। আমি নিরুপায় আচার্য, আমার সমস্ত অনুনয় উপেক্ষিত হোয়েছে।

(সঞ্জয়ের প্রবেশ।)

সঞ্জয়। মহারাজ পুত্রের কথায় সম্মতি দিয়েছেন। ইন্দ্রপ্রস্থে পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গে দ্যূতের আহ্বানও পৌছেচে।

দ্রোণ। আর পাণ্ডবেরা!

সঞ্জয়। তারা ফিরে আসছে।

দ্রোণ। আবার সেই সর্বনাশী দ্যূতক্রীড়া, কি ভয়ঙ্কর! সভামাঝে অন্তঃপুরচারিণী কুলবধূর সেই অপমান চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি অসহায়া নারীর কাতর ক্রন্দন।

বিদুর। অন্নদাস আমরা, স্থবিরের মত বসে বসে শুধু দেখেছি।

কৃপ। কুলবৃদ্ধ স্বয়ং গাঙ্গেয় যেখানে অক্ষম—

দ্রোণ। পুত্রস্নেহে কুরুরাজ একবারে অন্ধ।

বিদুর। সবই কপট শকুনির চক্রান্ত।

কৃপ। দুষ্ট, শঠ, কাপুরুষ কর্ণই এর মূল; পূর্বে ভ্রাতৃবিরোধ ছিল, কিন্তু তা কখনো এমন ভয়াবহ হয় নাই।

দ্রোণ। সত্য, কর্ণের প্রকৃতি বড় নীচ।

কৃপ। শুধু নীচ! সে যেমন চতুর তেমনি হিংস্র। ভারতের এক মহান ক্ষত্রিয় বংশে জ্ঞাতিবিরোধের আগুন জ্বালিয়ে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় সেবিত পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে কৌশলে শূদ্রের প্রাধান্য স্থাপনই তার মূল উদ্দেশ্য।

সঞ্জয়। কে সংবাদ রাখে, স্বীয় রাজ্যের প্রতিটি উচ্চ শাসন পদে শূদ্রেরাই নিযুক্ত হোচ্ছে !

কৃপ। আর বিস্তীর্ণ কৌরব সাম্রাজ্যের প্রায় প্রত্যেক প্রান্তে উল্লেখযোগ্য সমস্ত পদেই শূদ্রেরা অধিষ্ঠিত; শূদ্রদের উচ্চশিক্ষা, এমন কি অস্ত্রশিক্ষারও সমূহ ব্যবস্থা হোয়েছে। কর্ণের প্রকৃতি এমনই ক্রুর।

সঞ্জয়। সংক্ষেপে তাদের উত্থানের সূচনা—

কৃপ। অবশ্য, সমস্তই তার অবাচীন বাতুলতা; তার ঔদ্ধত্য এত, নিজেকে সে অর্জ্জুনের সমকক্ষ ভাবে ! আচার্য্য কি ভাবছেন ?

দ্রোণ। একপ্রান্তে একলব্য, অন্যপ্রান্তে কর্ণ; সেই নিষ্ঠা অব্যাহত।

কৃপ। ফাল্গুনী যদি যথার্থই আমাদের শিষ্য হয়, তবে অক্লেশে রণক্ষেত্রে তার ভীষণ প্রতিজ্ঞা পালন কোরবে।

বিদুর। এখন যুদ্ধের কথা নয়। আমি মহারাজের নিকট আবার যাই, একবার শেষ চেষ্টা দেখি।

(বিদুরের প্রস্থান।)

দ্রোণ। নিবৃত্তির আশা বৃথা।

কৃপ। সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী, অনিবার্য। ৩৭

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য

প্রাসাদের ক্রীড়াকক্ষ।

(শকুনি, দুর্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন ইত্যাদি।)

শকুনি। এত বাড়াবাড়ি, আয়ত্ত যেখানে জয়;
অন্তঃপুরচারিণীরে টেনে এনে শেষে
সাধিলি নিজের ক্ষতি; হস্তগত জয়,
হস্তচ্যুত হয়। বুঝাই যেমন, ঠিক
তেমনি চলিবি সব। মূর্খের মতন
পণ্ড কোরে ফেলিস্‌নি এবার; মনে আছে,
ভীষ্ম, দ্রোণ বিদুরেরা সভায় রবেনা

কেউ। হাল আমাদেরি হাতে ; মাথা ঠাণ্ডা
রেখে যদি বেয়ে যেতে পারো, কার সাধ্য
রুখিতে সম্পন্ন জয়।
(দূরে অনুচ্চ সঙ্কেত ধ্বনি।)

দুঃশাসন। এসে গেছে সব।

(পঞ্চ পাণ্ডবের প্রবেশ।)

বৃকোদর প্রতিফল পাবি। ক্রীড়াচ্ছলে সেইদিন
সেই প্রতারণা, সেই অপমান, শেষে
পিতৃব্যের সৌজন্যে ভুলিয়াছিনু, আর
ভুলিতে চেয়েছি কঠোর প্রতিজ্ঞা যত,
জ্বেলেছিস বিস্মৃতি আঁকড়ি ঈর্ষা, তবে
জাগুক, উত্যক্ত তারা উন্মাদ করাল।

অর্জুন। পিতৃরাজ্য আজিকে কৌশলে কেড়ে নিস্
যদি, উদ্ধারি আবার পুণ্য অগ্রজের
পদতলে দুষ্ট জনে আছাড়িব সব।

সহদেব। ক্রোধোদ্ধত অর্জুনের অব্যর্থ প্রহার
সহিবার শক্তি আছে, সূতপুত্র তোর ?

নকুল। জীবনের প্রত্যাশা রাখিয়া কোন্ যোদ্ধা
ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রদ্যুম্নের সম্মুখীন হবে ?

যুধিষ্ঠির। নাহি জানি ভাগ্যের লিখন ; নাহি জানি
জয় পরাজয়. একমাত্র জানি, ধর্ম
মোর সকল আশ্রয়।

শকুনি। প্রথা ঠিকই তবে।
বহুপ্রথা বহুজন দুপায়ে মাড়ায়ে
কখনো পেয়েছে যশ, কখনো অযশ।
প্রথামত প্রথা মানে লোকে, অন্ত অন্ত
বিধানের মত মানে না তো কেউ !

দুঃশাসন। প্রথামত তোমাদের আমন্ত্রণ এই,
এখন নিজের হাতে গ্রহণ বর্জন।

বৃকোদর। প্রথা কেন, সব কিছু খলের সুযোগ।

শকুনি। পণ ছাড়া দ্যূত ক্রীড়া হয়নি কোথায়।

কর্ণ। পণতো উভয় পক্ষে অবশ্য সমান
মান্য।
অর্জুন। দুরাত্মার ছলের অভাব কভু!
শকুনি। এখন খেলা না খেলা ইচ্ছার অধীন;
যে পক্ষের হার, তাদের মানিতে হবে
বনবাস দ্বাদশ বৎসর, আর এক
বৎসর অজ্ঞাত বাস; উত্তীর্ণমাত্রই
রাজ্য প্রাপ্তি অগৌণ ব্যাপার।—আর ধরা
যদি পড়ে যায়, কখনও অজ্ঞাতবাস,
অমনি নির্ধার্য পণ পুনশ্চ তখন।
নকুল। এতখানি কুটিলতা এমনই সম্ভব।
সহদেব। শুধু তো বনবাস, আর অজ্ঞাতবাস,
মাতুল, সত্যই দয়ার সাগর তুমি।
(ক্রীড়া সুরু; শকুনির পাশা চালনার পর।)
যুধিষ্ঠির। যাঃ গেল বুঝি!
শকুনি। আরো, আরো দান আছে।
(যুধিষ্ঠিরের পাশা চালনা।)
যুধিষ্ঠির। আর কোন আশা নাই, পরাজিত আমি।
দুঃশাসন। তোমার পাশা আড়ি গুণে মেরে গেলো মাতুল!
অর্জুন। থাক্, পড়ে থাক সকল সম্পদ।
বৃকোদর। ভ্রাতঃ!
ত্যজ্য সম্পদেরে এবার অবজ্ঞা হানো।
(দুঃশাসন প্রভৃতির পৈশাচিক উল্লাস।)
দুঃশাসন প্রভৃতি। বনবাস! বনবাস!
নকুল। জঘন্য ছলনাকীর্ণ স্বার্থের সংসার
থেকে বনবাস শ্রেয় শতগুণে।
দুঃশাসন প্রভৃতি। অজ্ঞাতবাস, অজ্ঞাতবাস, কোথায় লুকোবে, ঠিক ধরে ফেলবো।
সহদেব। আর
ততোধিক শ্রেয় নিজের অস্তিত্ব মুছে
অচিরে অজ্ঞাতবাস।
দুঃশাসন। অভিনন্দি, আজ,

নিঃসপত্ন বসুধার সম্রাট, তোমায় ;
আজি হতে পাণ্ডবেরা রাজ্যভ্রষ্ট, হেয় ;
মনে পড়ে, সভা মাঝে ঘৃণায় সেদিন,
হেসেছিলি কৌরবের পানে, উপেক্ষার
হাসি, প্রতিহারী, কেড়ে নে নির্মম করে,
বসন ভূষণ।

(পাণ্ডবেরা গাত্র হইতে বসন অলংকারাদি খুলিয়া ফেলিতে লাগিল।)

কর্ণ। নারী রত্ন যত আছে,
আপনার মহিমায় সর্ব ইতিহাস
রুধি, জ্বলে যার অম্লান গৌরব, সেই
পাঞ্চালীরে সোমবংশ জাত, বিচক্ষণ,
যজ্ঞসেন ক্লীব, ভ্রষ্ট পাণ্ডবেরে অর্পি,
এখন, প্রতীতি মোর মুকুতার মালা
পরাযেছে বানরের গলে।

অর্জুন। শোন, শোন
সূত, আজি হতে ত্রয়োদশ বর্ষগতে,
দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি, কর্ণের
রক্তে মিটাইব বসুধার তৃষা।

কর্ণ। পার্থ,
পত্নীব কল্যাণে পণ হতে কখনো বা
সম্ভব মোচন, প্রতিজ্ঞায় অসম্ভব ;
সে দুবাশা মর্যাদা যেমন, সে দুর্ভাগ্য
তেমনি ভীষণ।

অর্জুন শোন তবে, পুনবার
সভাতলে সেদিনের প্রতিজ্ঞা আমার ;
পশুবৎ বধি জুড়াইব গীর্ণ মাংসে
তোর গৃধিনীর গ্রাস।

দুঃশাসন। গরু, গরু, গরু।

অন্যান্য সকলে। গরু, গরু, গরু।

(সকলের পৈশাচিক উল্লাস, অংগভংগী পূর্বক নৃত্য।)

বৃকোদর। শোন, মূর্খ শোন,

সভামাঝে সেদিনের প্রতিজ্ঞা আমার ;
ঘোর যুদ্ধকালে বক্ষ চিরি তপ্তরক্তে
জুড়াইব প্রতিহিংসা মোর।

যুধিষ্ঠির। স্বজনের
সহিষ্ণুতা দুর্জনের নারকী সুযোগ॥

বৃকোদর। আবার, আবার শোন প্রতিজ্ঞা আমার,
রণক্ষেত্রে ভগ্নউরু দুর্যোধনে পাড়ি,
শিরে তার হানিব চরণ।

(পাণ্ডবদের প্রস্থান ; কৌরবগণের পৈশাচিক উল্লাস ,
একদিক হইত ধৃতরাষ্ট্র অপরদিক হইতে
গান্ধারীর প্রবেশ।)

কর্ণ। আর নয়, ঐ আসে গান্ধারী জননী।

দুর্যোধন। মা !

দুঃশাসন। বাবা।

শকুনি। চ পালা পালা, থাক্ পাশা গুটি,

(সকলের প্রস্থান ; গান্ধাবীর মঞ্চের মধ্যস্থলে অবস্থান ;
ভাবোত্থম ; ধীরে ধীরে প্রস্থান।)

প্রথম ভৃত্য। কী ব্যাপার ভাই !

দ্বিতীয় ভৃত্য। চুপ !

প্রথম ভৃত্য। রাণীমা এখানে কেনরে বাবা !

দ্বিতীয় ভৃত্য। কি জানি ভাই, কদিন দেখছি থাক্‌ছে থাক্‌ছে উঠে পড়্‌ছে।

প্রথম ভৃত্য। ছেলেদের অনাচার সইতে পারছে না।

দ্বিতীয় ভৃত্য। চুপ, চুপ হতভাগা, এক্ষুনি গলা ক্যাঁচ ক্যাঁচ—যদি শুন্‌তে পায়—

পঞ্চম দৃশ্য।

কৌরব প্রাসাদ।

(ধৃতরাষ্ট্র।)

ধৃতরাষ্ট্র। অন্ধকারে, রুদ্ধ আজি, জ্যোতির সংস্থান ;
(নেপথ্যে সান্ধ্যতূর্যধ্বনি।)

এই ত পড়েছে চর ব্যস্ত কেন তবে
এখনি বাঁধিতে ঘর ; পাষাণ প্রাসাদ
ভিত্তি দৃঢ় ভূমি পরে, যদি না রাখিস,
সহসা বসিয়া যাবে সকল নির্মান।

(গান্ধারীর প্রবেশ।)

গান্ধারী। মহারাজ।
ধৃতরাষ্ট্র। প্রিয়ে !
গান্ধারী। শ্রীচরণে নিবেদন।
ধৃতরাষ্ট্র। নিবেদন কার কাছে প্রিয়ে, আশা নাই,
আবেগ আবেশ নাই, নিস্তব্ধ নিশ্চল
এক, নিশ্চিন্ত হতাশা।
গান্ধারী। প্রার্থনা আমাব,
কালের দৃষ্টির এক বঞ্চিত সন্ধান,
মাগিছে সহায় তব ; মাগিছে বিচার।
ধৃতরাষ্ট্র। চিন্তা কেন ? কাল যেথা বঞ্চিত স্বেচ্ছায়,
এসো নারী, আজ তবে যথেচ্ছ নিঃশেষে,
উদ্বেলিত সমুদ্রের বিচরণ হোতে,
উদ্দীপনা কাড়ি, চল, ছুটে চলে যাই,
পৃথিবীব পথে, পুত্র দুর্যোধনে বক্ষে
ধবি, উপেক্ষি সমস্ত বিধি।
গান্ধারী। সে আমার
অক্ষয় কলঙ্ক. আমাব সন্তান, আজি,
বংশের সকল ধারা, সকল স্মৃতির
পুণ্য ইতিহাস মুছি, দিয়াছে বঞ্চনা ,
হে রাজন্, আজ, তাহারি বিচার যাচি
পদতলে তব।
ধৃতরাষ্ট্র। প্রিযে তোমার প্রার্থনা
নিযত কঠিন কণ্ঠে, নিঃসঙ্গ জগতে,
জাবনের সংগ্রামের যবনিকা তুলি,
অব্যাহত, নিঃসত্ব প্রয়াস, আশা, স্বপ্ন,
বেদনা, ভাবনা, চিন্তা পুড়ায়ে পুড়ায়ে
জ্বালিতেছে সবনাশী, তীব্র প্রভাময়ী

জীবনের জ্বালা ; নয়ন ধাঁধিয়া যায় ;
নাহি যে স্পর্শের স্পর্ধা ; সমস্ত জীবন
ছারখার হয় বুঝি পুড়ে ; অসহায়,
ব্যর্থ মৃত্যু কোনো অসীম, অগাধ গূঢ়
আঁধারের পার হোতে বাড়ায়ে দুর্বল
কর জীবনের ছিন্ন প্রান্ত প্রাণপণ
বলে, আঁকড়ি রাখিতে ধরে, ক্ষণে ক্ষণে
টলিছে অধীর ; ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও
রাণী।

গান্ধারী। তবে স্বামী এ ভাগ্য অবিচলিত,
আপন সন্ধান জানে নিষ্ঠায় অটল,
আবার নবীন ছন্দে নিজেরে রচিতে
হবে অনিবৃত্ত নিজের কাহিনী ; সর্ব
প্রতিকার জানিতো বিফল, শুধু, এক
পরিণাম পরায়ণ অপরিবর্তন
মুহূর্ত যেদিন দংশিবে আপন মৃত্যু
আপনার শিরে, জীবন বৈভব সব,
আর ডাকিয়া না আনে তার সবগ্রাসী
সাঙ্গ দুর্নিবার, বসে থাক অন্ধ পিতা,
অন্ধ মাতা, গূঢ় সেই অন্ধকার তরে।

ধৃতরাষ্ট্র। জীবনের প্রবোধ আঁধার, হবে না যে
তাতে নব জীবনের নব সূর্যোদয় ;
দীর্ঘ রাত্রি দুঃখের দহনে জ্বলি, প্রাতে
যারা নবীন কিরণ পাবে, তাহাদের
প্রায়শ্চিত্ত কই ? সে আর সম্ভব নয়,
ঘনায়েছে উর্ধে যবে দুর্যোগের মেঘ,
উচ্ছৃঙ্খল উল্কাগতি ছুটুক নির্ভীক,
আপনার অন্তরঙ্গ ঈর্ষায় উন্মাদ,
সাধিয়া আমুক তার আরব্ধ বিনাশ।

গান্ধারী। ধরণী দুর্যোগে মেঘাচ্ছন্ন গাঢ়
রাত্রি ভেদি, অত্যাচার প্রপীড়িত যেথা,
অন্নহীন, দীনহীন, শত দরিদ্রের

পাষাণ কারার প্রতিটি প্রাচীর গাত্রে
প্রতিহত হয়ে ধায় নক্ষত্র লোকের
পানে, সেই শত শত অক্ষম, দুর্বল,
ব্যর্থ মানুষের বিফল প্রার্থনা সনে,
বিশ্বমাতা আজিকে শুনুক, রাজমাতা
কি প্রার্থনা রাজপদে নিবেদিছে আজি,
—একান্ত ব্যাহত ; না, না, কেমনে তাদের
সনে কণ্ঠ মিলাইব মোর ; নিরবধি
পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষ নানা ভাবে,
সহস্র সম্বন্ধে, শত শাখা প্রশাখায়
জড়ায়ে জড়ায়ে আছে যুগ যুগ জুড়ি ;
সেথা স্থান কোথা মোর ? আমি যে একাকী,
শত পুত্রে বন্ধ্যা আমি গান্ধারী জননী।
মহারাজ তুমি বিচারক।

ধৃতরাষ্ট্র। তারো চেয়ে
দীন আমি, তারো চেয়ে অনেক দুর্বল,
আমি পিতা।

গান্ধারী। মাতা নই আমি ?

ধৃতরাষ্ট্র। হায়,
পাণ্ডবের হৃতরাজ্য ফিরাইয়া দিনু
একবার, আজ, কভু তারি পুনরাভিনয়
রাজশ্রদ্ধা পেয়ে, রাজার প্রশ্রয়ে, আর
রাজার আশ্রয়ে, রাজস্নেহে পরিপাটি
ধায় যদি সত্যের আসন পানে, সেথা
প্রতিষ্ঠিতে পারিবেনা অধিকার তার,
বরাঙ্গনে, রাজ সম্পদের লাগি তারা
কেহ যে কাতর নয় ! তা না হলে,
যে ছলে পুত্রেরা তব কেড়েছে সম্পদ,
ততোধিক ছলে রাজ্য কাড়িত তাহারা,
রহিতনা কোন পক্ষে কিছুমাত্র ক্ষোভ।
যার লাগি তাহারা কাতর, সে যে রাণী.
কঠিন সম্পদ ; সে যে সত্য, মিথ্যা দিয়ে

সত্য কেহ ভুলাইতে পারে ? কৌরবের
মিথ্যা সে নিষ্ঠুর মিথ্যা, সেই মিথ্যা ঈর্ষা ;
—তার পরে কোন সত্যের নির্মল ধারা ?
না, না, নিরস্ত হবে না ! সবার অলক্ষে
অবস্থত পশিবে গভীর, প্রসারিবে ;
অবশেষে, একদিন অগ্নিবাষ্প হোয়ে,
ভূমিতল টুটি, উগরি কলুষ পুঞ্জ
হবে সে নিঃশেষ। মিটিবে না, মিটিবে না,
মিটিবেনা সে ঈর্ষা কখনো।

গান্ধারী। ঈর্ষা কভু
আহত পৌরষ, পরুষ তাহার বিধি
পুরুষেরা জানে , কিন্তু, সে ঈর্ষা যখন
অসহায় নারী দেহে মিটায ভীরুতা
ধর্মাধিপ। শাস্তি তারে দিবে নাকি প্রভু ?
নবনাথ, আজ একটি পাপীরে ক্ষমি,
সকল পাপের ক্ষমা দিয়োনা বিকায়ে
চিরতরে পাপের দুয়ারে।

ধৃতরাষ্ট্র। স্থির দৃষ্টি—
আমি যে সহসা দেখেছি তাহার চোখে,
—ঘন গূঢ় নির্দেশ বিহ্বল ; নির্মিমেষ,
তার মর্মাহত পরিহাস ; সেথা মোর
প্রমত্ত কুটির শীর্ষে বহ্নির তাণ্ডব।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

গোচর।

(সমঙ্গ এবং আভীর বালকগণ।)

সমঙ্গ। খালি লাচ আর গান, আমি বুইতে লারছি।
প্রথম বালক। তুমি লাচতে না দাদা ?
দ্বিতীয় বালক। দিদা কার লাচে মজেছিল গো ?
সমঙ্গ। লেচে গেয়ে কাটেনি, বুইলি ! সেই সত্তোর বয়স থেকে সব

সামলাচ্ছি। যা সব তাড়িয়ে তুড়িয়ে নিয়ে যা, বাছুর ঠিক ধরবি; রঙ যেমন দেখবি, তেমনি বলবি; বেব্‌ভুল হলে বলবি আমনার দেখে লিন।

তৃতীয় বালক। দাঁত।

সমজ। দাঁত এমনি লয়; হাঁ হোল কি না হোল, অমনি বলে দিলে আটটা, অমনি খাজনা বসে গেল, আর তুই আম্‌নার মম্‌।

চতুর্থ বালক। হ্যাঁ গো হ্যাঁ যত বলছ, তত হবে নি—হাই আগ্‌লে বছর মনে নেই—তেনারা এলেন, জুটে পেটে ক্ষীর, সর জাব্‌ড়ে শেষে পাঁচীর ঘুঁটে গুণে গরুর হিসেব লিখে নিয়ে গেল।

প্রথম বালক। আর পাঁচী লোক কেমন জানত, ধুয়ে বাথান পেড়ে দিলে।

(আভীর বালকগণের প্রস্থান।)

সমজ। অসময়ে গোণা এল, যত ঝঞ্ঝাট। (প্রস্থানোদ্যত।)

(দাঠাকুরের প্রবেশ।)

দাঠাকুর। দাঁত ছিরকুটে গেছে, দাঁত আর গোণাতে হবে না।

সমজ। দাঠাকুর যে, পাতঃপেন্নাম হই।

দা'ঠাকুর। শুণতে এয়েছ, ভাইকে ফাঁকি দিয়ে—

সমজ। সে ত আজ্ঞে সব শুনছি।

দা'ঠাকুর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই ভাইএর বউ নেকড়া পরে, পোড়া মাজে; নিজেরটিকে গয়নাগাটি পরিয়ে এনে না দেখালে কি হয়? যেমন কম্ম তেমনি ফলম্‌।

সমজ। তা বৈকি গো; কিন্তুক হচ্ছে কৈ?

দা'ঠাকুর। বোকা গয়লা, চিত্রসেনের বাগান বাড়ী আছে না, সেখানে—(কয়েকজন কৌরবসৈন্য বেগে পলায়নরত; তাহাদের প্রতি।) বাপু, অমন বাগানখানাকে কেন তচ্‌নচ্‌ কোরে গেলি?

(জনৈক সৈন্যের প্রবেশ।)

জনৈক সৈন্য। ব্যাটা বামুন, আগে তোর নাক কাটব, তারপর—

দা'ঠাকুর। কি, বামুনের নাক কাট্‌বি? পুড়িয়ে ছাই কোরে দিচ্ছি, (পৈতা ধারণ) অভিশাপং দীয়তাং ভূজ্যতাং জ্বলিতম্‌ পুড়িতম্‌ ছাই।

সমজ। সেপাই মশাই, যা হও, তা হও—আমি ভেমো গয়লা,—খবরদার বলছি বামুনের গায়ে হাত তুলেছ কি এই ল্যাদনা তোমার পিঠে ভাঙ্‌ব

(আরো কয়েকজন পলাতক কুরুসৈন্যের এবং তাহাদের পশ্চাদ্ধাবমান গন্ধর্বসৈন্যের প্রবেশ ।)

কুরুসৈন্যগণ । পালা, পালা ।

গন্ধর্ববৈসৈন্যগণ । মার্, মার্ ।

দাঠাকুর । (গন্ধর্বদিগকে) বলতে গেনু ভাল বাগানটাকে নণ্ড-ভণ্ড কোরে দিলি, ব্যাটারা একেবারে নাক কাটতে ছুটে এল ।

প্রথম গন্ধর্বসৈন্য । আচ্চা, দেখছি ।

(প্রস্থান ।)

দ্বিতীয় গন্ধর্বসৈন্য । ভারী মরদ, তোদের রাজার বৌ-ঝি বিলি হয়ে গেল এতক্ষণ ।

(প্রস্থান ।)

দাঠাকুর । দেখলে সমঙ্গধন অভিশাপের তেজটা—

সমঙ্গ । আজ্ঞে তা দেখনু বইকি । আপনার আশীর্ব্বাদে ভাগ্যিস হ্যাদনাটা হাতে ছিল—

(নেপথ্যে বিকট চীৎকার ; ঝাঁকে ঝাঁকে তীর আসিয়া পড়িতে লাগিল ।)

দাঠাকুর । ওরে ব্যাটা গয়লা, আর নয় ।

সমঙ্গ । যা বোঁ বোঁ কোরে তীর চলছে, নাগ্‌লে আর রক্ষে নেই ।

দাঠাকুর । চ, চ, পালাই । ৪৩

(প্রস্থান ।)

সপ্তম দৃশ্য ।

চিত্রসেনের উদ্যানের একাংশ ।

(আবদ্ধহস্ত কর্ণ ।)

কর্ণ । অন্ধ এ হতাশা দুরূহ সুযোগ মোর ;
বিপন্ন অদৃষ্ট আপন চক্রান্তে বাঁধা
আপনার জালে ; কে সহিবে অনুতাপ ?
তাহারি ইঙ্গিতে ভ্রাতৃগৃহে ভ্রাতা যে রে
দিয়াছে আগুন, কুলললনারে টানি
এনেছে সভায় ; বিবসনা হয়েছে সে
তারি ছলনায় । থেমে যা, থেমে যা মূঢ়,

সর্বস্বান্ত রাজভাগ্য বনবাসে যে রে
ব্যর্থ এ ঈর্ষার কোপে পায়নি নিস্তার,
তবু আকাংখা বাঁচিতে চায়, তার কোন
শিখান কৌশলে এ বন্ধন, হেথা
নিঃশেষ আশ্রয়, নিরুপায় বিধাতার
পাশে ব্যর্থতার পরিণাম ক্ষোভ।

(অর্জুনের প্রবেশ ; অর্জুন কর্তৃক
কর্ণের বন্ধন মোচন।)

অর্জুন। মতিমান, মায়াযুদ্ধে বিফল দুর্গতি
হোতে উন্মোচিত হোক বীরের সদ্গতি।

কর্ণ। মায়াযুদ্ধ শিখি নহে পরম ঘৃণায়,
কিন্তু প্রতিষ্ঠা যাহার কাম্য, যত আছে,
আয়ত্ত রাখিতে রীতি উত্তম তোমার
সহস্র প্রশংসা যোগ্য ; হেরিয়াছি বীর ;
বিচিত্র তোমার শিক্ষা ; চারিদিক হোতে
শরজালে গন্ধবেরে রুধি, পাশবদ্ধ
পশুর মতন অক্লেশে বাঁধিলে তারে।
ধন্য শিক্ষা তব, সমূহ বিক্ষেপ হোতে
একাত্ম ভারত ভারতী তোমার, শত
সহস্রের মাঝে কর্ণ একা দেখে নিক্
তারি এক আকাংখার অবশ্য সূচনা।

অর্জুন। আবার সংগ্রামে দোঁহে মিলিব যেদিন
বীরধর্ম হোতে কেউ ভ্রষ্ট নাহি হই।

(প্রস্থান।)

(আহত, ছিন্নবাসে দুর্যোধনের প্রবেশ।)

দুর্যোধন। যেতেছে সহস্র জন প্রতিটি লোকের
পাশে আমি যাই, আমি চাই, আমি কাঁদি,
মানুষের পাশে মানুষের সাড়াশব্দ
আজিকে পাইনা কেন ? আজিকে আমার
মত নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল নিরাত্মীয়
বল, বল কে আছে জগতে ? নিঃসর্বস্ব
বিফল পৌরুষ ঠেলিয়া স্পন্দিত বুক

হৃদয়ে প্রসারি ক্ষোভ নির্নিমেষে চেয়ে
আছে স্তম্ভিত মর্মের পানে ; ডাকে মোরে;
নাহিতো উত্তর—নিশ্চল আহ্বান তার
আপনার প্রতিধ্বনি আপনার কানে,
—আমৃত্যু লাঞ্ছিত, তবে চিরকাল তারে
বেঁধে রাখি কেন লোহার শিকলে ; সে যে
বন্ধু, বাহিরের বজ্রনাদ ঝড়ের, ঝঞ্চার
আঘাত উপেক্ষি আপন সর্বস্ব ভরে
দিয়েছিল প্রাণঢালা সুনির্ভর প্রেম।
সর্ব কীর্তি অকীর্তির অভিমান আজি
বন্ধন দলিছে যবে, অনন্ত পাপের
প্রায়শ্চিত্ত আমরণ অনশন হেথা।

(বেগে দুঃশাসনের প্রবেশ।)

দুঃশাসন। মাতুল, আমরা, আমরাই জয়ী হব
জেনেছি।······

শকুনি। বাতুল, কি বকিস্ বৃথা ?

দুঃশাসন। (দুর্যোধনকে দেখিয়া)
একি একি ভ্রাতঃ, এখানে ধুলায় কেন ?
বৃথা কথা বলিনি মাতুল ; অবমানে
বিভ্রান্ত ঘুরিতেছিনু ; সম্মুখে সপিল
পথে না জানি কেমনে আসিয়া পড়িনু
কোন্ গহন গুহায় ; অগ্নিকুণ্ড হোতে
অলৌকিক মূর্তি এক কহিল তখনি
শুধাস্‌নে কিছু আর, শোন জয়ধ্বনি।
পরক্ষণে চেয়ে দেখি কেহ কোথা নাই,
এখনো কিছুতে ভুলিতে পারিনি তার
আঁধার স্তম্ভিত ভীষণ ভ্রূভঙ্গ দহি
তারার উপরে তারা অপলক সেই
নিগূঢ় নিঃশেষ দৃষ্টি।

কর্ণ। তিলেক বিলম্ব
সহিতে পারিনা, কী সে বাধা আর !
ঊর্ধ্বে ভীষণ সঞ্চার, উন্মাদ গর্জনে

গরুড়ের ক্ষুধা ; তারি তলে দুর্নিবার
অভিযান ইতস্ততঃ মিটাক সংশয়।

(শংখধ্বনি ; তদুত্তরে বাহিনীর
জয়ধ্বনি ; প্রস্থান।)

শকুনি। তবু উঠিবিনা, এখনো রহিবি বসি !
দৈবে আর আয়াসেতে জয়ের উদ্যোগ—
আর কেন, চল, সময় বহিয়া যায়।

দুর্যোধন। যেতে হবে, কোথা যাব ভবিতব্য জানে !

অষ্টম দৃশ্য।

কৌরব প্রাসাদ।

(প্রধান চর, জনৈক অনুচর।)

প্রধান চর। তিন দিন লাগে না সন্ধান পেতে, আজ
নয় মাসাগত, মূর্খ, বেতনলোভীরে
সব বেত্রাঘাতে তাড়াব এবার।

অনুচর। প্রভু,
চলেছে আপ্রাণ চেষ্টা, কারো ত্রুটি নাই,
শাসন, প্রহার, পীড়ন, ত্রাসন, শেষে
উৎকোচ কিছুতেই কিছু পাই নাই ফল।

প্রধান চর। বাক্যব্যয় শুধু, কাল, কালই পেতে চাই
সমস্ত সন্ধান।

অনুচর। যথা আজ্ঞা প্রভু। ৮

নবম দৃশ্য।

বিদুরের কুটীর।

(কর্ণ এবং কুন্তী।)

কর্ণ। দেবী, সহিতে পারিনা এই দীনবেশ
মনে লয় তব পুত্রদের হৃতরাজ্য

মুহূর্তে উদ্ধারি, রত্ন সিংহাসনে
বসায়ে তোমারে পূজি।

কুন্তী। সিংহাসন হোতে
হোক ধূলিতল; বীর মোর সন্তানেরা
যেথা আছে সবে থাকুক পরম সুখে;
তৃপ্তি পাই হেরি যবে যোগ্যের গৌরব।

(বিদুরের প্রবেশ।)

বিদুর। (কর্ণকে দেখিয়া)
এস বীর, ধন্য হোক দীনের কুটীর।

কর্ণ। এ মন্দিরে প্রবেশের অধিকার কই? ৮

(কর্ণের প্রস্থান।)

দশম দৃশ্য।

হস্তিনার উপকণ্ঠ।

(একজন চর।)

চর। না, কোন উদ্দেশ পেলাম না, আর কি হবে?—

(দ্বিতীয় চরের প্রবেশ।)

চন্দ্রকান্ত যে, তুমিও পৌঁছে গেছ, খোঁজ টোঁজ কিছু পেলে?

দ্বিতীয় চর। যা পেয়েছি মোক্ষম, পিঠই তার সাক্ষী।

প্রথম চর। আরে বেড়ে মিলছে তো।

দ্বিতীয় চর। ঘা কতক পড়েছে তাহলে; তারপর বুঝি পৃষ্ঠ ভঙ্গ?

প্রথম চর। অলপ্পেয়ে পা দুখানা পৃষ্ঠটির সে ভাগ্য আর হোতে দিলে কই? যাক্, আর ত একটা দিন, চল তোমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিইগে।

দ্বিতীয় চর। পারত ষাঁড়ের মত গদানটা ডলো গে, তোমারটা তো আর এককোপে নাব্‌বে না।

প্রথম চর। আরে ভাই চটো কেন? গলা থেকে ভেতর পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে; তাইতো যত কেঠো কথা বেরোচ্ছে। চলো, একটু ভিজিয়ে নিই।

দ্বিতীয় চর। তাতে আর আপত্তি কি? (উভয়ের প্রস্থান)। ১৪

একাদশ দৃশ্য।

বিরাট সভা।

(কংকবেশী যুধিষ্ঠির)

যুধিষ্ঠির। উত্তীর্ণ কথন , তবু কারো দেখা নাই।

(একপার্শ্ব হইতে বিরাটরাজ, অপরপার্শ্ব হইতে তাঁহার মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। মহারাজ, কুশলই সমস্ত ; ছত্রভঙ্গ
কৌরবেরা এতক্ষণ নিজ নিজ স্থানে।

বিরাটরাজ। বড় সুসংবাদ মন্ত্রী, আদেশ এখন —
দুর্গ হোতে জয়বাদ্য বাজুক সকলি,
পথে পথে শোভা দিক সহস্র পতাকা,
কুমারীরা বালকেরা, মাগধেরা নৃত্যে
গানে মুখরি উঠুক ; কি সৌভাগ্য আজ।

যুধিষ্ঠির। জয়ী সদা বৃহন্নলা সহায় যাদের।

বিরাটরাজ। কি ব'কিস, মূঢ়, মোর পুত্র অসমর্থ
হঠকারী কৌরবেরে হটাতে সংগ্রামে!

যুধিষ্ঠির। বৃহন্নলা বিনা কখনো সম্ভব ?

বিরাটরাজ। থাম
মূর্খ, শাস্তি পা'বি নতুবা এখনি।

(কৃষ্ণ, বলদেব, দ্রুপদরাজ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকী, নকুল,
সহদেব, ভীম শেষে দ্রৌপদীর প্রবেশ।)

পুত্রভাগ্যে এ সৌভাগ্য আজ।

(উত্তরের প্রবেশ, পশ্চাতে বৃহন্নলা বেশে অর্জ্জুন।)

উত্তর। সে কি বীর সমাগম, সে কি শংখধ্বনি,
সে কি সিংহনাদ, সে কি ভৈরব গর্জ্জন,
ক্রোধোদ্ধত দুর্নিবার সে কি বাহু বল
যার শৌর্যে হয়েছি উদ্ধার, এই সেই
লব্ধকীর্তি সুহৃদ ফাল্গুনী।

বিরাটরাজ। কে ? ফাল্গুনী!

শ্রীকৃষ্ণ। সম্মুখে বয়স্যবেশী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তার
যুধিষ্ঠির, আদর্শ নৃপতি ; আর ঐ
বৃকোদর, সহদেব, নকুল, দ্রৌপদী।

বিরাটরাজ। কি আশ্চর্য।
সাত্যকী। পাণ্ডবেরা তোমার সভায়
শুধিল অজ্ঞাতবাস।
বিরাটরাজ। কি প্রমাদ এই।
শ্রীকৃষ্ণ। (উত্তরকে)
যাও বৎস, ক্লান্তদেহ জুড়াক শুশ্রূষা

(উত্তরের প্রস্থান।)

পাণ্ডবের শুভবুদ্ধি নির্ধারি এখন,
স্থিরচিত্তে অবধারো কর্তব্য তাদের।
ধৃষ্টদ্যুম্ন। আর অনবধারিত নয়।
সাত্যকী। যুদ্ধ ভিন্ন
কোনো পথ নাই।
ধৃষ্টদ্যুম্ন। সদম্ভে ঘোষিছে তারা,
পূর্ব অধিকার উত্তীর্ণ সাপেক্ষ নয়।
দ্রুপদ। সর্বত্র অবশ্য প্রচার তাহাই, তবু—
বলদেব। প্রচারের বহুমুখে বহু অপলাপ ;
পাণ্ডবেরা পালিয়াছে প্রতিজ্ঞাত কাল,
হৃত প্রত্যর্পণ আশু কর্তব্য তাদের,
অতএব সমীচীন সন্ধির প্রস্তাব।
যুধিষ্ঠির। আমাদেরো অভিমত তাই, আগে যাক
সন্ধির প্রস্তাব ; বৃকোদর, অভিমত
তব ?
বৃকোদর। ভিন্নমত নহিকো আমরা কেহ।
(দ্রৌপদী দাঁড়াইল।)
সাত্যকী। কি কহিছে, শুনি এস, বিদুষী দ্রৌপদী।
দ্রৌপদী। রাজ্য লাভে অনুকূল এ প্রস্তাব আজি
হয়ত সার্থক হবে ; নারী আমি, নাহি
জানি রাজনীতি, কূটনীতি, কি তাদের
সতর্ক প্রয়োগ ; সুক্ষণে শুনিনু
তবু পাণ্ডবেরা কার্যতরে তোষণ তৎপর।
কিন্তু নারীর লাঞ্ছনা মাত্র যাহাদের
প্রতিজ্ঞায় জলস্থল কেঁপেছে সেদিন,

আজ তারা কেমন বিনীতবুদ্ধি, শান্ত
নম্র, ধীর। একমাত্র আশা শুধু মাতৃ-
অবমানে সন্তানেরা জাগে নিজ নিজ
অংশে কিছু শোণিতার্ঘে শোধে মাতৃ-ঋণ।

দ্রুপদ। প্রতীকার হবে। অধীর হোয়োনা বৎসে।

বিরাটরাজ প্রতিফলই পাবে তারা, লোভী দুর্যোধন
স্বেচ্ছায় দিবেনা কিছু। অন্ধ রাজা, মূর্খ
কর্ণ, কুটিল শকুনি, দীন ভীষ্ম, ক্ষুদ্র
দ্রোণ, সকলেই একান্ত তাহারি বশ।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। সেনাহ্বয় চলেছে তাদের।

সাত্যকী। আমাদেরো
সংগ্রহ চলুক তবে।

বিরাটরাজ। তবু একবার
বাসুদেব দেখুন স্বয়ং গিয়ে সন্ধি
লাভালাভ।

শ্রীকৃষ্ণ। তব বাক্যে সন্দেহ সংশয়
নাই; বয়সে বিদ্যায় আমরা সবাই
শিষ্যের স্থানীয় তব, যুক্ত সমাহ্বান,
দম্ভভরে দুর্যোধন অসম্মত হয়,
সন্ধি বিনা অন্য গতি অসংগত নয়।

দ্বাদশ দৃশ্য।

হস্তিনার রাজপথ।

(শ্রীকৃষ্ণের অভ্যর্থনার নিমিত্ত উৎসব সজ্জিত
বালক, বালিকা, নারী ইত্যাদি।)

মদনানন্দ। তেরো দিন ধরে গলা সাধিয়েছি, গাঁট থেকে নগদা পয়সা ফেলে ঘি আদার রস গিলিয়েছি, তাল ফেরতায় যদি গুলিয়ে ফেলিস, এই ঢোলক কিস্তক্ মাথায় ভাঙ্‌বো তাহলে।

জনৈক বালক। মদাদা, পায়ের শিরটা টেনে ধরেছে গো।

অপরবালক। দেনারে পাটা ধরে ঝটকান দেনা। (তদ্রূপ করণ)

মদনানন্দ। নে, নে, খুব হয়েছে। সব ধর একবার। এক, দুই, তিন…

(গান ; জনৈক প্রবীন ব্যক্তির প্রবেশ।)

জনৈকপ্রবীনব্যক্তি। আমাদের মদনানন্দকে কাজে একবার নামিয়ে দিলে আর দেখতে হয় না।

(নেপথ্যে শ্রীকৃষ্ণের জয়ধ্বনি ; ছুটিতে ছুটিতে জনৈক স্ত্রীলোকের প্রবেশ।)

স্ত্রীলোক। হ্যাঁগো বলতে পারো আমাদের হ্যাবলা কোথায় গেছে ?

জনৈকবালক। হ্যাবলা তো ভ্যাবলাকে খুঁজতে গেছে।

ত্রয়োদশ দৃশ্য।

কৌরব সভা।

(দুর্যোধন, শকুনি, কর্ণ, দূরে ঘন ঘন শংখধ্বনি।)

দুর্যোধন। এখনি আসিবে কৃষ্ণ।

শকুনি। ফের বলি শোন,
প্রথমেতে এই ; (বিষমিশ্রিত পাত্র প্রদর্শন।)
অন্যথায় এই ; (শৃংখল প্রদর্শন।)
এখন তোর যা ইচ্ছা।

দুর্যোধন। আমার ইচ্ছা !
বন্ধু পাশে সে তো তোমারি চরণে বাঁধা।

(পুনরায় শংখধ্বনি, জয়ধ্বনি ; কৃষ্ণ, পশ্চাতে
ব্যাস, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ধৃতরাষ্ট্র
এবং অন্যান্যের প্রবেশ।)

ভীষ্ম। শুভাগত বৃন্দ,
যদি ভারতের পরম দুর্দিনে আজ,
কৃষ্ণকণ্ঠে শান্তিপূত নির্মল নিদেশ
হৃদয়ের স্তরে স্তরে জাগাতে না পারে
কল্যাণসম্ভূতা নীতি, এ সুধী সংসদে
অসত্য প্রভাবে সত্য, অধর্ম প্রভাবে
ধর্ম পরাস্ত মলিন, মানবসমাজে
তাদের পুনরাবৃত্তি অব্যাহত যদি,
নির্মূল নিশ্চিহ্ন হবে নাহি রবে লেশ।

সেবকের নিবেদন তাই অসংখ্যেয়
মহামানবের এ অবলোকন ধন্য
সভায় ক্ষণেক অন্তরে খুঁজিয়া দেখ
প্রীতির প্রত্যয়।

(শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত পানপাত্র তৎকর্তৃক
মৃদুহাস্যে প্রত্যাখ্যান।)

শ্রীকৃষ্ণ। কি জানি প্রশস্ত মোর।
মিথ্যা কুশল জিজ্ঞাসা যত, মনে হবে
অহেতু কৃত্রিম, এমনি বিষাক্ত তীব্র
আকাশ বাতাস; তবু কেন আসিলাম
ছিঁড়েছে প্রীতির ডোর কি বন্ধনে বাঁধি।

ব্যাস। উদ্বুদ্ধ জীবন বিশ্বের কল্যাণ বাণী,
দম্ভভরে দলিয়োনা সে দিব্য সম্পদ—

শ্রীকৃষ্ণ। জন্ম মৃত্যু পরিক্রমা যাপি, নবনব
উন্মেষের অমর সন্ধান শান্তি। শত
শতাব্দীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত কাল
শোনে তার অলংঘ্য আদেশ। নিরন্তর
আঘাত, সংঘাত, লোভ, দ্বন্দ্ব, হানাহানি
রক্তপাত হতে, জীবনের আনন্দের
প্রতিকূল সব অভিঘাত হোতে এক
অক্ষয় আশ্রয়—একটি স্বর্গের জ্যোতি,
একটি সঙ্গীত, একটি আনন্দ শান্তি;
ঘনগূঢ় অশ্রুবাষ্প রুদ্ধ নৈরাশ্যের
তটে সে অমৃত সঞ্জীবন কলুষিছে
উদ্দাম প্রমাদ। পুণ্যকীর্ত্তি অগণিত
মহামানবের আবির্ভাব ভূমি এই
ভারতের শক্তিমান শান্তিময় আর্য
প্রতিষ্ঠার দায় জানো, আজো তোমাদের।
বৃথা আত্ম দ্বন্দ্বে দুই মহাবংশ সেই
মহাকর্তব্যের পরম সংকল্প ত্যজি
মূঢ়ের মতন ছুটিছে ধ্বংসের পানে—
অনিবার্য পরিণাম অন্ধ ভবিষ্যৎ;

ক্ষমা নাই তার।

ধৃতরাষ্ট্র। কৃষ্ণকণ্ঠে মিলনের
বাণী প্রীতিধারা আজিকে বহায়ে দিক।
(দুর্যোধনের প্রতি)
দেখ, আত্মজন হয়েছে চোখের বিষ।
সহিব কেমনে আত্মীয় স্বজন যত
প্রাণ গ্রন্থী ছিঁড়িছে আক্রোশে ; আর আমি
অর্ধাংগ শ্মশানে, বাকি অর্ধ ভগ্ন প্রাণে
ধরিতে পারিব তোরে আসিবি যেদিন
পিতাপুত্র মাতার শোণিতে ডুবি' জয়ী
কি অজয়ী ?

দুর্যোধন। চমৎকার ! মূঢ়প্রায়
ভুলেছি আপন অংশ। কৃষ্ণ, ননীচুরি
রাজনীতি নয়। দুবলের দয়াধম
সহিবে কি ক্ষত্রিয়ের নীতি ? গাভীপাল
নয়—কৌরব ক্ষত্রিয় কুল পাঁচনীর
শাসন মানে না তারা, যাও পাণ্ডবের
গোশালায় ; তব অদর্শনে উর্ধমুখে
হম্বিছে পাণ্ডবপাল।

(ধৃতরাষ্ট্র প্রস্থানোদ্যত।)

শ্রীকৃষ্ণ। যেয়োনা সম্রাট্।
দীন-দুখী তারা, অরণ্যে, অজ্ঞাতবাসে
অনশনে অনিদ্রায় মুমূর্ষু এখন।
তবু ধর্মপথব্রতী। অর্ধরাজ্য ফিরে
দিতে এতই কাতর যদি, পঞ্চগ্রাম
দাও তবে। রাজ্যের যে কোন প্রান্তে—হোক
মরুভূমি মাঝে, বন্ধুর পর্বত ক্রোড়ে,
হিমসম্প্রপাতক্ষুণ্ণ মেরু প্রস্থে কিংবা
কুমারী সানুর পরে অথবা অক্ষত
দ্বীপে, বন্ধ্যাভূমি পরে ; তাই তারা
মানিবে অমূল্য দান।

ধৃতরাষ্ট্র। সভাজন, বড়

ক্ষোভে ত্যজিতেছি সভা। শুভ বুদ্ধিহীন
দুর্বিনীত, দুঃশাসন সন্তানেরা নিজ
নিজ কর্মফলে সবে মজিবে তাহারা।
তোমাদের যে কর্তব্য তাহাই সাধিত
হোক ; জড়বৎ সহিতে পারি না কারো
ঔদ্ধত্য এমন।

(প্রস্থান।)

শ্রীকৃষ্ণ। দুর্যোধন, অনিশ্চিত
জয়পরাজয়, ভ্রাতৃযুদ্ধে জয়ী হোয়ে
কি কীর্তি, কি যশ লভিবে অম্লান তুমি ?

দুর্যোধন। আর নয়, ক্ষান্ত হও ভিক্ষুকের দূত।
পূর্বের তপন পশ্চিমে উদিত যদি,
ভূমিতলে ভেঙ্গে পড়ে অনন্ত আকাশ,
সপ্ত সিন্ধু চকিতে শুকায়, চন্দ্রসূর্য
নেভে, যোগী যদি যোগ ছাড়ে, ব্রাহ্মণেরা
গায়ত্রী কখনো, বিনা যুদ্ধে নাহি দিব
কণামাত্র কিছু। ভণ্ড, মুখে বন্ধু, তুই
অন্তরে নির্দয় শত্রু ; সতত খুঁজিস
আমাদের ক্ষয় আর তাহাদের জয়—
রাজদ্রোহে বন্দী আজ তুই, প্রতিহারী।
(শৃংখলসহ প্রতিহারীর প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ। (উচ্চহাস্যে)
আমারে বাঁধিতে চায়, আছে কি তাদের
তেমন বাঁধন ডোর।

ভীষ্ম। (দুর্যোধনকে)
ক্ষান্ত হ রে মূঢ়,
কার সাধ্য দেখি কৃষ্ণের কেশাগ্র ধরে।

দ্রোণ। (অসি উন্মোচন।)
কৃষ্ণপাশে আসে কেউ, লুটাবে ধূলায়।

ভীষ্ম। যাও প্রভু, যাও ঘৃণ্য অকুস্থান ত্যজি !

শ্রীকৃষ্ণ। যাই, তবে যাই, আজিকে যাবার আগে
বলে যাই শোনো, কুরুবংশ মহারণ্য

দুর্নিবার দাবানলে দহিবে নিঃশেষ।

(শ্রীকৃষ্ণের তুমুল জয়ধ্বনি ; ধীরে ধীরে নিষ্ক্রমণ।)

ভীষ্ম। ব্যর্থ হোয়ে গেল সকল প্রয়াস, শুধু
কপট সৌবল অধম কর্ণের তরে।
ধারণা তাহার, সেই নাকি ধরাতলে
সব শ্রেষ্ঠ রথী ; নাহি জানে কীটবৎ
হেলায় বধিতে পারে তাহারে অর্জুন।

কর্ণ। গুণী শুধু গুণগ্রাহী, অন্য কেহ নয় ;
শুনি মোহহীন, নির্ম্মলমানস তুমি,
কিন্তু পরকীর্ত্তি সহিতে পারো নি কভু।
(দুর্যোধনের প্রতি)
শোন বন্ধু, যে অবধি যুঝিবে গাঙ্গেয়
ভারত সমরে অস্ত্র ছোঁবেনা রাধেয়।

চতুর্দশ দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্রের-অন্তর্গত ক্ষুদ্র অরণ্য।

শকুনি। চরিতার্থ হবে বুঝি প্রতিহিংসা মোর ;
এতদিন ভুলেছিনু অপমানজ্বালা
বাহিরের কণ্ঠ রুধি নিঃসংগ নিভৃতে,
জিঘাংসায় জুটাইতে ধ্বংসের সম্বল,
প্রাসাদের অতল বিলাসে, বৃদ্ধ তুই
শীর্ণহাতে তালি দিয়ে দুরন্ত সাবাস,
যবে যৌবনেরে মুখরি মত্ততা বাজে
কামিনীর নূপুর নিক্বনে, মাঝে মাঝে
উৎসাহিছ ধ্বংসব্রত পরিগ্রহ ক্ষণ।
আত্মনাশী কামনার প্রমত্ত উৎসবে
অহংকার, অত্যাচার সকল পাপের
পরিপূর্ণ প্রয়োজন চাহে নাকো ক্ষণ
দিন যদি পায়। অপরাধী নহি পিতা,

ঐ ভাসে, ঐ হাসে, ঐ কাঁদে মোর
শয়নে স্বপনে হেরি তিলে তিলে ঐ
হোতেছে কংকালসার নিশ্চিহ্ন নিঃশেষ—
মাতৃস্তন্য, পিতৃধারা, পুণ্য পুর্বাপর।
উদ্দীপ্ত মধ্যাহ্নে হেরি কারার আঁধার,
প্রভাতশিশিরসিক্ত তৃণে তৃণে বাজে
তাদের পাষাণরুক্ষ দীর্ঘশ্বাস রুঢ়
পাণ্ডুর শৃংখলধ্বনি ; কাঁপিছে এখন
অকুণ্ঠিত শশব্যস্ত অভ্যর্থনা তোর—
এ ভীষণ নির্মমের স্বেচ্ছায় উল্লাস—
না না, মিলে মিশে ভাগ কোরে খেতে হোবে,
হিংসার শোণিত তৃপ্তি সম্পূর্ণ উচ্ছ্বাস।

(কর্ণের প্রবেশ।)

এখানে কোথায় ? এমন বিষাদ ভরে ?

কর্ণ। উল্লেখের কিছু নাই, কিছুকাল হেথা
একাকী থাকিতে মন ; এ নির্জনে তাই।

শকুনি। কোলাহল অবিরাম জীবনের মাঝে
নির্জনতা এনে দেয় নবীন আস্বাদ ;
তাহার ব্যাঘাত রবো না অধিক্ষণ।
শুধু এটুকু বলিতে চাই, আজ তুমি
তোমার অটল শৌর্যে অনন্য সংকল্পে
কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ ভীষ্ম আর যত
ছোটো খাটো নানানিধি ভীষ্মের প্রকৃতি
দেখায়ে দিয়াছ স্পষ্ট সকল গোচরে।
আজিকে প্রতিজ্ঞা সত্যই তোমারি যোগ্য।
যাই তবে বীর আমার আপন পথে
নির্জন সঞ্চয় পুষ্ট নবীন উদ্যম
সমূহ বাধার হোক সমস্ত উপেক্ষা।

(শকুনির প্রস্থান।)

কর্ণ। বাধা ! বাধা !

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ। একি !

অহরহঃ যার
বুকে বিঁধিতেছে শেল, মহীয়সী দেবী
অভিলাষ তাঁরি।

কর্ণ। রাজমাতা অনাথেরে
স্মরিছেন কেন? অপরূপ কিছু—

শ্রীকৃষ্ণ। তাই—ই।

কর্ণ। ধন্য এ অভিলষিত উৎসুক উদগ্রীব।

শ্রীকৃষ্ণ। বহু শাস্ত্র জানো, মুগ্ধ ব্রাহ্মণসমাজ,
বলো, যুদ্ধকালে শ্রেয়ঃ কোন অনুষ্ঠান?

কর্ণ। কিছু জানি?

শ্রীকৃষ্ণ। কি কার্য এখন? তুমি, আমি
আরো, আরো কত জন?

কর্ণ। কেবা জানে?
দিবানিশি জ্বলি অক্ষম ইন্ধন কাব।

শ্রীকৃষ্ণ। এখন নীরব; এ মগ্ন বিদীর্ণ হবে
ঝলসি উন্মত্ত হিংসা, ব্যগ্র ঐ তার
আমন্ত্রন, সেথায় দাঁড়াবো জানি, কোন
ব্রত, কি আদর্শে অগ্রসর হ'ব?

কর্ণ। এই
তত্ত্ব, এই জিজ্ঞাসা তোমার, অসম্ভব
কি বারতা জ্ঞাপিছে কেমন? চলিয়াছি
তৃপ্তি অতৃপ্তির অব্যাহত সুখে একা
পান্থ চিরদিন।

শ্রীকৃষ্ণ। তবু নিখিল ভুবন
জুড়ি অবোধ প্রতীক্ষা!

কর্ণ। একটু করুণা
উদ্‌যাপিত অভূত উত্থান, কাল শুধু
দেখে নিক মুছেছিল কারা আঁখিজল।
পানপাত্রে আজি মিশাইছে বিষ।

শ্রীকৃষ্ণ। কোন
স্বার্থে সে বিকার রুধিল সত্যের কণ্ঠ,
যথাক্রমে ব্যর্থ মিথ্যা শেষ।

কর্ণ। কৌরবের
রাজ কীর্ত্তিতলে সংগোপনে কাঁদিতেছে
একাকিনী সে সত্য আমার। ভয়ে ভয়ে
আপন ক্রন্দন আপনি আপ্রাণ রুধি
আপনার হাহাকার গ্রাসিছে উগরি;
আপন নিগ্রহ বহি মিথ্যাক্ষমাহীন।
একদিন মুছে যাবে পাণ্ডব-কৌরব—
কালের অভ্রান্ত তুলাদণ্ডে পরিমাণ
সর্বৈব নির্ভুল।
শ্রীকৃষ্ণ। সত্যদ্রোহী কৌরবেরা—
আর তাদের সহায় তুমি।
কর্ণ। মিথ্যাচারী
তারা, অগণিত সত্যাশ্রয়ী অধ্যুষিতা
নগরীর মাঝে তারা এই অনাথেরে
মানুষের মর্যাদায় দিয়াছে আশ্রয়।
যাব দূত তুমি, তারা সচেষ্ট সর্বদা
কিসে ক্ষতি, কিসে মৃত্যু, কিসে ধ্বংস মোর।
শ্রীকৃষ্ণ। পাণ্ডবের দৌত্য লয়ে আসিনাই আমি।
একটি উদ্দেশ্য শুধু, শান্তি ফল্গুধারা
নির্মম পাষাণ টুটি নয়নে উদ্বেল
ফিরাবো কেমনে সবে?
কর্ণ। বলো সবে, দীন
আমি, হতভাগ্য আমৃত্যু অধীন বৃথা।
কিন্তু কহিয়ো না কারে একান্ত একাকী
একটি চিত্তের ক্ষোভ কিছু নাই যার—
সংগ পরিক্রমাচারী প্রগল্‌ভ প্রবোধ।
শ্রীকৃষ্ণ। আর কেন? ভুলো সকল জিজ্ঞাসা মোর।
ক্লান্ত পথ গণে নিক শেষ যাত্রী তার

(প্রস্থান।)

কর্ণ। সংশয়, সংশয়, দুর্জ্ঞেয় সংশয়।

(দূরে জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ এবং প্রস্থান।)

কে, কে?

(নেপথ্যে কোলাহল ; সবেগে জয়সেন বসুসেনের প্রবেশ।
জয়সেনের ইঙ্গিতে কোলাহল মন্দীভূত।)

জয়সেন। কাপুরুষ, রাজদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক,
মহারাজ, আনিলাম তব পদে শেষে।
মোর অন্নপুষ্ট এই সেই কালসাপ,
আমারি ঔরসজাত এ পাপ আ মার
একমাত্র পুত্র আজন্ম দংশিল শুধু
স্নেহবশে যদি একপায়ে শ্বাস রুধি,
পারিনাই তারে দলিতে অপর পায়ে,
কেন জন্মদিনে তারে শ্বাপদ সংকুল,
নিবিড় বনের মাঝে ফেলিনাই ছুঁড়ে।

বসুসেন। কাপুরুষ, দেখ পিতা সম্মুখে তোমার,
ঐশ্বর্য গৌরবভীরু স্বার্থান্ধ নীচতা,
যে অন্নে বর্ধিত আমি, পাপ অন্ন সে যে,
আজি তার প্রায়শ্চিত্ত লাগি, ধর্মক্ষেত্র
কর্মক্ষেত্র পানে চরণ বাড়াই যবে—
মুমুক্ষুরে কেন পিতা দিতেছ এ বাধা

জয়সেন। থাম থাম শঠ, নিশ্চয় জারজ তুই।
মহারাজ, কি যে প্রাণপাত পরিশ্রমে,
রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, কোথা না ঘুরেছি
মানুষের অজ্ঞেয় অগম্য স্থানে ; শেষে
সংগ্রহ হোয়েছে এই বিংশতি বাহিনী।
কতনা প্রবোধ বাক্যে ভুলায়ে মায়েরে,
কত স্তোক বাক্যে পিতারা নিরস্ত হয়,
সহধর্ম্মিনীর কথা নাই বলিলাম ;
বন্ধু, ভ্রাতা, আত্মীয় স্বজনে,—নানাজনে—
• .না নানা ছলে, তবে না সংগ্রহ
মোর অর্থ, স্বর্ণ, রত্ন, বস্ত্র অলংকারে
জুটানু যাদের—ভাঙ্গায়ে নিয়াছে পুরা—
দশটি বাহিনী—সমূহ বিপক্ষ পক্ষে।

বসুসেন। মিথ্যাকথা, স্বেচ্ছায় গিয়াছে তারা
ধর্মপক্ষে সবে

জয়সেন। আমি মিথ্যাবাদী, আমি ?
নরকের কীট তুই কী জানিবি মূঢ়।
কটিবন্ধে অসিমাত্র সম্বল সেদিন,
এসেছিনু সেই সুদূর গান্ধার হোতে,
পথের ভিক্ষুকে যে দিল আশ্রয়,
যে দিল ক্ষুধার অন্ন, যে দিল মর্য্যাদা
যেই দিব্য আদর্শের শুধিতে এসেছি
হিমালয় প্রমাণ ঋণের ভার, কিছু
যদি শোধ হয় পুণ্যধর্মে সমুন্নত
অভ্রান্ত নিষ্ঠায়, তারে, বাধা দিস্ তুই
পাপী ; শেষ কথা বল তোব।

বসুসেন। শেষ কথা !
—আবার বলিব শোনো, উন্মুক্ত সভায়,
অসহায়া রমণীরে লাঞ্ছিতে বাধেনি
যার, সম্মুখ সংগ্রাম নয়—জতুগৃহ
কার্যের প্রমাণ—কদর্য কুৎসিত হেন
অধঃপতনের প্রতি আনুগত্য তব—
পাপ, পাপ, পাপ ; শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে
শুধিবারে চাই।

জয়সেন। কৃতঘ্ন পামর, এই
শাস্তি তোর। (অস্ত্রাঘাত।)

বসুসেন। শাস্তি, শাস্তি। (পতন।)

জশসেন। না, না, না, (নতজানু পার্শ্বে উপবেশন।)

কর্ণ। সামন্ত,
নিদর্শন আনুগত্য, তার পুরস্কার
তুচ্ছ কণ্ঠহারে ; কিন্তু, নরহত্যা
অপরাধে নির্বাসন দ্বাদশ বৎসর ;
অন্যথায়, মৃত্যুদণ্ড স্থির।

জয়সেন। এসো মৃত্যু,
শুধে দিই মৃত্যুহীন তোমার অপর
ঋণ। (বক্ষে ছুরিকাঘাত।)

কর্ণ। কে ? কে আছে ?

(দুইদিক হইতে অনুচরদের প্রবেশ।)

প্রথম অনুচর। মহারাজ!

দ্বিতীয় অনুচর। প্রভু!

কর্ণ। সসম্মানে
মৃতের সৎকার ; যাও, আর শোনো,
লিখে দিয়ো সমাধির পরে, ঈশ্বরের
অলংঘ্য অনুজ্ঞা দিয়ে, ইহাদের তরে
শোক যেন নাহি করে কেউ।

(জনৈক উন্মাদের প্রবেশ।)

উন্মাদব্যক্তি। ছেলেটাকে কাটলি, তো, মলি কেন? পৈছেটা নিয়ে এসেছি ; কে নিবিগো—আমি ঢাল তলোয়ায় কিনবো, লড়ায়ে যাবো।

(অট্টহাস্য ; প্রস্থান।)

(কৌরবরাজের প্রধান অনুচরের প্রবেশ।)

প্রধান অনুচর। ঐ কর্ণ মহারথী, আসুন হেথায়,

(উদ্‌ভ্রান্তভাবে দুঃশাসনের প্রবেশ।)

দুঃশাসন। পাষাণ নখরে কে যেন চিরিছে বুক,
পান করে মহোল্লাসে সমস্ত শোণিত ;
এ রাজশোণিত আগে হোতে শুষে নিই,
বন্ধ করে দিই তার শোণিত পিপাসা। (প্রস্থান।)

প্রধান অনুচর। একি, কোথা যায়।

(কর্ণের প্রতি দুঃশাসনের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে)

সম্রাটের ইচ্ছা অন্য,
দ্বিতীয় প্রহরে, মন্ত্রণা-প্রকোষ্ঠে আসি,
উপস্থিত হোন, দেখি, কুমার কোথায়। (প্রস্থান।)

(ক্রোড়মঞ্চ দিয়া ভক্তিতুক সৈন্যেরা সকোলাহলে যাইতেছে।)

কর্ণ। চারি পার্শ্বে বাধা ; বাধার সমুদ্র যেন
উন্মত্ত তরঙ্গে নাচি সম্বরিছে মূঢ়,
নিরুত্তাপ প্রতিহিংসা মোর। একদিন
বিশ্বপথে, একাকী দাঁড়ায়েছিনু একা
পুনঃ, লব্ধকীর্তি বিশ্রুত খ্যাতির সাথে,
একাসনে সমাসীন যশস্বী গৌরব ;

শৌর্য ছিল বিশ্ব পণ্যবীথিকার কর,
কীর্তি ছিল জীবনের পূর্ণাংগ উদ্যোগ
অসার বিস্মৃতি মাঝে ঘন অন্ধকার
বিবেকের দংশন জ্বালার গিরিগুহা-
শায়ী অসীম প্রয়াসে মৃত দিন কোথা
অন্তিম আয়াসে মেলি অটল কামনা
যথাযথ নির্ণযেব প্রতি মূহূর্তের
ব্যর্থতায় সন্ধানে ফিরিয়াছিল কত
দূরে আশার কনক-দীপ জ্বলিতেছে
অমলিন শিখা। একমাত্র যুক্তি তবু
শুধু নিদ্রা, শুধু স্ফীতোদব জীবনের
অন্বেষিয়া লালসার ভোগ্য লভ্য যত
মলিন ধরায় মলিন দৃষ্টান্ত রাখি
মলিন বিনাশ। লক্ষ সৈন্য অনিকিনি,
লক্ষ লক্ষ সৈন্যসজ্জা সে তো নৃপতিব
লুব্ধ কৌতূহল বহু অর্থে বহু প্রাণ
বহু জীবনের অশ্রান্ত অমিত ব্যয়ে
কিনিতেছে তৃণ সম অতি তুচ্ছ ক্ষীণ
এক সমস্বব সম্যক্‌ অকুতোভয়—
সেই তীব্র বিলাসেব ভারবাহী আমি
মর্যাদার পশু। (নেপথ্যে ঘন ঘন তূর্যধ্বনি।)
ঐ দূরে ঝংকারিছে
রূঢ় তূর্যধ্বনি ; আক্রমণে অন্যরক্ত
পিপাসায় উজ্জীবিত ক্ষীণ প্রাণ দেহ
নির্মম সম্ভোগ তরে, স্তূপাকারে আসি
জমিযাছে অস্থিসার ভৃতিভুক্‌ চমূ ;
আর, তাদের সম্মুখে নগ্ন-অসি কেউ
সূর্যালোকে ঝলকিয়া অন্তরে তাহার
কাঁপে অধীর আকাংক্ষারাশি, দিব্য হেন
পবিত্র মধুর ; মত্ত বক্ষে তৃণ জ্ঞানে
সমাদরি নিয়তিব চর্বণনিংশেষ
প্রাণ—

(সম্মুখ দিয়া সৈন্যেরা চলিয়া গেল ; সেই দিকে চাহিয়া।)

অনিশ্চিত অনির্দিষ্ট তারা, রিক্ত
অক্ষম নশ্বর ; আজি মরণের দ্বারে
প্রত্যহ বঞ্চিত এসেছে শ্রমের মূল্য
বুঝে নিতে একেবারে। আর আমি সেথা
জটিল আপন জালে আপনি জড়ায়ে
আপনারে সন্তর্পণে কেবলি শুধাই
কেবা পিতা ? কেবা মাতা ? একদা শৈশবে
কে ছিল আশ্রয়দাতা ? কার স্মৃতি তিলে
তিলে হোতেছে অপরিশোধ্য ? শংকাহীন
ভিক্ষুকের কোলাহলে মুখর প্রার্থনা
তুলি, হানিতেছে উন্মত্ত ব্যর্থতা রুদ্ধ
মোর অনুত্তাপ উদ্বেগের দ্বারে। আজি
মোহ মন্ত্রে ঘুমায়ে পড়ুক প্রশ্ন, ব্যর্থ
যত অজেয় জিজ্ঞাসা ব্যথার সূতিকা
গৃহে জন্ম যার, কোন পুণ্য সমাপ্তির
শ্মশান চিতায় জুড়াবে বেদনা মোর ?
লক্ষ লক্ষ জীবনের নিশ্চিহ্ন বিনাশ.
কীর্তির চাতুরী ; ঊষর প্রাংগনে তারা
পাতিবে অন্তিম শয্যা ;—অসংখ্য সংগ্রহে
হোথায় সমৃদ্ধ সংখ্যা আবরি ভূমির
জপিবে অসংখ্য মৃত্যু ধূলিরুক্ষ মাঠ।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কর্ণের প্রাসাদ।

(শান্তা, বৃষসেন।)

শান্তা। সত্যি, গুণ আছে বটে সোহাগী লোহার,
মিছে সতীনের সৌভাগ্যে জ্বলিয়া মরি,
এতটুকু কারো ভাবিতে হয় না কষ্ট,
তুচ্ছ এক ধনুক গুণের বদলেই
হাসিমুখে মোরে দিয়ে দিতে পার।

বৃষসেন। একি
বল, দেয নারী? নীতি নয় কারো, তার
মূল্য ভরিতেছে বীর। শত্রুব্যূহ দলি মঞ্জু
রথাগ্রে পেয়েছে তার অমিত সারথি;
কুন্তলে শ্রাবণ মেঘ, মধু রাকা মুখে,
চোখে জয় কেতনের লাস্যের চপলা,
সৌরভের শিশির সৈকত ভাঙা, দেহে
সারা ক্লান্তির প্লাবন, সেইত বীরের
নারী, বাহুবলে লভ্যা জীবন সঙ্গিনী।

শান্তা। রক্তপাতে কি উল্লাস বুঝিতে পারি না
তুচ্ছ যেমন নিজের, তেমনি পরের,
সবার জীবন। প্রাণ লয়ে সৃষ্টি ছাড়া
খেলা, যাহাদের খেলা তাহাদের সাজে,
আমরা সাজায়ে দিই সর্বস্ব মোদের।

বৃষসেন। সাজাতে কাঁপিলে, এতদিনে দেখিতাম
এ ভারত শুধু চতুরিকা ললিতার
লীলা কুঞ্জবন।

শান্তা। দেখেছ কেঁপেছি ভয়ে,
ভয় নাই ক্ষত্রিয় নারীর।

বৃষসেন। আঁখি ভরি—
যতদূর দৃষ্টি যায় দেখে নিয়ো প্রিয়ে।

স্ফুলিঙ্গ ঠিকরি তুরঙ্গ হানিছে খুর,
কেতনে পাগল হাসি, উলঙ্গ অসির
চমকে চকিত আঁখি খুঁজিছে উষ্ণীষ,
আহ্বান উত্তাল, ঝঙ্কার উদ্দাম তার,
তখনো ব্যাকুল তবু কোমল মিনতি।

(পদ্মাবতীর প্রবেশ।)

পদ্মা। সর্বদাই রণবেশ অন্তঃপুরও বুঝি
রণক্ষেত্র তোর? ঘুমাবে কি হাতে ধরে
মুষল মুদ্গর।

শান্তা। মুষল মুদ্গর শুধু?
সুখনিদ্রা হয়, হস্তী, বাহিনী সমেত

পদ্মাবতী। সিংহের শাবক, যুদ্ধ শয়ন স্বপন।
(দূরে রণ কোলাহল।)
ঐ বুঝি আরম্ভ আবার।

বৃষসেন। মাতা, মাতা,
বীরের মাহেন্দ্রক্ষণ।

পদ্মাবতী। চল, চল্, সেরে
নিই প্রভাতের পূজা।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কৌরব প্রাসাদ।

(সঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্র।)

সঞ্জয়। নিশ্চিহ্ন বিনাশ হতে থামিতনা রণ।

ধৃতরাষ্ট্র। আজ কি আশ্বাস আর?

সঞ্জয়। মৃত্যুবন্ধে দুই
অজগর কৌরব, পাণ্ডব উঠিয়াছে
খণ্ডে খণ্ডে কাটি; পড়িয়াছে রেণু রেণু
টুটি।

ধৃতরাষ্ট্র। বল, শুনি আত্মঘাতী সংগ্রামের শেষ।

সঞ্জয়। সংহারে মাতিল গাঙ্গেয় কৌন্তেয়;

চতুর কনিষ্ঠ পার্থ, শিখণ্ডী শিলায়
রুধি, গরিষ্ঠের সমূহ চেষ্টার উৎস
পাড়িল ভূতলে, সোল্লাসে ফিরিছে জয়ী।

ধৃতরাষ্ট্র। তারি সাথে একেবারে থেমে যাক
বিড়ম্বিত আকাংখার জীর্ণ ইতিহাস।
রে ছলনাময়ী, সস্নেহে শুনায়েছিলি
মোহমন্ত্রে কেন আশার মধুরবাণী।
একদিন যবে মিথ্যার কপট দ্যূতে,
অনিপুণ সত্যেরে হারায়ে হাতে দিলি
সযত্নে আপাত রত্ন, কেনরে সেদিন
কহিলিনা মোরে তান্ত্রিকের স্বর্ণসম
অভাবের দিনে শুধু এক মুঠা ছাই?

তৃতীয় দৃশ্য

কর্ণের প্রাসাদ।

(কর্ণ, পদ্মাবতী।)

কর্ণ। অস্থির অলক্ষ্য জুড়ি দুর্বার আভাস।

(কৌরবপক্ষীয় জনৈক সামরিক দূতের প্রবেশ;
লিপি প্রদানপূর্বক প্রস্থান; পত্রপাঠ।)

পিতামহ উত্তরায়ণের প্রতীক্ষায়; অধ্যক্ষ বয়োবৃদ্ধ দ্রোণ, তোমার উপরেই সমস্ত নির্ভর; আশা—তুমি সম্যক্ প্রস্তুত রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে।

পদ্মাবতী। শয্যা ত্যজি কেন প্রভু উঠেছ অকালে?

কর্ণ। (আত্মগত।)
ভুলিনু কালের খড়্গ ধর্মের কুলীশ।

পদ্মাবতী। সেই স্মৃতি
আজো কি বিঁধিছে প্রভু হৃদয়ে তোমার?

কর্ণ। সকল লাঞ্ছনা গ্লানি
আজিকে নারীর পাশে অর্পিয়া লভিব
মুক্তি।

পদ্মাবতী। ভারতের বুকে অনুষ্ঠিত, একি পরিহাস।
কর্ণ। অপমানে ভুলেছিনু বীর ব্যবহার।
পদ্মাবতী। অপমানে বীর ধর্ম ভুলেছিল বীর,
ভীরুর সভায় আর ভীরুর সহায়
বিবস্ত্রা নারীরে ব্যঙ্গ ; ধিক শতধিক।
কর্ণ। কোথা পাবে এত ক্ষমা ? বলে পারি নাই
যারে, জতুগৃহে তারে দহিতে চেয়েছি
ছলে, জিনিতে পারিনি সম্পদ যাদের,
কদর্য কৌশলে কেড়েছি কুটিল দ্যূতে ;
অসঙ্কোচে পানপাত্রে ঢেলেছি গরল ;
কুরুবংশ মহারণ্যে জ্বেলেছি অনল ;
মানুষে মানুষে—ছিড়েছি প্রাণের গ্রন্থী,—
মাতিয়াছে আমৃত্যু সংঘাতে। আজি মোর
মহাপাপে, ধরণীর গৃহে গৃহে পথে
লুটায় ধিক্কার বিদ্ধ বীরের বিবেক ;
কভু যদি হেরি তার ক্ষীণ অভ্যুদয়,
চারিপার্শ্ব হোতে হাসিয়া কলুষ হাসি
নরকের পিশাচেরা করতালি দেয় ;
আর তাহাদের উল্লাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
সেথা, ব্যর্থ করুণার অরুন্তুদ ব্যথা
সুনিশ্চিত নিয়তির অমোঘ বিধানে
অহরহ লভিতেছে বজ্র রূপান্তর।
পদ্মাবতী। পশ্চাতে চাহিয়া হেরিবে আপন অশ্রু
ধৌত সুনির্মল বিশ্বে বীরের মহিমা,
কর্ণ। পশ্চাতে দেখিনু চাহি অনাচারে আজ,
বিফল পৌরুষ অভিশাপে আপনার
কারাগার কোণে, আপনারে দহি শুধু,
আজন্ম বেদন বন্দী জুড়ায় বিবেক।
পদ্মাবতী। এক প্রান্তে আমি, অন্য প্রান্তে তুমি,
মাঝখানে উদ্বেলিত কোন জাগরণ ?
এস দোঁহে মুক্ত বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়ি।
কর্ণ। ঝাঁপায়ে পড়েছি আমি, ভাসিতে ভাসিতে

বারেক হেরিয়াছিনু দিগন্তে আলোক।
তবে কেন কেন আর ব্যর্থ অনুতাপ ;
অনিবার্য কলঙ্কুর নিদারুণ বলে
আকর্ষিছে সমূলে জীবনতরী, শুধু
নীরব বিবেক—ধর্মের কৃত্রিম শোভা—
লুকায় নিপুণ সুখে কালের ইঙ্গিত।

পদ্মা। কভু বাতায়ন, কভু গৃহচুড়া, কভু
মালঞ্চ বলভি, কভু দেবালয় হোতে
যখনি যেখানে চরণ লইয়া যায়
লুকাবার ঠাঁই নাই ; অজানিত শুনি
দূরে কোথা শংখধ্বনি, হুংকার, গর্জন ,
ব্যাকুল নয়নে হেবি স্ফুলিংগ স্ফুরিত
শরবাশি ঝলকিছে মলিন আকাশ ;
গৃহকোণ রুদ্ধ যেন দুখের তিগুোর।

কর্ণ। পদ্মাবতী, পদ্মাবতী দেব, দেবী, নর
নারী, নিয়তি তুলিছে বাধা , দাঁড়াইছে
তোমার আমাব মাঝে ; তাদেব ছলনা
জান নারী মানবেরে অতৃপ্ত আকাংখা।

পদ্মাবতী। আকাংখা দেখেনা চাহি দলিছে কাহারে,—
কঠিন অনলে দলি কুসুমের মালা
একই পরিণাম।

কর্ণ। দেখনি অন্তর তার,
নিয়ত নিষেধ নির্মম ইঙ্গিত মেলি
কহিছে অমোঘ কণ্ঠে ; কঠোর পিশাচ
বাহু ছিঁড়িতে উন্মুখ পবিত্র বন্ধন।

পদ্মা। অশুভ প্রয়াস তার, মোর অধিকাব
হোতে, নিয়াছে যে জীবনের উপকণ্ঠে
তব বাঁধিতে ভঙ্গুর নীড়।

কর্ণ। কেন তবে
একেবারে কুহক মন্ত্রণা চিরতরে

ঐ ব্যর্থ করি, চলিলে না মোর কর ধরি,
দূরে, ভঙ্গুর দারুণ ভারে কৌরবের

ঐশ্বর্য পীড়িত অধিষ্ঠান হোতে, সর্ব
সংঘর্ষের উপকূলে বাঁধিলেনা নীড় ?
ধরনীর বহুউর্ধে, স্বর্গের সীমায়,
কুড়ায়ে ভোরের আলো, সন্ধ্যার আঁধার,
নক্ষত্রের অবারিত দীপ্ত জ্যোতি রেণু
জীবনের মালা বিহঙ্গ কূজনে গাঁথি,
জড়ায়ে দাওনি কেন ? আবার যখন
নামহীন পারাবার অকস্মাৎ আসি,
কল্লোলিবে সানুতটে, শুনিব অধীর
স্বর্গমর্ত সকলের উজ্জীবন গাথা ।

পদ্মাবতী । কহিতেছ নরনাথ, অপরূপ বাণী
অবারিত রণবাদ্য বাজিছে এখন ।
তব বৈরী আস্ফালিছে উদ্ধত গর্জনে ;
অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী অগণ্য আয়ুধে
চলে রাজ কেতনের তলে ; হেষা,
বৃংহতির সাথে অগণ্য আতোদ্য ধ্বনি
সঞ্চারিছে বীরদেহে মত্ত মৃত্যুহীন
উত্তাল প্রবাহ ; যদি ফিরে আস জয়ী,
তব কীর্তি তরু বেড়ি যাপিব শিখর ;
যদি প্রাণ যায় রণে, তবে জগতের
বিশ্ব বিষাদের রোদনের তটপ্রান্তে,
দীর্ঘশ্বাসে আন্দোলিয়া নয়নের চির
বধূসরা বহিবে অনন্ত, দিনরাত্রি
আলো আঁধারের তলে নীরব মন্থর ।

কর্ণ । সেই পদ্মাবতী তুমি মোর, একদিন
মরণের ভগ্ন তটে কণ্ঠে দিয়েছিলে
অবাধে কুসুম মালা ; আজো, তার সব
ফুল যায়নি ঝরিয়া, সব গন্ধ
যায়নি মিলায়ে, সকল মাধুরী তার
নব নব আবেগে, আবেশে হৃদয়ের
কাল প্রবাহের আঘাত বঞ্চিতে এক
নিভৃত মরম কোণে রহিয়াছে চির

সমুজ্জ্বল। সে আমার চির দিবসের
অন্তর্যামী দেবতার পূজার বেদিকা ;
হৃদয়ের তন্ত্রী দিয়ে, সেই অতীতের
বিশ্বভ্রান্ত তব উপহার গাঁথিয়াছি;
দিয়াছি জড়ায়ে সেই পুণ্য বেদিকায় ;
অগণিত শক্র আজ করিতেছে ঘৃণা।

পদ্মাবতী। কহিয়োনা, কহিয়োনা নিদারুণ তব
আত্ম বিড়ম্বনা ; অদ্বিতীয় বীর জানি,
তোমারে আজেয় রণে, নহিলে নিয়তি
মোর বরমাল্যে কেন পূজিবে তোমারে ?
তব যশ গৌরবের অংশ অপহারী
এখনো জীবিত তব আজন্মের অরি।

কর্ণ। আমি যেন জয়রথচক্রচ্যুত ধূলি
তলে বিদলিত এক পুষ্প আভরণ,
কেহ তার কুড়ায়েছে বিদলিত দল,
কেহ বৃন্ত, কেহ শুধু আড়ম্বর তার ;
হৃদয় মালিকা রহে হৃদয়ে হৃদয়ে।
আজি চলিলাম পদ্মাবতী, রণশেষে
ফিরিব আবার ; যে অবধি দেবব্রত
নাহি পড়ে রণে, অস্ত্র ধরিবনা আমি
ঘোষিয়াছি পণ দুর্যোধন পাশে।
উত্তর গোগৃহ রণে মায়াবী অর্জুন
মায়া রণে সম্মোহিয়া দিয়াছে লাঞ্ছনা ;
তারো আগে স্বয়ম্বরে কুক্কুরের মত
প্রহারে ফিরাল মোরে কীর্তিপথ হোতে ;
কৌরবের পক্ষতলে দেবনরত্রাস
দ্রোণ, দেবব্রত বারে বারে অপমানে
অকারণে দিয়াছে যাতনা ; তার মাঝে
একমাত্র তুমি, আঁধার আকাশে তুমি
আকাঙ্ক্ষার ধ্রুবতারা দিতেছো নির্দেশ।

(প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

পাণ্ডব শিবির।

(কুন্তী।)

কুন্তী। আঁধারে সুদূর শ্রান্ত নিভেছে উদ্দেশ,
বেদনা কিসের লাগি নির্মম এমন ;
সে অবোধ দেখে নাই চাহি, ব্যবধান
খোঁজেনি কাহারো অশ্রু, যে কথা কহিতে
পারেনি জীবন দিয়ে, ক্ষোভ তার রূঢ়,
অসহায়। বৃথা কেন একা একা কাঁদি ;
দুঃসাহসী পৌরুষের পরশ ঝঙ্কার
তবে, জ্বলুক দীপক রাগে ; দুর্নিবার
অকূলে এবার এ মৌন ভাসাক তরী।

(দ্রৌপদীর প্রবেশ।)

দ্রৌপদী। আশীর্বাদ যাচি, দেবি, বীরপুত্র তব
সাধিবে প্রতিজ্ঞা তার।

(কৃষ্ণসহ অর্জুনের প্রবেশ।)

অর্জুন। কর্ণ সনে রণ,
জননী, বিদায় দাও, যুদ্ধে যাই।

কুন্তী। আশীর্বাদ
উজাড়ি দিতেছে তোর অনাথা জননী।
গতি তার কৃষ্ণ অন্তর্যামী।

পঞ্চম দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গন।

রাত্রি।

(কর্ণ, শকুনি।)

কর্ণ। ঘনঘটা রাত্রি এ কি ঘোর অন্ধকার, কে ?
কে যায়, দাঁড়াও ; এক পা বাড়ালে মৃত্যু।

শকুনি। কর্ণ ?
লহ আশীর্বাদ, নামাও উদ্যত অস্ত্র।

কর্ণ। মাতুল, প্রণাম, একি রণরঙ্গ
আজ, হেরি প্রকৃতির,—অন্তরীক্ষ হোতে
ভর্ৎসনা ভীষণ কণ্ঠে, বিক্ষুব্ধ অশনি
বিদ্রোহী সমুদ্র পৃষ্ঠে স্পাডিছে বিদ্যুৎ,
মৃত্তিকার সপ্তপ্রস্থ পাষাণ কঞ্চুক,
গূঢ় গ্রন্থি বাহু বক্ষত্রাণ খণ্ডে খণ্ডে
টুটিয়াছে সনির্ঘাত উল্কার প্রহারে,
শত্রুর উৎকোচ লুব্ধ প্রহরীর মত
অধিস্থল শূন্য রাখি, লুকায় আঁধারে
প্রত্যহ ধরণী পৃষ্ঠ পর্বত কানন,
অরক্ষিতা, অরাজিতা, ভীতা ধরিত্রীর
আধিপত্য মুহুর্মুহু কাঁপিছে ঝঞ্ঝায়।

শকুনি। ভীষণ দুর্যোগ, মায়াবী দানব তায়
বাড়িছে পাণ্ডব-পক্ষ।

কর্ণ। সুযোগে প্রবল,
অন্ধকার সুযোগ তাহার।

শকুনি। অবশ্যই,
যতক্ষণ গোপ্যজন না পায় উদ্দেশ,
যাই, দেখি কোথা দুর্য্যোধন।

কর্ণ। আমিও যাই,
শুনিনু দক্ষিণ ব্যূহ টলিছে অধীর।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গণ।

(দুর্যোধন, কৃপাচার্য।)

দুর্যোধন। ভেরব দুন্দুভির সমরোন্মাদনা রুধি
আপ্রভাত গৃধ্র, কংক কূজিছে কর্কশ।

(সৈন্যসহ কৃতবর্মার প্রবেশ।)

কৃতবর্মা। ঊর্ধ্ব হোতে রক্ত মাংস ঝরে, চল, আগে
বাড়ো। (প্রস্থান।)

কৃপাচার্য। নিশীথে এবার ?

(জনৈক দূতের প্রবেশ।)

দুর্যোধন। কি সংবাদ ?

দূত। অবধ্য যুযুৎসু নিশাচর,
কূট প্রহরণে ছিন্ন ভিন্ন ব্যূহ।

কৃপাচার্য। মানবের
দানব অংশের সাথে যুঝিছে দানব
বংশ।

(মশাল হস্তে জনৈক দাস, পশ্চাতে অশ্বত্থামার প্রবেশ।)

অশ্বত্থামা। কেমনে রুধিব মৃত্যু যাতনায়
আশঙ্কার আপ্ত অতিক্রম ?

দুর্যোধন। কোথা কর্ণ ?

অশ্বত্থামা। কর্ণের গোচরে গিয়াছে দ্রুতগ দূত।

(জনৈক রথীর বেগে প্রবেশ এবং পর পর
আরও পাঁচজন রথীর প্রবেশ।)

প্রথম রথী। ছিন্ন ভিন্ন চমু।

দ্বিতীয় রথী। রোমে রোমে শত্রু শর।

তৃতীয় রথী। ত্রাসে ছোটে প্রমাণিত যোধ।

চতুর্থ রথী। অন্ধকারে
আতঙ্কে, প্রমাদে নিজ অস্ত্রে মরি।

পঞ্চম রথী। ভেঙেছে দক্ষিণ ব্যূহ।

ষষ্ঠ রথী। আর কোন আশা নাই।

সপ্তম রথী। ছিন্ন মধ্য ব্যূহ।

(দুর্যোধন প্রভৃতির কর্ণের নিকটে গমনোদ্যোগ।)

সপ্তম দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গণ। অদূরে কর্ণ।

(দুর্যোধন, দুঃশাসন, অশ্বত্থামা, কৃপ ইত্যাদির প্রবেশ।)

দুঃশাসন। বার বার খেদায়েছে আচার্য কুমার।

দুর্যোধন। কি প্রভাবে তবু এখনো প্রবল ?

অশ্বত্থামা। কর্ণ, দ্রুত হান বাণ, নতুবা মাযাবী
সমুলে নাশিবে চমু।
কর্ণ। অসম্ভব, তুচ্ছ
এক মৃত্যুর অধৈর্যে কি আকাংখা ক্ষুণ্ণ
হবে মোর ?
অশ্বত্থামা। বাঁচ তো আগে, তাবপর।
দুর্যোধন। আজই সব শেষ হোযে যাবে।
কর্ণ। উদ্যমের উদ্দীপ্ত উদযে
মিলাইবে দূবের হতাশা দূবে।
অশ্বত্থামা। ব্যস্,
তবে অস্ত্রশস্ত্র বেখে, নৃত্যগীত ধবি।
কর্ণ। অনর্থ ধৃষ্টতা ;
বণে ভঙ্গ দেয, বাহিছে কথাব ব্যূহ।
অশ্বত্থামা। শোন মূর্খ, আমাদেরি অকুণ্ঠ চেষ্টায়,
আকাংখায প্রতিহিংসা সাগ্রহে জুড়াস।
(দুর্যোধনেব প্রতি)
কার তবে প্রাণপণ যঝি পিতা পুত্র,
আচার্য, পিতৃব্য, গুরু।
কর্ণ। কর্ণ মুখে শোন্
বাজ আজ্ঞা, বাজাব ভাষণ , বাজতুষ্টি
দলিযা চলিছে কর্ণ,
সেও বাজ আকাংখায়।
দুর্যোধন। অবাধে দলিতে পারে।
কৃপাচার্য। কোথা রবে এত
অহংকার তোব ?
কর্ণ। আপন গৌরবে উচ্চ
কর্ণের গৌরব , সেথা হোতে নেমে নেমে
সৌজন্যে কুড়াযে প্রীতি ; কিন্তু মহাবাহু
উচ্চ কেন উচ্চে চায় নীচেবে ডাকিতে ।
দুর্যোধন। অসম্ভব স্পর্ধা !
কৃপাচার্য। কাঁদিযা বেড়াত পথে,
দুর্যোধন বক্ষে যদি নাহি দিত স্থান।

দুর্য্যোধন। অতিকায় মর্যাদার ভেক, ফেটে যাক
স্ফিত অহংকার।
কর্ণ। কনক পালঙ্কে জন্ম,
তাই দরিদ্রেরে এতখানি হেলা ; তবু
দারিদ্রের দেবতা দিয়াছে কণ্ঠে
আত্মমহিমার উজ্জল শানিত ভাষা।
দুর্যোধন। শুনিয়াছি দরিদ্রেরা নির্মল নিষ্পাপ,
দরিদ্র কর্ণের কণ্ঠে, কেন ঈর্ষা তবে,
শুধু মিথ্যা, শুধু দম্ভ, শুধু কৃতঘ্নতা।
অশ্বত্থামা। হে বীর নিষ্পাপ, মনে নাই ভার্গবেবে
বলেছিলে কোন কুলশীল তব।
কৃপাচার্য। ব্রাহ্মণের
অভিশাপে, সেই হোতে শুধু মিথ্যা আর—
দুর্যোধন। দর্প।
কর্ণ। সেই দর্প কৌরবের রাজশ্রদ্ধা
লভি, আজ, ভারতের অবশ্য শ্রদ্ধেয়।
অশ্বত্থামা। বিশ্বাসঘাতক,
কার মন্ত্রণায় জতুগৃহে পাঠায়েছে—
দুর্যোধন। সে উল্লাস কি কুশ্রী, কি ক্রুর।
কর্ণ। আহত মৃগেন্দ্রে আর বিঁধিযোনা ছলে।
দুর্যোধন। শৃগাল, শৃগাল, ধূর্ত খুঁড়িছে নিপুণ
নখে সিংহের সংশয়।
কৃপাচার্য। মূর্খ নারী
যারে ফিরাল ঘৃণায়।
অশ্বত্থামা। উত্তর গোগৃহ
হোতে, নতপুচ্ছ পালাসনি অর্জুনের
শরে ; ছিন্ন শিরে খেলেনি কন্দুক কৃপা
ভরে শুধু।
কর্ণ। বহুক্ষণ আস্ফালন সহি ;
কর্ণ সেনাপতি, এখানে তোমার উর্ধে,
তুই তার আজ্ঞাবহ, অধীন সেবক।
অশ্বত্থামা। ক্ষান্ত হ, ক্ষান্ত হ রে ঘৃণ্য বাচাল।

কর্ণ। ক্রুব রসনায় আর বিঁধিয়োনা মোরে ;
সকল নিষেধ ভুলি, কখন উলংগ
খড়্গ হেরিবেনা পলকে অমনি
বধিল কাহারে।

অশ্বত্থামা। বিপ্রের নিষ্পাপ খড়্গ
ঘুচাক মিথ্যার দম্ভ।

(উভয়েব অসি নিষ্কাসণ ; শকুনির প্রবেশ।)

শকুনি। ধিক্ দুর্য্যোধন,
ধিক্ কৃপ, অশ্বত্থামা, ধিক্ কর্ণ, একে
একে ভাঙ্গিয়া পড়িছে বূাহ. আর এই
নৃশংস কলহ ; পরম দুর্ভাগ্য তব ;
কর্ণ সেনাপতি।

কর্ণ। যথার্থ, যথার্থ সত্য ;
বিবেকের পবিত্র নিষেধ ভুলি, বক্ষে
যারে বাঁধি, সেই বন্ধু উন্মুক্ত গোচরে
দিতেছে উচিত শাস্তি।

(কৃতবর্মাব প্রবেশ।)

কৃতবর্মা। বজ্রসন্নাহে দুর্ভেদ্য,
শোণিতার্দ্র রথ ধেয়ে আসে অন্তকের
রোষে সর্ব সৈন্য বেড়ি।

অশ্বত্থামা। ছিন্ন ভিন্ন দেহ, সমক্ষে নিহত পুত্র,
মরিবার তবে জুঝিছে অপ্রতিহত ;
চল দেখি, কত মায়া ধরে ধূর্ত, কত
বল রক্ষকেরা তার।

(অশ্বত্থামা ইত্যাদির বেগে প্রস্থান।)

কর্ণ। পবম দুর্ভাগ্য,
(দুর্যোধনের প্রতি)
তার অনুরোধে দুঃসহ পাপের বোঝা
শিরে তুলি, ছিন্ন তার করিয়াছি শির ;
সমক্ষে ভৎর্সিত আজ সামান্য দাসের
মত। ভেবেছিনু দুর্যোধন কোনদিন
করিবেনা ঘৃণা, আজি তার মৃত্যুবাণ

তুলিয়াছ যদি বন্ধু, রুধিয়োনা তারে ;
বন্ধু করে, বন্ধুসনে মরণ উৎসব।
কর্ণ জানে, আর জানে কর্ণের বিধাতা
সহজাত বর্মতলে, লক্ষ কুবেরের
অমূল্য ভাণ্ডার তুচ্ছ ; রত্নাকর দীন ;
রত্নপ্রসূ ধরণীর অন্তর্বিত্ত লঘু,
মত্ত আকাংার অতুল জীবনাবেগ
এক বান্ধবের তরে, বহিছে অটল।

দুর্যোধন। আমি জানি, আর জানে বিধাতা আমার,
জীবন মরণ রণে, কে মোর সহায়।
শুধায় জগৎ, উচ্চ কণ্ঠে কহি নিত্য
কর্ণ সেই জন। জানি, পুত্রাধিক স্নেহে
কুরুশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবের মৃত্যুবাণ রাখি,
কহিয়াছে আপনার মৃত্যুর রহস্য ;
পাণ্ডবের শিরে আশীর্বাদ বরষিয়া,
শ্রান্ত আচার্যের থেমেছে শিথিল বাহু ;
শুধু, এক কর্ণ, জানি সহায় আমার।
জীবন মরণ যুদ্ধে, আজন্ম কাণ্ডারী,
বিবেকের ধ্রুবতারা হারায়ে দুর্যোগে,
ক্ষমিয়ো আজিকে বন্ধু বিক্ষিপ্ত ভাষণ।
একমাত্র জানি, চির তোমারে সহায়।

কর্ণ। দুর্নিবার সত্য, ধ্রুবসত্য জানিয়াছ,
দৃঢ় সংকল্পের অমোঘ শপথ সম ;
আজি তার পরে যাপিছ নবীন আশা,
উৎসাহের অবকাশ নাহি পাবে, জানি
নিতান্ত কালের বাধ্য, আজিকে আকাল ;
হে বহু অভিজ্ঞ বোধ, নিজ নিজ স্থানে
অটল বুঝিতে থাক, দক্ষ মানবের
কৌশলে নিপাত হবে মায়াবী দানব।

(কর্ণ, দুর্যোধন, শকুনি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

দুর্যোধন। কর্ণের একাঘ্নি বাণে মরিবে রাক্ষস।

কর্ণ। মৃত্যুবাণ রাখিয়াছি অর্জুনের তরে ;

ফাল্গুনীর অনিবার্য মৃত্যুবাণ এযে,
মানুষের আকাংখার এ দৈব সহায়,
বিনিময চাহে নাই কিছু, অকুণ্ঠিত
জীবন সর্বস্ব দিযাছে অকুতোভযে,
লভিযাছে অযাচিত অমূল্য দুর্লভ।
ছাড বন্ধু অনুবোধ, বাতের দুর্যোগে
বলীযান মাযাবী বাক্ষস, কোথা বৰে
মাযা তার উজ্জল প্রভাতে, তীক্ষ্ণ খড্গে
পদতলে, দিব কাটি শত্রুর মস্তক।

(নেপথ্যে অভিনয , পলাতক সৈন্যদেব সভয কলরব, প্রথম সেনানীদেৰ প্রতিরোধেব চেষ্টা , শেষে একযোগে সবেগে পলাযন।)

দুর্যোধন। আর পবিত্রাণ নাই , মুহুর্তে, মুহুর্তে
ক্রুব মৃত্যুব বেষ্টন , সমাগত
জযের বিপক্ষে উল্লাসধ্বনি।

কর্ণ। মাযা যুদ্ধে যদি পুনঃ অভিভূত হই,
রাক্ষসেব বিপক্ষে বাক্ষস দিযে—
অগোণে বাসব দত্ত হানিব অমোঘ
শক্তি , অর্জুন নিহত হবে , পাণ্ডবেবা
পুনর্বাব বনবাসে যাবে , তুমি বৰে
একচ্ছত্র অধিপতি।

অষ্টম দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র প্রাংগন।

(শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন এবং পাণ্ডব সৈন্যগণ।)

শ্রীকৃষ্ণ। আজিকে আপনি ধম তোমাদের নেতা,
বিদ্যুৎ তাহার পাশে শত্রুর কৌশল।

অর্জুন। কুরুক্ষেত্রে কেন পাইনা কর্ণের দেখা।

শ্রীকৃষ্ণ। আজিকার মত, সখা, সে আশা ভুলিয়া
যেয়ো , তুণে তার এখনো একাগ্নি বাণ।

অর্জুন। মৃত্যু কাম্য মোর,
শত বাহু মেলি দূরে ডাকিছে মরণ।
(সৈন্যদের প্রতি)
চল, চল বীর, ডাকিছে বীরের প্রিয়া।
বিশ্বচরাচর দেখ, রহিয়াছে স্তব্ধ
প্রতীক্ষায়, পাপভারে অবনত, নিত্য
বীর পুত্র পানে চাহি কাঁদে বসুমাতা।
হে ধর্ম পথিক, মুক্তির অগ্রণী, তুমি,
হে মুক্ত বন্ধনবীর, প্রয়াস তোমার
পুণ্যের নির্ভীক রূঢ়, দুঃসহ উদ্যম,
জাগায় মানব চিত্তে মর্ত গৌরবের
উদ্দীপিত মহিমার অমর আভাস,
চির অগ্র অগ্রসর প্রদীপ্ত পৌরুষ। (প্রস্থান।)

নবম দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গন।

(ভীত কোলাহলে কৌরব সৈন্যদের পলায়ন ; পশ্চাদ্ধাবমান সাত্যকী ইত্যাদির প্রবেশ।)

সাত্যকী। অপরিরক্ষিত পলায় কৌরব সেনা।
আজ কার্য্যসিদ্ধি হবে ; চতুর্দিকে
আমাদের বজ্র আবেষ্টন ; সন্মুখেতে
বিভীষার প্রলয় তাড়ন ;
অলৌকিক এ সুযোগ আসিবে না আর।
ক্রুদ্ধ হৃদয়ের মত হান খরশর।
(জয়ধ্বনিসহ পাণ্ডবদের প্রস্থান।)

দশম দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গন।

(কর্ণের প্রবেশ।)

কর্ণ। মৃত্যু বন্ধে পরিবৃত চমূ, পর্যুদস্ত
যোদ্ধৃবর্গ।

(দুঃশাসনের প্রবেশ।)

দুঃশাসন। অস্ত্র বিশারদ দ্রোণী ব্যাহত স্বয়ং।

(কৃপাচার্যের প্রবেশ।)

কৃপাচার্য। খর্ব পরাক্রম আহত রাধেয় নিজে।

(দুর্যোধন ও শকুনির প্রবেশ।)

দুর্যোধন। আর না, আর না কর্ণ, করযোড়ে যাচি ;
সংগ্রাম বিমুখ ফিরিছে সেনানী,
একে একে ভেঙ্গে পড়ে ব্যূহ, এর পরে
একাকী একাগ্নী বাণে অসাধ্য বিজয়।

অশ্বত্থামা। অবিলম্বে হানো শক্তি তব।

সকলে। হানো, হানো শক্তি তব।

কর্ণ। দেখে যাক বিশ্বলোক কত অনিচ্ছায়,
কাহার অমোঘ মৃত্যু হানিব কাহারে।

(নেপথ্যে অভিনয় : পলাতক সেনাদের সভয় কলরব, তাহাদিগকে প্রতিরোধের চেষ্টা ; শেষে একযোগে সবেগে সকলের পলায়ন।)

দুর্যোধন। মুহূর্তে মুহূর্তে রুদ্র মৃত্যুর তাণ্ডব,
নাহি জানি আজ, কি আছে বিধির মনে।

কর্ণ। আমি জানি, আমি, কি আছে বিধির মনে।
প্রত্যাখ্যান শিখে নাই কর্ণ, অনভ্যস্ত
প্রত্যাখ্যান ক্ষণকাল ভাবনায় জপি
কোন অন্ধ অদৃষ্টের বিচারক পাশে,
নত শীরে সহিতেছে অকূল বিচার ;
জানি, জানি তাহার বিচারে, তার বরে
ভাগ্যবান তৃতীয় পাণ্ডব, জানি স্থির,
রহিবে অক্ষত দেহে। তবে কেন, বৃথা,
বিফল প্রতীক্ষা ; কেন অগনিত জন
সামান্য বেতন স্বার্থে সাধিছে শত্রুতা,
অকালে জীবন ত্যজি, পাপের বোঝায়
ভারায়ে অজস্র শোক করে গুরুভার ;
মূঢ়ের মতন কেন দাঁড়ায়ে নির্বাক,

আপনারে তিরস্কারে হতেছি দুর্বল।
মায়াবী রাক্ষস, এবার সকল মায়া
টুটিবে নবীন মৃত্যুর জীবন ছায়া।

(কর্ণ ও শকুনি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

শকুনি। আমায়ো কেমন যেন লাগিছেনা ভালো,
মনে হয়, কার এক গোপন চক্রান্তে,
ঘুরিয়া ফিরিয়া মরি বিহ্বলের মত।

কর্ণ। তবে কেন, কহিলেনা আজিকে মাতুল,
এক রাত্রি তরে ধরিতে বীরের ধৈর্য ;
লভিবারে কাল প্রাতে বীরের দুর্লভ,
বিধাতার হস্ত হতে কাড়া, মানবের
পৌরুষের শ্রেষ্ঠ কাম্য ফল। না না, থাক্,
থাম, থাম ক্ষণকাল রে ভাগ্যবিধাতা,
কিছুমাত্র দেখিতে পাওনি কোনদিন,
চিরশত্রু ফাল্গুনীরে আশৈশব বেড়ি
আপনারে রাখিয়াছে দুর্লংঘ দুর্গম—

শকুনি। ক্ষুদ্র এক বালিকার মত কাঁদিছে হৃদয়।

কর্ণ। (আবিষ্ট)
পরাজিত, শ্রান্ত হে ভাগ্যবিধাতা, মোর,
দ্বৈরথের অহমিকা ছাড়ি, মোর দ্বারে
দাঁড়াইছ ভিক্ষুকের বেশে ; প্রকৃতিরে
সাজায়েছ স্বার্থে ভুলি অন্ধ দুহিতায়,
শিখায়ে ভিক্ষার ছল চতুর মিনতি :
দাতাকর্ণ নিরুদ্বেগে দিয়াছে সর্বস্ব ;
তারপরে, আপনারে বহুঋদ্ধ দানে,
প্রলুব্ধ দাতার মাগিয়া ভিক্ষুক ছল,
ভিক্ষুক কর্ণের বক্ষে যাচিলে নিকষি,
দাতাকর্ণ সত্য কতটুকু ; যাও, যাও,
আপন বিবরে মুহূর্তে পালায়ে বাঁচ ;
গ্রহণ ভাবনা শূন্য অপ্রবাসী রবে
কর্ণের অঋণী দান অগম্য বীরতা।

(কর্ণের প্রস্থান।)

শকুনি। যাও বীর, হে নিষ্পাপ ধূমকেতু যাও,
আকাশের কক্ষচ্যুত শিশু, আর তব
পশ্চাতে চলিবে এক তৃপ্ত প্রতিহিংসা
কোন জিঘাংসার ক্ষোভে, কুরুক্ষেত্র পারে।

(প্রস্থান।)

একাদশ দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গন।

(অশ্বত্থামার সহিত প্রবিষ্ট দুর্যোধন।)

দুর্যোধন। কর্ণ আর কর্ণ নয়, তার কর্ণে কোন
মোহমন্ত্র পড়িয়াছে অজানা সৌভিক।

অশ্বত্থামা। অভিমন্যু বধে সপ্তরথী যেই দিন
কৌশলে সফল, সেইদিন হোতে হেরি
সারাক্ষণ চিন্তামগ্ন দুর্দ্ধর্ষ রাধেয়।

(শকুনির প্রবেশ।)

শকুনি। ভেঙ্গেছে দক্ষিণ ব্যূহ, চল সেথা সব।

দুর্যোধন। এস সাথে, পলায়ন শেখ নাই যারা ;
মৃত্যু দিয়ে অভিযান রুখিব মৃত্যুর।

(প্রস্থান।)

দ্বাদশ দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গন।

(পাণ্ডবপক্ষীয় কয়েকজন সৈন্য।)

জনৈক রথী। শমন সদৃশ ফিরিছে কৌরব সেনা।

(নেপথ্যে বিকট চীৎকার।)

অন্য রথী। কাহার চীৎকারে বিদীর্ণ হোতেছে শূন্য

(নেপথ্যে)

এইবার মরিয়াছে মায়াবী দানব।

(জনৈক কৌরব সেনার প্রবেশ।)

জনৈক রথী। নিরাপদ নহে স্থান সবেগে পালাও,
পশ্চাতে বিজয় হর্ষে কৌরবের চমূ।

(পাণ্ডবদেব প্রস্থান, পশ্চাদ্ধাবনরত কৌববগণ, সর্বশেষে অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, শকুনি ইত্যাদি।)

অশ্বত্থামা। উচ্চ শৌর্য দেখাযেছে আজিকে রাধেয।

কৃপাচার্য। প্রত্যক্ষ দেখেছি তাহার অপূর্ব শিক্ষা।

শকুনি। মরেছে অনেকক্ষণ মাযাবী দানব,
কিন্তু কোথা কর্ণ, কোথা সে দানবজযী।

জনৈক কৌববসৈন্য। শ্রান্তসেনা পাবিবেনা ফিবিতে শিবিরে,
এখানে ঘুমাবে সবে।

অশ্বত্থামা ঘুমাও যেখানে ইচ্ছা,
সারাবাত্রি কুরুচিহ্ন উডাযে উজ্জ্বল।

(অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, শকুনির প্রস্থান।)

কৌববপক্ষীয় জনৈক নায়ক। নে নে, সব মশালগুলো জ্বেলে ফেল দিকি।

জনৈক সৈন্য। সবাই জ্বাল, জ্বেলেই ফেলে দে, ফেলে দিযে দেখ।

নায়ক। আমাব সঙ্গে মস্কবা হচ্ছে, জানো, কেউটে সাপেব ল্যাজ দিযে গাল চুলকোচ্ছে', এই সব জ্বাল, মশাল জ্বাল।

অপর সৈন্য। মশাই. আসল মশাল তাহলে জ্বালবোনা তো ?

নায়ক। আচ্ছা জ্বালা, তো।

অপব সৈন্য। মশাই গো, দেখুন কি পেবকাণ্ড জালা।

নায়ক। চালাকি, দাঁডা দেখাচ্ছি।

(মারিতে উদ্যত, কিন্তু তেলেব জালা, মশালেব উপকবণসহ বাহকদেব প্রবেশ। সমস্ত সৈন্যেরা মশাল তৈবির কাজে লাগিযা গেল।)

নায়ক। বাজ্যেব ঘুম চোখে এসে ধবেছে। নাঃ শুযে পডি, আব পাবছিনা। তাইতো ন্যাডাং মা, তোব অদৃষ্টে কি আছে, কে জানে।

(শয়ন, সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রিত।)

প্রথম সৈন্য। দেখ, আমি কিন্তু ঘুমুবুনি, আমি সাবাবাত গাইব। (গান)

দ্বিতীয় সৈন্য। এই দেখ, ঢুলে পডলি বলে।

(ঘুম ঘোরে প্রথম সৈন্যের পতন ; তৃতীয ও চতুর্থ সৈন্যের মদ্যপান।)

দ্বিতীয় সৈন্য। আমার ঝোলা থেকে বোতলটা গেল তোমার ঝোলায়, আর তোমার ঝোলা থেকে গেল ওর নোলায়।

তৃতীয় ও চতুর্থ সৈন্য। না, না, আমরা কিছু জানিনা।

দ্বিতীয় সৈন্য। বাঃ—চোরে কামারে মুখ দেখা দেখি নেই, সিঁদকাটি তৈরি হয়ে গেল। আর দাঁড়াতে পারছিনা।

(শয়ন, ঘুম ঘুম চীৎকারের সহিত অন্য দুইজন সৈন্যের পতন, নিদ্রা ; আরো কয়েকজন সৈন্যের প্রবেশ।)

জনৈক সৈন্য। শোবো কোথায় ? এখানে এই এক মড়ার দাঁত খিঁচুনি ওখানে ওই আর এক মড়ার লাথি।

দ্বিতীয় সৈন্য। খিমচুনি, শুড়শুড়ি।

তৃতীয় সৈন্য। কোনোটি আবার জুলুব জুলুব তাকিয়ে আছে।

চতুর্থ সৈন্য। নাঃ আর পারছিনা এইখানেই শুয়ে পড়ো সবাই।)

(সকলের শয়ন ও নিদ্রা।)

(নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কর্ণের প্রবেশ।)

কর্ণ।
মশালের দাবানল লেহনে আকাশে,
সদ্য সচকিত রজনীর চোখে আজি
পড়িয়াছে ধরা, কেবা শত্রু, কেবা মিত্র
নির্ণয়ের ছল। মাতঙ্গে অঙ্কুশ ভ্রষ্ট
মূর্ছিত মাহুত, কুঃস্থ অশ্বে গতবল্গা
হতজ্ঞান সাদী, রথে লুপ্ত সংজ্ঞা রথী,
কুরুক্ষেত্রে সুষুপ্তির স্বল্প অবকাশে,
কাল রাত্রি হেলায় বঞ্চিয়া, অগণিত
জয়েচ্ছুর বিস্মৃতি কী সার্থক উজ্জ্বল।
আমি, আমি একা, ঘৃণা, গ্লানি, নিরাশার
ঈর্ষার, মিথ্যার গুরুভার ক্ষত স্কন্ধে
চালিতেছি টানি, অনড় বিকল, একি,
দীপমালা কাঁপে কেন ?
স্পষ্ট সূচনা কাহার—
অগ্রসর হোয়োনা। অধিক আর।
(ছায়ামূর্তির আবির্ভাব)
কে ? কে ?

(ছায়ামূর্তি নীরব।)
কি যেন কহিবে, পারে না কহিতে।
(ছায়ামূর্তির সংকেত, নিস্ক্রমণ।)

কর্ণ। না, না, যাব, যাব শুনিব, কি আছে তার।
(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।)

ত্রয়োদশ দৃশ্য।

রণাঙ্গনের অপরাংশ।

(কর্ণ ও ছায়া।)

কর্ণ। বল, কে তুমি?

ছায়া। চেয়ে দেখ কেহ নাই?

কর্ণ। না, না, কেহ নাই।

ছায়া। দেখ বারবাব।

কর্ণ। না, কেহ নাই, শুধু আমি।

ছায়া। কেহ নাই, না, না,
মায়াবিনী, আজ ধরা দিতে হবে, দেখ—

কর্ণ। কে, কে তুমি?

ছায়া। আমি বিদ্রূপ, আমি পরিহাস,
আমি কিছু নই
আমি বিকার,
আমি কিছু নই,
ছায়ায আমাব অভিশাপ অনাহত
অনির্বাণ জ্বালা।

কর্ণ। কি অপূব শুনি।

ছায়া। দ্বাবে দ্বারে ফিবি, বলি সাবধান।
(নেপথ্যে অট্টহাস্য; ছায়ার নিষ্ক্রমণ উদ্যোগ।)

কর্ণ। বলে যাও, বলে যাও,
কেন এ প্রলাপ? না, বল, তুমি কে?

ছায়া। আমি ছায়া।

কর্ণ। কেন এই কায়ার রহস্য তবে।

(ছাযানারীর প্রবেশ।)

ছায়ানারী। কে বলিবে ?

ছাযা। আঃ আঃ আঃ পারি না আব ?

(ছায়াব প্রস্থান।)

কর্ণ। (ছাযানারীব প্রতি।)
এ কি প্রহেলিকা, কে, কে তুমি ?

ছাযানাবী। কে মিটাবে, কে মিটাবে, কে মিটাবে জ্বালা।

(ছাযানাবীর প্রস্থান।)

(ছাযাব পুনবাবির্ভাব।)

কর্ণ। দাঁড়াও, দাডাও,

ছাযা। থাক, আসিব আবাব।

কর্ণ। দাঁডাও ক্ষণেক।

(ছাযামূর্তি নিষ্ক্রান্ত, অদূবে অস্পষ্ট দেখা যায় কযেকজন লোক সৈন্যদেব গাত্র হইতে বস্ত্র, অলংকার ইত্যাদি খুলিযা লইতেছে।)

ক্ষুব্ধ সন্তর্পণে কাব।
বহুবল ভাবতেব সম্ভ্রান্ত চৌর্যের
এই সুপ্ত অবকাশে, গ্রাসে গ্রাসে, মুখে
তোলে নৈবাশ্যেব বিযাক্ত আহার, আজ
কুডাস্ নে আব, বে চিব বুভুক্ষু, থাম
এ সংঘাত ভুবার বিধানে, তোমাদেব
অসংখ্য সুযোগ কুডায অবোধ করে।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কর্ণের প্রাসাদ।

(অধিরথ।)

অধিরথ। এখনো দেখা নাই। কতক্ষণ আলো ফুটেছে ; কি জানি, কি হোয়েছে। মন বড় কু গাইছে। (নেপথ্যে "কর্ণ, কর্ণ" ডাক ; একটি বালকের মৃতদেহ স্কন্ধে জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ ; পশ্চাতে জনৈকা অন্ধ নারী)।

ব্রাহ্মণ। অধিরথ, দেখ, একমাত্র
ভরসা আমার, একটি সম্বল, পৌত্র
তোর পদ নখে উথাড়ি হেলায়, ফেলে
দিল খরস্রোতে, শিরে কঠিন পাথর
হেনে।

অধিরথ। বল, বল ঠাকুর কি হোয়েছে ? আমার নাতি কি কোরেছে বল ?

ব্রাহ্মণ। অপরাধী বলে যাক্ অপরাধ তার।
কোথা বসুসেন ?

(বসুসেনের প্রবেশ।)

অধিরথ। এখনো দাঁড়িযে আছিস্ ! পড়্, পড়্ ব্রাহ্মণের পায়ে পড়্।

ব্রাহ্মণ। ভগবান, আজি এক মুহূর্তের তরে
নয়নে ঝলকি দেয় একটি পলক।
দেখেনি পুত্রের মুখ, শেষ দেখা দেখে
নিক ঘাতকের পাশে।

অধিরথ। এমন নিষ্ঠুর কাজ তোব ; ব্রাহ্মণ ওর দোষ নাই। আমি হলফ্ কোরে বল্‌ছি ওর কোন দোষ নাই। একেবারে নির্ভুল, অস্ত্রটা হাত থেকে ছুটে গেছে, তাতেই হয়তো—

ব্রাহ্মণী। কই, কই, কোথায় আরুণি ? দাও, দাও
একবার, বুকে ধরি তারে, একবার ;
কে আর আনিবে জল, কাননের ফল ;
কে আর ব্যাকুল কণ্ঠে মা বলে ডাকিবে ;

দ্বারে দ্বারে দ্বিপ্রহরে খর রৌদ্রে ফিরি,
বাড়িত ভিক্ষার অন্ন জননীর পাতে ;
একবার ডাক মোরে মধুমাখা স্বরে ;
তোর সাথে স্বর্গসাথী জীবন আমার
থাম্, থাম্ ক্ষণকাল, মায়ের মিনতি
রাখ।

ব্রাহ্মণ। কেঁদে মর্, রোদন সম্বল নারী।
অধিরথ, শোন শোন অভিশাপ মোর।

অধিরথ। পায়ে পড়ছি ঠাকুর, আমরণ ঐ চরণে পড়ে থাকবো, অভিশাপ দিয়োনা দেবতা। অভিশাপের জ্বালায় আমার সোনার সংসার জ্বলে পুড়ে খাক্ হোয়ে গেল। বল প্রভু, বল কি হোয়েছে ?

বসুসেন। অপভাষী মোর খড়্গে দিয়াছে জীবন।

অধিরথ। কি, কি, ব্রঃ-ব্রঃ—ব্রহ্মহত্যা ; বুক শুকিয়ে কাঠ হোয়ে গেছে, গোটা পৃথিবীটা ক্ষ্যাপা ঘোড়ার টানে শূন্য পথে ছুটছে।

বসুসেন। এত দেশে ফিরিয়াছি, দেখি নাই তাত,
এই নিহতের মত দাম্ভিক বর্বর।
আর কারও নগ্ন পশুরোষ সহি নাই
এতখানি অম্লান ক্ষমায়, প্রত্যহের
অটুট বিনয়ে, প্রতিদিবসের প্রতি
মুহূর্তের কটু ভাষা, কদাচার গালি,
কদর্য, কলুষ, ঘৃণ্য, উচ্চারণে পাপ।
কহিত সবার পাশে আমারে দেখায়ে,
সূত পৌত্র বীর, গিয়াছি শ্রবণ রুধি ;
চীৎকারি কয়েছে কত শূদ্র অধার্মিক
সহেছি ব্রাহ্মণ বোধে, নির্বাক সংযমে ;
কহিল জারজপুত্র এ অভদ্র, তাত,
সর্বাংগের রক্তে গর্জিল সেদিন
আহত দুর্ধর্ষ ক্রোধ।

ব্রাহ্মণ। তোর সর্বাংগের
সহস্র ক্রোধের রক্তে, আজি হতে
ব্রাহ্মণের অভিশাপ জ্বলিবে নিয়ত।

(বৃষসেনের প্রবেশ।)

বৃষসেন। আজ সন্ধ্যাবেলা, যখন ফিরিতেছিনু
জুটায়ে নিন্দিত সঙ্গী জঘন্য নিন্দায়
ভাঙিতে পারেনি ধৈর্য, অবশেষে সবে
এককালে আক্রমিল কোন্ দুরাশায় ;
আপনার রক্ষায় উদগ্রীব অন্ধ অসি
আচকিতে অনিচ্ছায় বিঁধিল আমূল ;
প্রাণহীন কদাচারী পড়িল তখনি
গড়ায়ে চরণ তলে ; অনুশোচনায়,
সমবেদনায় বক্ষে হানি করাঘাত ;
অসহ্য অসহ্য তবু দুর্বাক্য তাহার ;
মোর স্বর্গ, মোর ধর্ম মর্তের দেবতা
পরম তপস্যা মোর, যার প্রীতি ডোরে
বাঁধিবে তেত্রিশ কোটি দেবতার প্রীতি ;
সেই জন্মদাতা সহিবে মুর্খের গালি ;
তুচ্ছ পাপ, তুচ্ছ অনন্ত নরক ভোগ।

ব্রাহ্মণ। অনাচারী কোনদিন ব্রাহ্মণ কুমার ?
সমগ্র হস্তিনা জানে সন্তান আমার
পশ্চাতে ফেরেনি ভয়ে, চলেছে আবক্ষ
সংকট আবর্ত ঠেলি সত্যের সন্ধানে ;
কখন দুর্যোগ মেঘে মাতিবে আকাশ
ছিল না সংশয়, ছিল না সন্দেহ, আর
যখন ফিরিছে সত্য ব্যাহত বিকল,
অধর্ম তোতেছে জয়ী, পড়িয়াছে শুধু
উঠিবার তরে—সম্মুখ পাষাণে যবে
গিয়াছে অবাধে আঁকিয়া গভীর রেখা,
অক্ষয় চরণ চিহ্ন আনিবার পথে।
ভিক্ষা মাগি অন্ন দিত দুখিনীর মুখে,
দুয়ারে আসিত তোর, শুনিল সহসা,
"পাপী, শেষে ভিক্ষা নিলি জারজের ঘরে ?"
"সে অন্নে সেবিস, দেব দ্বিজ গুরু ?"
তরাসে দুপায়ে পড়ি কাঁদিল উদ্ধার ,

"অনন্ত নবক, কোনো গতি নাই" কয়ে
গেল, দাঁড়ায়ে ক্ষণেক সে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
বল্ বল্ অধিরথ, যদি মিথ্যা এই,
যাগ যজ্ঞ, ক্রিয়া কর্ম উপবীতে বাঁধি
সপুত্র ফেলিয়া দিই হোম হুতাশনে।

অধিরথ। হে অন্তর্যামী, ব্রাহ্মণের মুখে আজ, একি কথা শুনছি। শেষ হোয়ে গেছে, আবাব সেটা জেগে উঠছে। আমার সঙ্গে একি ছলনা ঠাকুর? যাকে মানুষ কোরেছি, তার কোন দাম-ই নাই? বড় শক্ত কথা তুমি জিজ্ঞাসা কোরছ ব্রাহ্মণ; এর উত্তর, তোমায় দিতে পারব না, তোমায় আমি দোব না এর উত্তর; না, না, তুমি বর্ণের শ্রেষ্ঠ; আমায় ক্ষমা কোর ব্রাহ্মণ, ক্ষমাই তো তোমাদের ধর্ম; আমি গরীব, নিতান্ত কাঙাল, দেখ, শরীরে আর এতটুকু শক্তি নাই; আমায় অব্যাহতি দাও।

বৃষসেন। বহুবার অগ্রজেরে শুধায়েছি ব্যগ্র
জিজ্ঞাসায় থামিয়াছে নিষ্পাপ রসনা।

বসুসেন। আপন প্রতিষ্ঠা ভরে
অনাথ আকাংখা আজিকে নবীন বলে
যথন গড়িছে বিশ্বে আপন প্রাসাদ,
মিথ্যা, মিথ্যা কারো পাশে, ক্ষমা ভিক্ষা মোর।

ব্রাহ্মণ। শোন্ তবে অভিশাপ মোর, পাপ বংশ
নিশ্চিহ্ন নিবংশ হবে নাহি রবে লেশ।

(পদ্মার প্রবেশ।)

পদ্মা। নিশ্চিহ্ন নির্বংশ হোক, নাহি থাক লেশ,
মিশে যাক্ বালুকণা ধরণীর তটে,
কারে তব অভিশাপ, যাও যাও বিপ্র,
অভিশাপে গড়িয়াছি কণ্ঠ হাব মোর।

(কাতর শব্দপূবক কর্ণ রুধিয়া কর্ণ পুত্রদ্বয়ের প্রস্থান;
অন্যদিক হইতে কর্ণের প্রবেশ।)

ব্রাহ্মণ। নির্বংশ হ, নির্বংশ হ;

(ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণীর প্রস্থান।)

পদ্মা। আর কিছু বলিবার নাই, তুচ্ছ কাপুরুষ,
কামনার অন্ধকীট, অন্ধ লালসার
নরক তিমিরে গড়িয়াছ আপনার
নারকী বিধান।

কর্ণ। ক্ষান্ত হও উন্মাদিনী,
রমণীর রোষে বিশ্বের হিংস্র দল
লভিবে নির্মম ছলে নির্মম লালন।

পদ্মা। নারী ছিল একদিন কর্ণের বণিতা,
আছি তার নারীচিত্ত কুলীশ কঠোর।

কর্ণ। থাম্ থাম্ মূঢ়, প্রগলভা রমণী,
অভিশাপ বহি যে কর্ণ ফিরেছে গৃহে
আপনার বেদনার দৃঢ় কর্ণধার,
আজন্মের নৈরাশ্যের অটল কাণ্ডারী,
ঘাটে ঘাটে তুলিয়াছে অনন্ত কীর্তির
সমৃদ্ধ অতুল পণ্য,
যে কর্ণ বণিতা তুমি।

পদ্মা। একদিন শৈশবের অমিয় মালঞ্চে,
আপনার অশ্রুজলে সিঞ্চিত কুসুমে,
গাঁথিয়াছি মালা আপন হৃদয় দিয়ে,
অপহরি তারে নিপুণ কৌশলে আজি,
ছুঁড়িয়া ফেলিছ দূরে, যেখানে এখনো
কর্ণ জননীরা অন্ধকারে খুঁজিতেছে
দীপ্তচক্ষু মধ্যরাত্রে, কোন্ অবসরে
জগতের অভ্যর্থনা বঞ্চিত জীবন
হেলায় ফেলিয়া দিবে পথের ধুলায়।

কর্ণ। পুনর্বার অতীতের সেই আস্ফালন
উঠিছে ব্যাকুলি; কেন যে নারীর নাম
রেখেছে কামিনী, আজি তার অভিজ্ঞান
কামনার খরবিষে জ্বলিয়া জ্বলিয়া,
নরকের দ্বার দেখায় তাদের দেহে।
নারকী কাহিনী তবে আজন্ম সৈনিক
এক পথিকের উদ্‌ভ্রান্ত চরণাঘাতে

সমাপ্তির শেষ প্রান্তে ছুটিয়া চলুক,
এতদিন কুশল নিষ্ঠার ব্যভিচার
শুধু নিজ হীনতার নগ্ন পরিচয়।

পদ্মা। তার চেয়ে ক্ষুদ্র, তার চেয়ে প্রতারক,
তার চেয়ে ঘৃণ্য, জঘন্য শঠের নীচ
গৌরবের অভিনয় গিয়াছে ভাঙিয়া,
সত্যের গৌরবময় নিশ্চিত আঘাতে;
গোপন বর্বর শাণিত নখরে দন্তে
ফিরিছে গর্জিয়া, তাহাতে কাঁপিব ভয়ে ?
এতক্ষণে জানিনু সম্ভব, তোমা হোতে
বিবসনা পাঞ্চালীব নির্লজ্জ লাঞ্ছনা;
নারীর শ্রদ্ধায় লব্ধ নাবী অংকপুষ্ট,
নাবী লাঞ্ছনায়,
সুস্পষ্ট শুনিতে পায় মায়ের ক্রন্দন।
নিষ্কলুষ নিষ্কলংক পবিসঙ্গে যদি
পেয়ে থাক জীবনের প্রতিষ্ঠার স্বাদ,
কৃতঘ্ন রসনা তব
কহিয়া বেড়াক বিশ্বে, নারীর মহিমা।

কর্ণ। আজো কর্ণ ছুটিতেছে অনির্জিত বেগে,
প্রতিষ্ঠার নিরবধি নব নব দ্বারে;
শত শত দীনা ব্যভিচারী
নাগিনীর বিষদন্ত লুকায়ে গোপনে,
দাঁড়াইযা রয় রোদনের শেষ রাতে
আপনার বিষ দংশে, নিত্য আপনারে
দংশিতে নির্মম।

পদ্মা। হায়, হায়, হায় কি আর রহিল মোর;
পশ্চাতে আঁধার, সম্মুখে গভীর রাত্রি,
চারিপার্শ্বে দুর্যোগের ঘনঘটা ঘোর,
উর্ধ্বে কাল নিশীথিনী, কেহ কোথা নাই,
এক মুহূর্তের লাগি শুনিবারে মোর
নিষ্ফল ক্রন্দন। অসীম রোদনে যবে
চরাচর প্লাবিত বিহ্বল, সেইক্ষণে

কেহ তব রহিবে না, কাঁদিবে যখন,
শুনিতে বিহ্বল তব বিফল বিলাপ।

(পদ্মাবতীর প্রস্থান।)

কর্ণ। মোর অশ্রু শুনিতেছে প্রাণের ক্রন্দন,
বিষাদ সোহাগ রুদ্ধ তাহার বিলাপ ;
সত্য হোক্ পদ্মাবতী, অভিশাপ তব ;
নাই, নাই, কেহ নাই চারিপার্শ্বে মোর।

(অধিরথের প্রবেশ।)

একি, দীনবেশে কোথায় চলেছ পিতা।

অধিরথ। আমি আর থাকব না, আমার পাপেই ভরাডুবি হোয়ে গেছে। আমি পারছি না, তোকে ছেড়ে যেতে পারছি না।
(কর্ণকে বক্ষে ধারন।)
ছেলের চেয়ে মানুষ কাউকেও আপন কোরে নিতে পারে না। তুই যে আমার আপনার। তোকে ত আপন কোরে নিতে হয়নি। আজ তোকে কি কোরে কেটে ফেলি বল? না, না তবু আজ আমায় যেতে হবে।

কর্ণ। (আলিঙ্গনপূর্বক)
না, না, আমি তোমায় যেতে দেব না ; দেখি, তুমি কেমন কোরে যাও।

(পদ্মার প্রবেশ।)

পদ্মা। যেতে হবে চিরতরে, যেতে হবে পিতা,
একগৃহে রহিবে না আজি হোতে আর,
অপরিচিতের কূট শূদ্রপরিচয়।

অধিরথ। হাঁ, আমি তাই যাচ্ছি। যাবার সময় কেবল প্রাণ ঢেলে আশীর্বাদ কোরে যাই—তোমরা সুখী হও।
(গমনোদ্যোগ)

কর্ণ। (সম্মুখে আসিয়া নতজানু হইল।)
পিতা, পিতা, তুমি যদি যাও, তোমাকে কর্ণের মৃতদেহ পায়ে ঠেলে যেতে হবে।

পদ্মা। যদি যেতে না দাও, তাহলে পদ্মাবতীর মৃতদেহ এই মুহূর্তে মাটিতে লোটাবে।

কর্ণ। (তীব্র কাতোবোক্তি) ওঃ ওঃ ওঃ

(কর্ণের প্রস্থান।)

অধিরথ। তাকে আমি আনিনি। তীর্থযাত্রার নাম কোরে অন্যত্র দেশে এসেছি।

(বলিতে বলিতে প্রস্থান।)

পদ্মা। প্রতিহারী,

(প্রতিহারীর প্রবেশ।)

লক্ষ্য মুদ্রা পুরস্কার ধর,
কণ্ঠহার মোর, বিনিময়ে তাব, শোন্
দাস, অধম কিঙ্কর, আজীবন তোরে
ঐ বৃদ্ধে, নিত্য, সযত্নে সেবিতে হবে ;
যতেক অযত্ন, মনে থাকে শতগুণে,
যবন কিঙ্কর দল দিবে প্রতিফল।

প্রতিহারী। দেবি, একদিন পথে পথে ফিরিতাম
অনাথের মত, অতি বাল্যকালে কবে
মনে নাই পিতৃমাতৃহীন, গৃহহীন
পথের ভিক্ষুকে ঐ বৃদ্ধ আনিয়াছে
পুত্রস্নেহে, ঐ বৃদ্ধা মাতৃস্নেহে মোরে
পালিয়াছে সন্তানের অধিক আদবে।
ধিক্ মোবে, পুবস্কাব লোভে কিংবা তব
শাস্তির শাসনে, তাদের সেবায় প্রাণ
উৎসর্গিতে প্রলুব্ধ, সন্ত্রস্ত ; চলিলাম,
দেবি, তব আশীর্বাদ সাথে, যেন তব
মনোবাঞ্ছা হয় মোর জীবন সাধনা।

পদ্মা। আর এক কথা গোপন রাখিয়ো চির,
কোনদিন কেহ যেন জানিতে পারে না
আমার কর্তব্য ভার, আমার নির্দেশে
আজীবন শিরে বহি, চলিয়াছে মোর
পুরস্কৃত দাস। আর যাহা প্রয়োজন
ইচ্ছামত লয়ে যাও খুঁজিয়া প্রাসাদ।

(পদ্মাবতীর প্রস্থান ; কর্ণের প্রবেশ। হস্তে স্বর্ণমুদ্রার ক্ষুদ্র পেটিকা।)

কর্ণ। আজীবন পালিয়াছি তোরে, সন্তানের

অধিক আদরে, বল্, বল্ দাস মোরে,
কোনদিন শুনেছিস্ কর্ণ মুখে মুখে কভু
রূঢ় ভাষা অবোধ অবজ্ঞা ; কোনদিন
অবহেলা সহেছিস্ কর্ণের প্রাসাদে ?

প্রতিহারী। প্রভু ভৃত্য সম্পর্ক কেবল জানিতাম
বেতনের দিনে, আর সারা বর্ষ শুধু,
আমরা ভৃত্যেরা নিজেরাই প্রভু ;
পারিবে না কহিতে কখনো, অনাদরে
একদিন কাটিয়াছে কাহারো জীবন
প্রভুর প্রসাদ মাঝে।

কর্ণ। তবে, এই লক্ষ
স্বর্ণমুদ্রা লয়ে যা পিতার সাথে, দূরে
বিহঙ্গ কূজিত শ্যাম প্রকৃতির কোলে,
কূলহারা তটিনীর নিভৃত সৈকতে,
ছায়াঘন স্নিগ্ধ সৌম্য শ্যামলিমা কোণে,
প্রকৃতির হাতে তোলা শান্তি নিকেতনে,
—কুসুম যেথায় ফোটে দেবতার তরে,
বাতাস যেখানে বয় শুভব্রতী লাগি,
যেথায় অরুণোদয় কেবল দিগন্তে
উজ্বলিয়া দেয় চির সত্যের বিকাশ,
উন্মীলিয়া দেয় নিত্য শান্তির কমল,
সেথায় পুত্রের স্নেহে ভুলাইবি তারে,
যেন ভুলে যায় চিরতরে অকৃতজ্ঞ
অধম কর্ণের নাম। (প্রতিহারীর প্রস্থান।)

(কয়েকজন নায়কের প্রবেশ, বিবিধ বাদ্যোদ্যম।)

ঃ২৫ জয় সেনাপতি অঙ্গরাজ কর্ণ কী জয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র।

(যুধিষ্ঠির, অর্জুন, সাত্যকি, নকুল, ধৃষ্টদ্যুম্ন।)

যুধিষ্ঠির। প্রধান প্রধান বীর নিহত তাদের ;

অবশিষ্ট, ক্ষুদ্র ব্যক্তি যত ; তুমি যাও,
অবতীর্ণ হও, নিশ্চয় লভিবে জয়।
দ্বাদশ বর্ষের বক্ষশেল সমুদ্ধৃত
হবে।

অর্জুন। অর্ধচন্দ্র ব্যূহ আজিকে নির্মিত হোক ;
ধৃষ্টদ্যুম্ন বামে, দক্ষিণে নকুল, মধ্যে
ধর্মরাজ, পৃষ্ঠে সহদেব, উত্তমৌজা
যুধামন্যু মোর দুইপাশে।
(শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যুদ্ধের সংকেত পাঞ্চজন্য ধ্বনি।) ৮

তৃতীয় দৃশ্য

কুরুক্ষেত্র।

(দুর্যোধন, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, কৃতবর্মা, শল্য, শকুনি।)

দুর্যোধন। দেখ বীর, শ্বেত ধ্বজা, আদিত্য সংকাশ
রথে কর্ণ শক্তিধর, দিব্য শরাসন, দিব্য
অস্ত্রে ফিরিছে সংগ্রামক্ষেত্রে। কুন্তীপুত্র
অর্জুন মৃগেন্দ্রভীত ক্ষুদ্র মৃগপ্রায়
সতত নিবৃত্ত কর্ণের সমক্ষে। সেই
কর্ণ সেনাপতি আজি। চতুর্দিক হোতে
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। যুদ্ধেই বীরেব
জয়, যুদ্ধেই বীরেব কীর্তি, যুদ্ধেই বীরের
মৃত্যু। তোমাদের বাহুবলে এতদিন
আশ্রিত নির্ভর কৌরব অমোঘ শক্তি। ১০
তোমাদের সাম্মিলিত পরাক্রম, সে তো
দেবের অসাধ্য, জানি, প্রত্যেকে তোমরা
[illegible]ণে পাণ্ডব বধে সমান পারগ।
(কর্ণের প্রবেশ, কৌরবদের তুমুল জয়ধ্বনি।)

কর্ণ। আজিকে মকর ব্যূহে যুঝিব আমরা।
মুখে আমি, দু চক্ষে শকুনি উলুক,
মস্তকে আচার্য পুত্র, মধ্যে সম্রাট স্বয়ং,

গ্রীবার সোদর তাঁর, কৃতবর্মা বাম
পায়ে সংগে নারায়নী সেনা, কৃপাচার্য
আর ত্রিগর্ত দক্ষিণপদে,
বামপদের পশ্চাতে সুশর্মা
দক্ষিণপদের পশ্চাতে সুষেণ,
পুচ্ছে চিত্রসেন। ২১

(কর্ণ কর্তৃক যুদ্ধের সংকেত।)

চতুর্থ দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র।

(অশ্বথামা, ধৃষ্টদ্যুম্ন।)

অশ্বথামা। অস্ত্রশস্ত্র তেজিলে রে নীচ, ধর্মযুদ্ধে
প্রবৃত্ত আচার্যে সেদিন বধিয়াছিলি ;
কুকুরের মত সেদিন পালায়েছিলি ;
পিতৃ ঋণ শুধিব আজিকে, জলে, স্থলে,
পর্বতে, কন্দরে যেথায় লুকাবি, সেথা হোতে
আনি তোরে পদতলে দলিয়া বধিব।
তোর স্পর্শে অস্ত্র কলংকিত হবে।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। যজন যাজন হীন স্বধর্ম ত্যাগীরে
হেনেছি সম্মুখ যুদ্ধে, এ বৃথা গর্জন
প্রসংসিবে কৌরবেরা, যুদ্ধে এস দেখি।

(যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান ; কয়েকজন সৈন্যের প্রবেশ ; তুমুল জয়ধ্বনির পর প্রস্থান ; অর্জুন, অশ্বথামার প্রবেশ।)

অশ্বথামা। এবার পেয়েছো যোগ্য অতিথি তোমার।

অর্জুন। এবার বিশ্বরূপে অতিথি সৎকার।

(যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান, কৃপাচার্যের প্রবেশ।)

কৃপাচার্য। অসংখ্য শোণিত লিপ্ত তুণীর পতাকা,
নরমুণ্ড সেথা শোভিছে পদ্মের মত।

(সাত্যকীর প্রবেশ।)

মূর্খ, হেথা কেউ নাই, তাই বুঝি,
দেখাস বিক্রম তোর, একাকী অসংখ্য
বধেছিস হস্তী, অশ্ব, পদাতিক রথী।

সাত্যকী। হৃষ্টমনে আমি তব সমাহ্বান লব।

(যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান, অর্জুনের প্রবেশ।)

কৃষ্ণ। কৈ যুধিষ্ঠির? অন্যান্য পাণ্ডব কৈ?
ঐ দেখ, ঐ দেখ, কর্ণ যথেচ্ছ বধিছে সেনা।

(প্রস্থান ভীমের গলায় ধনুকের ছিলা আটকাইয়া লইয়া কর্ণের প্রবেশ।)

কর্ণ। বীর বৃকোদর, এ দুর্দশা দেখি, নিজে
ব্যথা পাই, যাও, কর্ণের সমুখে ভুলে
আসিয়ো না আর, এ লাঞ্ছনা জানিবেনা
কেহ। (নতমুখে ভীমের প্রস্থান।)

শল্য। কি সাহসে, অর্জুন জীবিত কালে,
একে একে, প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দে
তাঁর, এই অপমান।

কর্ণ। অন্য কথা পরে,
অর্জুনের পাশে নিয়ে চল রথ।

(প্রস্থান ; কৃতবর্মা, সুশর্মার প্রবেশ।)

সুশর্মা। অর্জুন কোথায়?

কৃতবর্মা। ঐ, ঐ দিকে চল।

(প্রস্থান, অসি হস্তে দুঃশাসন নকুলের প্রবেশ, নকুলের অসি ভগ্ন।)

দুঃশাসন। পালাবি কি প্রাণ লয়ে শৃগালের মত?

(ক্ষিপ্রবেগে জনৈক পাণ্ডব সৈন্যের প্রবেশ, নকুলের হস্তে অসি প্রদান।)

নকুল। অগ্রজের পণ কেমনে বধিব তরে?

(যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান ; নেপথ্যে কৌরবদের উল্লাসধ্বনি ; পলায়নরত পাণ্ডব সৈন্যদের প্রবেশ, প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র।

(সৈন্যসহ দুর্যোধন, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, সুশর্মা, শকুনির প্রবেশ।)

কৃপাচার্য। কর্ণ শরে সমাচ্ছন্ন রণস্থল, যেন
মাতিয়াছে কাল কৃতান্ত্র বিজয়াকাংখী।
(নেপথ্যে শংখধ্বনি)
এতক্ষণে তাহার সংকেত, চল যাই।
(সসৈন্যে কৃপাচার্যের প্রস্থান।)

শকুনি। লুব্ধের মতন ছিঁড়ি শত্রুর শোণিত
মজ্জা—(নেপথ্যে শংখধ্বনি)

অশ্বত্থামা। ঐ ধ্বনিছে কর্ণের শংখ, আর নয়,
ও সংকেত ডাকে মোরে প্রতিহিংসা তবে।
(সসৈন্যে প্রস্থান।)

সুশর্মা। (দূরে অর্জুনকে দেখিয়া)
ঐ সে অর্জুন,
সত্য, কি দেখি সম্মুখে মোর ; ধন্য ধন্য
কর্ণ সেনাপতি। কর্ণ শরে বিদ্ধ ভীত
সজারুর মত ছুটিছে উন্মাদ প্রায়।
পালাতে না পারে ধূর্ত্ত, চল, চল
পথ রুধি তার, স্বহস্তে বধিব আজি। (সসৈন্যে প্রস্থান।)

দুর্যোধন। (অসি নিষ্কাসন)
দে সপ্তগ্রন্থ ভেদি ভল্ল দে ; যুধিষ্ঠির,
ঐ সেই শঠ প্রবঞ্চক, দে খড়্গ
প্রলয়াগ্নিধার, সসৈন্যে পাণ্ডবসহ
বধিব এখনি।
(সেই দিকে প্রস্থান, সহদেবের প্রবেশ।)

সহদেব। অশনি সদৃশ শর ব্যর্থ আজি সব,
ঐ যে শকুনি, দাঁড়া, তোর অস্থি, তোর
মুণ্ডে আজি অক্ষগুটি মোর।
(শকুনির প্রস্থান ; সহদেবের পশ্চাদ্ধাবন।)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র।

(পশ্চাদ্ধাবন রত কৌরবদের প্রবেশ।)

জনৈক নায়ক। অপ্রতিম ব্যূহিত বাহিনী, সেনাপতি
আজন্ম সৈনিক কর্ণ, নিহত অর্জুন
পরাক্রমে তার, আজি এ যুদ্ধের শেষ,
চল, পেড়ে ফেলি সমস্ত পাণ্ডব সৈন্য।

(বারংবার নেপথ্যে তুমুল জয়ধ্বনি ; অর্জুন নিহত হোয়েছে চিৎকার ;
সংগে সংগে চতুর্দিক থেকে বিবিধ রণবাদ্য ; সৈন্যদের
উত্তেজিতভাবে প্রবেশ, প্রস্থান।)

সপ্তম দৃশ্য।

নদীতীর।

(কর্ণ।)

(প্রার্থনা অন্তে)

কর্ণ। কাল সংগ্রামের আজিকে আভাষ রাত্রি
ঝংকারিছে উদয়াস্ত উদাসীন কোন্
নিমগ্ন দিবস ? কি বৈরাগ্যে ক্ষান্ত সেই
দৃষ্টির অবধি হোতে, এক অনাগত
কাহিনীর ঘুম ভাঙিবে সন্ধ্যার গানে।
(কুন্তীকে দেখিতে পাইয়া।)
কে তুমি হেথায় ? ক্ষমিয়ো অনবধান।
অসংকোচে কহ দেবি, প্রার্থনা তোমার।

কুন্তী। রুদ্ধ কণ্ঠ অভীষ্ঠ আমার, নিরবধি
বেদনার ক্ষোভ।

কর্ণ। অসংশয়ে কহ দেবী,
প্রয়োজন তব ; নিঃস্ব কর্ণ, অবসান
তবু নিজেরে কুলায়ে দিবে দানের সম্বল।

কুন্তী। ভাগ্যহীনা পাবে সেই সমর্পণ তব ?

কর্ণ। বুঝিনা রহস্য তব।

কুন্তী। আজীবন ফিরিয়াছি শত সহস্রের
দ্বারে, ভরে নাই আজন্ম বঞ্চিত চিত্ত ;
শুধু দিন যাপনের মাঝে, অব্যাহত
প্রাণ ধারণের গভীর অতৃপ্তি গ্লানি :
—যে বঞ্চিতা ফিরিতেছে নিঃস্ব, একাকিনী,
হারায়ে পারের কড়ি, আজন্ম কাঙাল,
আজ, দিয়ো তারে পাথেয় তাহার।

কর্ণ। এমনি কাতর কণ্ঠে কাঁদিছে সবাই।
সহসা শুনিনু যারে, সেই একই অভিশাপ ;
এ অশ্রু পিচ্ছিল, প্রাংশু, বঞ্চিত ধূসরে
কী আশায় মুগ্ধ হেথা বেঁধেছি কুটীর।

কুন্তী। তাই বৎস, পাণ্ডবের রাজমাতা আজি,
"স্থান দাও, স্থান দাও" কাঁদিছে ফুকারি।

কর্ণ। পাণ্ডবের রাজমাতা ?

কুন্তী। না, না, পুত্র ; দীনা
ভিখারিণী আসিয়াছে মহেন্দ্রের দ্বারে।

কর্ণ। বল্মীকেরে হিমগিরি করিছে মিনতি ;
সলিল কণার লাগি, সপ্ত পারাবার
কাঁপিছে অপরিসর সরসীর তটে।
ধন্য, ধন্য আমি , অগ্রে পূজি, দেবি ;
চরণ কমল তব, ভিক্ষা লব পরে ;
আলোর সম্মুখে আমি, তবু অন্ধ
চিত্ত মোর আলোকের খোঁজে পরিচয়।

কুন্তী। হায় পুত্র, পরিচয় কহিব কেমনে।
একদিন অগোচরে, সবার অজ্ঞাতে,
হারায়ে ফেলেছি মোর সব পরিচয়
ভ্রান্তির অমোঘ ক্রূর প্রলোভনে, হায়—
সেইদিন ছলনার সার্থক কুহকে,
শোণিত প্রবাহ স্রোতে, শোণিত মন্থিত
সুধা ফেলিনু নির্মম হস্তে, আবর্জনা
কুণ্ড মাঝে ; মিথ্যা ঐন্দ্রজালিকের মায়া

বলে অকস্মাৎ. সেইদিন চিত্ত মোর
সম্মোহিত, রূঢ় রোষে উন্মাদ ব্যাকুল
করে ফেলে দিল নিভৃত হৃদয় ছিঁড়ি,
রক্তাক্ত প্রাণের ভাষা, মহৎ সত্যের
শুভ্র, দীপ্ত পরিচয় ; সেই দিন হোতে
উদভ্রান্ত প্রমত্ত কর মুছিছে আপন
অঙ্গে আপনার নাম।

কর্ণ। অপূর্ব কৃতিত্ব সেই মিথ্যা মায়াবীর।

কুন্তী। বিরাট কৃতিত্ব
তার কৃতার্থ সেদিন, - ভ্রান্ত আত্মা হোতে
ছিন্ন করি অনশ্বর জ্যোতি, রুদ্ধ করি
তমিস্রার দেশে আত্মার আগুন্ত শিখা।

কর্ণ। এ কি শুনি অপরূপ পরিচয় তব ?
পড়িলনা পুত্রহারা জননীর মত
ঝাঁপায়ে দিগন্তহারা কালের চিতায় ?

কুন্তী। সেই দিন হোতে, হৃদয় মেলিয়া দিয়া
ছুটেছি তাহার পানে, অশ্রান্ত প্রয়াসে ;
—নিত্য সেই মোর কাল কালিন্দীর স্রোতে
বিসর্জিত চ্যুত পরিচয় পথশ্রান্ত
সর্পিনীর খণ্ডিত জিহ্বার মত, নিত্য
মেলিয়াছে দ্বিধাভিন্ন একটি নারীর দুটি
তৃষার্ত জননী, সেই চির পলাতক,
সেই মোর জীবনের সত্য পরিচয়,
সেই মোর রূঢ়, সত্য পরাজয় পানে।

কর্ণ। বল দেবী অপূর্ব বিষাদ যজ্ঞে,
বেদনার হোমানলে তব, সর্ব চিত্ত
ঝাঁপায়ে পড়িতে চায় উদার আগ্রহে।

কুন্তী। উদার আগ্রহে তাই ঝাঁপায়ে পড়েছে,
ছুটে চলে অস্ত সিন্ধু পারে ;—কক্ষমুক্ত,
সেই মোর আগ্রহে মেলিয়া ধরা, শ্রান্ত
পিপাসার নত বক্ষ পরে চলিতেছে
অগণিত পান্থ, যাত্রী, পথ ; চলিয়াছে

সেনানী, সৈনিক বীর, সংখ্যাহীন রথী
মহারথী পায়ে পায়ে দলিয়া নির্মম,
রথচক্রে ঘর্ঘরিয়া কঠোর নির্দয় ।

কর্ণ । যাতনার অভিমান গিয়াছে টুটিয়া,
জীবন পড়িয়া আছে কোন্ সান্ত্বনায় ?

কুন্তী । দূরে, দূরে শুধু, নীরবে জ্বলিতেছিল
অভয় সান্ত্বনা মুগ্ধ নির্মলা বিশ্বাস ;
ক্ষণে ক্ষণে, শুধু দূর, দূরান্তের লক্ষ্য
জ্বলিয়া নিভিতেছিল কুহেলীর মেঘে ;
আজি, সম্মুখে পেয়েছি পুত্র, সেই লক্ষ্য—
লক্ষ লক্ষ বরষের স্নেহপুষ্ট মোর
অবিরল, অবিশ্রান্ত সাধনার ফল,
পূজারীর ইষ্টদেব, পুণ্যের সম্ভোগ,
যোগীর অনন্ত মোক্ষ, ত্যাগীর নির্বাণ,
লব্ধ সুদুর্লভ ।

কর্ণ । কী কহিছ নারী, তুমি ?
অমৃত ? গরল ? হয় সে নির্মল স্বর্গ,
নয় সে নরক কুণ্ড কলংক পংকিল,
উন্মোচন কর শীঘ্র রহস্য তোমার ।

কুন্তী । শোন তবে নিদারুণ উন্মোচন মোর,
নরকের বিষ কুণ্ডে প্রস্ফুটিত সুধা,
পাণ্ডব মাতার পাশে, রাজমহিষীর
মধ্যাহ্ন সূর্যের খরদীপ্ত অন্তরালে,
বহু দিবসের বহু যত্নে লুক্কায়িত
পরিচয় কর্ণের জননী আমি ।

কর্ণ । বল
পুনর্বার, কহ পরিচয় তব ।

কুন্তী । দেব
নারী, দেবতার নর্ম সহচরী ।

কর্ণ । মত্ত
কৌতূহল ছিঁড়িয়া রহস্যজাল, অন্ধ,
অন্তর্হিত নেহারিতে চায় রূঢ়, তব

নিষ্করুণ সত্যের বিকাশ।

কুন্তী। সংগোপনে
ফেলিল আপন পুত্র কুমারী জননী
নিজেরে লুকায়ে, কালকালিন্দীর জলে;
আজি, সূর্য অস্তগতে, তমিস্রার মন্দ
অন্তরালে কহি সর্বশেষ পরিচয়
মোর, কর্ণের জননী আমি।

কর্ণ। (কুন্তীর দিকে অগ্রসর)
স্তব্ধ হও,
অন্তরেতে উদ্বেলিছে তরঙ্গ ভীষণ;
শিরে যার ব্রাহ্মণের গুরু অভিশাপ,
বিধাতার আপ্ত রোষ তার ক্ষয়ের সৈকত;
নিত্য তার ব্যর্থতার ফল্গুতীরে তুমি,
আসিয়াছ ছলনায় বিপক্ষ সাধনে,
নিমেষে করিবে গ্রাস সকল প্রয়াস।

কুন্তী। সকল ভর্ৎসনা মোর অমূল্য সম্মান,
ধিক্কারে ভাঙিয়া দেরে শতধা হৃদয়;
উচ্ছ্বসিত বেদনার চূর্ণ অশ্রুজল
সকল সন্তান প্লাবি, এসেছে যেথায়,
সে যে রে তৃপ্তির তট, স্নেহের পাথার।

কর্ণ। এ কি? নেমে আসে অশ্রুধারে, মমতায়
অনাথের পাশে, বিশ্বের সকল মাতা?
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর রূঢ় অপরাধ।

কুন্তী। আপন হৃদয় পানে ফিরায়ে নয়ন
ক্ষণকাল কাঁদ, আজি, রে নিঠুরা তুই।

কর্ণ। মাতা তুমি? এ রুগ্ন কর্কশ, অভিশাপ
জর্জরিত নৈরাশ্যের দেশে শান্তিময়,
অনন্ত বৈভব।

কুন্তী। কর্ণের জননী আমি,
কর্ণের জননী; কর্ণ জননীর দাসী,
পাণ্ডবের মাতা আসিয়াছে
চরণ পূজায় তারি।

কর্ণ। মাতা তুমি? এস মাতঃ, অন্ধ
স্নেহ সমুদ্রের মাণিক্য ব্যথিত তটে
ধ্বনিয়া তুলিছে সুর অশ্রুত সংগীত!

কুন্তী। সেই তব হৃদিতট, স্বর্ণ সিংহাসন;
সত্য, সত্য, হায়
আজিকে নির্মম সত্য, আমি মাতা তোর।

কর্ণ। মাতা তুমি, প্রকৃতির পরমায়ু ভরে
অস্তহারা তপনেরে ঘেরি অনির্বাণ
ঝংকারিত অমর সংগীত।

কুন্তী। তবে সেই
মাতৃলোক মর্তলোকে কেন
হারায়ে ফেলিল তার ফিরিবার পথ?

কর্ণ। না, না, এই ক্ষীণ, এই ক্ষীণায়ু মৃত্যুর দেশে
যা কিছু কলংক, যা কিছু নৈরাশ্য আছে,
মন্দাকিনী মধুর ধারায়, মহামগ্ন
সৌম্য এক উন্মীলন মূলে, অর্ঘ্য দেয়
জীবন্মৃত্যু পরাভূত প্রাণের অঞ্জলি,—
সেই মাতা তুমি, অপূর্ব বিস্ময়ে মোর
রুধিলে ব্যাকুল চিত্ত, সেই মাতা তুমি।

কুন্তী। কার অভিশাপে তবে, এ মোর দুরূহ
দৈব বিফল আঁধার?

কর্ণ। অপূর্ব মাতৃত্ব তব।

কুন্তী। ছলনা বাঁধিল যবে নাগ পাশে তারে,
সেই হোতে আলোক পিপাসী সে আকাংখা
ভুলে গেল উন্মুক্তের অবাধ সংগীত;
আজি, তার বন্দীবাসে অসংখ্য দানব
হেরিতেছে নির্মম, নিশ্চল লৌহদ্বারে
ঝাপটিত তার, অনন্ত প্রাণের ক্ষয়:
সে বিষাদ নিজ নখে বক্ষ চিরি, ভ্রষ্ট
নন্দনের পদতলে, রক্তাক্ত সংগীতে
নিবেদিছে জীবনের জীর্ণ আরাধনা।

কর্ণ। ঐ তব প্রতীক্ষার অপার বেদনা

আশৈশব আগ্রহের অপার সৌভাগ্য
মোর ; তাই বুঝি আজিকার এই ক্ষীণ,
এই মন্দ, স্তিমিত নক্ষত্রালোকে
অগণিত মানবের পবিত্র উদ্যম,
সর্বপ্রান্ত নিঃশাষিত অগণিত প্রাণ,
সম্মিলিত ভারতের এত আয়োজন—
আকাংখায়, কামনায়, সাধনায়, ত্যাগে
দগ্ধ হোয়ে, আজি, সহস্র জীবন দেয়
—শ্রান্ত দীপশিখা জ্বালায়ে তুলিতে—দীপ্ত
জীবন চিতার শিখায় পূজিতে মোর,
বহু দিবসের পুঞ্জীভূত অন্ধকারে
অবলুপ্ত জীবনের সত্য পরিচয়।

কুন্তী। আয় ফিরে মাতৃবক্ষে তোর, অহরহ
সেথায় ঘেরিয়া তোরে জাগিছে জননী।

কর্ণ। কাতর প্রার্থনা মোর, শোন দেব দেবী ;
আজি কিণংকিত দেহ হোতে, শক্তি, মদ
মত্ত আকাংখার অশনি সংগত, রূঢ়,
লৌহ অবয়ব, দুর্যোগ সংঘর্ষে দৃঢ়,
বজ্র স্নায়ু—পাষাণ পেশীর ধ্বংস তৃষ্ণ
ধমনীর বিদ্যুদ্দাম প্রমত্ততা মুছি,
ফিরাইয়া দাও মোর শৈশব, কৈশোর।

কুন্তী। আজি, এই রজনীর ঘন অন্তরালে
চল্, মোরা দোঁহে চলে যাই সুনিভৃত
প্রাসাদের কোণে, যেথা দ্বার রুদ্ধ করি
দুজনে বসিয়া রব স্তব্ধতার কোণে,
লোক লোচনের কৌতুহল হোতে বাঁচা
এক অজ্ঞাত, নিবিড় কোণে যেথা মাতা
পুত্রে দুজনে, বিজনে রব নিত্য একা,
সর্বজন অগোচরে, সবার আড়ালে,
যদি নাহি লাগে ভাল পাষাণ প্রসাদ—
রাজৈশ্বর্যে সূচীবিদ্ধ মুমুর্ষু তিমির—

কর্ণ। ফিরিয়া পেয়েছি মাতা, সকল অতীত।

একদিন, যবে মোর কিশোর কল্পনা
সিন্ধু ধৌত, কোন অজ্ঞাত দ্বীপের তটে
আঁকিয়াছে নয়ন জুড়ায়ে মূর্তি তব—
চারিপার্শ্বে তন্দ্রাচ্ছন্ন, অগণিত তরু,
নদী উপবীত গলে তাদের পশ্চাতে
গৈরিক পর্বত, যাহার শিখরে স্বর্ণ
কুড়াইত পূর্বাশার তোরণ তারকা,
কখন মিলায়ে যেত সে মোর স্বপন
আপনার অবসান আপনি কাঁদিয়া।

কুন্তী। না, না নিঃস্ব নর, সর্ব শুভ কল্পনার
অবসান নবীন প্রারম্ভে নিবেদিছে
আরাধনা,—সেই সাধনার তুমি পুষ্প,
অমলিন তোমার প্রাণের ধারা পুণ্য
মোর জাহ্নবী সলিল তব করপুট
মোর শুচি পুষ্প পাত্র, তোমার সর্বাংগ
মোর অন্তর্যামী হৃদয়ের দেবতার
স্বর্ণ সিংহাসন, তোমার নয়ন জ্যোতি
পবিত্র প্রদীপ শিখা, হৃদয় ব্যথায়
শোকের নয়ন বাষ্প দগ্ধ ধূপ ধূম,
তোমার নয়নে অশ্রু ভক্তির আবেশ,
অন্তরের সাধনার অর্ঘ্য নিবেদন।

কর্ণ। বহু পুরাতন স্মৃতি ভাসিছে হৃদয়ে,
জননীর কোন দিন দেখা যদি পাই,
গোপনে রেখেছি ধার, মাতৃ পূজা লাগি :
একদিন সংগীদলে খেলিতে খেলিতে,
নাহি জানি, ভাঙা কাদের দেবায়তনে,
মাঝখানে খেলা রাখি, আপনার মনে
তব মুখ ছবি বিভোর হেরিতেছিনু ;
অকস্মাৎ দেখিলাম পার্শ্বে মোর এক
গোধিকার উদ্গত জীবন ; বুঝি তারা
তুলিয়া খেলার ছলে প্রতিমা পল্লব,
আড়োলনে সদ্য জাগরিত, হেরি, সেই

বহুদিন তলবাসী রুগ্ন সরীসৃপ,
পৃষ্ঠে তার গুরুভার প্রতিমা ফেলিয়া,
নিরাপদ দুরে দাঁড়ায়ে, হেরিছে ভয়ে
ভীষণ কৌতুক ; অবিশ্রান্ত ডাকে তারা
দুরে, ছুটে, সরে, পলায়ে তাদের কাছে
আসিতে নিমেষ মাঝে, আমি যেন তবু
মোহমন্ত্রে বাঁধা, হেরিনু চীৎকারে জাগি
নয়নের অগণিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা
ঠেলিয়া উঠিছে শোণিত সূতার মত ;
কোন্ করুণার বশে, প্রতিমা তুলিয়া,
মুক্ত করি দিতে যাই বদ্ধ সরীসৃপ,
তপ্ত লৌহ শলাকার মত, মর্মে মর্মে
তাহাদের কথা বিঁধিল জ্বলন্ত তীক্ষ্ণ,
"পিতা মাতা নাই কেহ, তাই কী সাহস ?"
ভীতরুদ্ধ কৌতূহলে কহে শিশুদল।

কুন্তী। সে কথা বিঁধেছে আজি জননীব কাণে।

কর্ণ। মুহূর্তে অন্তব তলে—জাগিল জিঘাংসা
অশনিব মত অন্ধ, নির্দয়, নির্মম,
দুর্বাব বজ্রেব মত, কবাল, অমোঘ ;
অমনি মুহূর্ত মাঝে, তীব্র জিঘাংসায়,
প্রতিমা পঞ্জব হোতে লৌহদণ্ড খুলি,
উন্মাদ ব্যাকুল বলে, অজস্র আঘাত
হানিলাম মৃতপ্রায় সবীসৃপ শিরে—
মুক্তি তারে দিনু আমি ভীষণ মোচন :
"পিতামাতা নাই কেউ, তাই কী নিষ্ঠুব"
চীৎকারে উঠিল সেই ভীত শিশুদল ,
আবাব প্রতিমা তুলি, মৃত সরীসৃপ
বক্ষে লয়ে, কাঁদিলাম মাটিতে লুটায়ে ;
করযোড়ে যাচিলাম দেবতার পাশে
তাহাব জীবন ; মধ্যাহ্ন পবন শুধু
অজস্র অনল কণা ঝাপাটি ললাটে
দিগন্তরে ছুটে গেল ; মা কেহ রহিত,

[illegible]চস্তে ভেবেছিনু বাঁচাইয়া দিত
গতপ্রাণ জীব, কোলে তুলি লযে যেত
আনন্দ, অভাবনীয়, অভাব ভুবনে—
সেই মাতা তুমি মোর, আসিযাছ আজি
মুমূর্ষু কর্ণেব পাশে, মৃত্যু জর্জবিত
জীবনের তটে ধ্বনিতেছে শুভ্র তব
কল্যাণ সঙ্গীত।

কুন্তী। চল্ পুত্র মোব সাথে,
স্মৃতি পুষ্পে পুজা তোব নিযাছে নিখিল।

কর্ণ। আজিকে বাহিব বিশ্ব তাহার প্রতিমা
গ্রাসিযাছে আপনাব উদ্বেল জঠবে।

কুন্তী। ফিবে চল, সেথা তোর ভাই পঞ্চজন ;
সেথা বহু জন্মগত অধিকাব তোব।

কর্ণ। অধিকাব ফিবে পাব ?

কুন্তী। যাব অধিকার, তারি হাতে তুলে দিযে
পাণ্ডবেবা আজ, বন্দিবে চবণ তোব।

কর্ণ। ফিবে পাব অনার্জিত অধিকাব মোব ?

কুন্তী। দাতা কর্ণ নাম জগতে বিখ্যাত হোক
ভ্রাতা কর্ণ নামে ; অগ্রজেবে যাব ভুলে,
যে ভুলে কোবেছ বৈবী, তাব সেই ভুল
আপনাব অস্থি দিয়ে, করিযাছ জয
জন্মার্জিত অধিকাব তোব।

কর্ণ। মাতা, একি
প্রলোভন তুমি ধরেছ সন্মুখে মোর,
যাও, যাও, ফিবে যাও নাবী। একদিন,
কুটিল কালিন্দী জলে, অংগ হোতে ছিঁড়ি
কবে হেলায ভাসাযেছিলে ক্ষুদ্র এক
জীবনের দীপ্ত ইতিহাস, মাটি মাখা
হাতে ধরা নিল বক্ষ পাতি, তাব অনুবৃত্তি
বৃথা যাচে কর্ণ মাতা, মর্মে মর্মে তাই।
শেল সম বাজে তব অধিকাব কথা,
বাজিতেছে ভৈরবেব কাল শৃংগ নাদে,
জননীর স্বর্গ মর্ত আছাড়ি পাষাণে—

কুন্তী। না, না চল পুত্র, বিশ্বলোকে থেকে যাক
অপূর্ব সত্যের এক অপূর্ব আবৃত্তি।

কর্ণ। আবর্তিছে আপনারে সেই সত্য আজি,
তুলাদণ্ড হাতে দিবে, অধিষ্ঠিত করি
মোরে নিষ্ঠুর নির্মম বিচারাসনে:
কৌতূহলে একদিন সূর্য বিলাসিনী,
যে কৌতুকে বেদনার হলাহল জ্বালা
ওষ্ঠপুটে ধরেছিল নির্বোধ শিশুর—
সেই বিষ জননীর স্তন্য সুধা মানি,
আকণ্ঠ করিয়া পান, একান্ত নিঃসঙ্গ
চিত্তে, সংগীহারা, সাথীহারা, একা একা
চলিয়াছে ঊর্ধ্বাকাশে কখনো ঝড়ের
সাথী, উদ্গারিত মৃত্তিকার বক্ষফাটা
শিখার ধরিয়া কর, আপনার তীব্র
দীর্ঘশ্বাসে ভস্ম দগ্ধ বেদনার
মাখিয়া বিষাদ জ্বালা, অস্বীকার
সর্ব অংগে তার সর্বাংগের শুধিছে বিচার।

কুন্তী। নিষ্কলুষ, নিষ্কলঙ্ক এই পথে চল,
শুনিব হৃদয় ভরি বিচার সেথায়।

কর্ণ। শোনো তবে অপরূপ বিচার আমার—
জয়ী হবে, ধন্য হবে পাপ ব্যাভিচার,
চোখের উপরে হেরি, পথ পাশে, নিত্য
ঐ ভৃঙ্গ চঞ্চল ডানায় পুষ্পরেণু
মাখিয়া অজস্র চলিতেছে ব্যভিচারে
নিত্য গীত কাব্যে ছন্দে, সঙ্গীতের মাঝে—
তারি মতো আজি হতে বিশ্ব চরাচরে,
কাব্যে, ছন্দে, গানে, শ্মশান শিবার কণ্ঠে,
বীভৎস চীৎকারে আগামী কবির দল
গাহিবে পাপের জয়, ব্যভিচার পাপ
নহে, আর্য শাস্ত্র নির্ঘোষিবে জগতের
মাঝে, শোন, আর,
অদ্ভুত বিচার।

কুন্তী। [illegible] অভিশাপ
[illegible] হান
ভেঙে যে হৃদয়।

কর্ণ। যাও, যাও মাতঃ, ফিরে
যাও; সমাজ, সংসার তুমি মোর সাথে,
একদা যমুনা জলে ভাসায়ে দিয়াছ,
মোর জন্মদিনে. সমাজের শুভ শংখ
ধ্বনি আকাশে, বাতাসে, নীলাকাশ তলে,
জগতের মাঝে. উচ্চ কণ্ঠে আগমনী
কহে নাই; মোব সাথে, যাবা সেইদিন,
দেখেছিল জগতের আলো, যাবা পান
করেছিলো জননীর পল্লব গলিত
সুধা, তাদের সমাজ, তাদের স'সার,
তাহাদের দেব, দেবী, তাহাদেব স্বর্গ,
তাহাদেব নবক হতে, একদিন, কবে,
তুমি মোবে দিলে নির্বাসন; তাহাদের
অধিকাব হতে, কবিলে বঞ্চিত; আজি—

কুন্তী। জননী বঞ্চিল যারে, বিশ্ব দিল ঠাঁই—

কর্ণ। আমাব আপন বিশ্বে, আমি মাতা তাই,
সমাজসংসাবহাবা, মাতৃপিতৃহাবা,
আমার নাহিক স্বর্গ, স্বর্গ ভ্রষ্ট আমি,
নরক নাহিক মোর, জন্মদিন হতে.
সকলের পাপেব নরক ভ্রষ্ট, আমি
মাতা দেবতাঈশ্বরহীন, সঙ্গীহাবা,
একাকী ভীষণ; কাল হবে মহাবণ,
আজি পরিচয় কহিয়াছ কর্ণে মোব;
দেবি, সেই ভাষা মাতৃপিতৃহাবা মর্মে,
ক্ষুদ্র এক আলোড়ন তুলি, অতি ক্ষীণ
তুলি এক তরংগ কম্পন, পুনর্বাব
আসিয়াছে ফিরে,—তব পবিচয় মাতা
তুমি আজ লয়ে যাও স্বর্ণাঞ্চলে বাঁধি,
শেষ হবে যাক যত শেষেব কাহিনী।

কুন্তী। কোন আশা পূরিল না, তবে ফিরে যাই—
আজি তবে একাকিনী গৃহে ফিরে যাই,
দাতার দুয়ার হতে ; পঞ্চ পাণ্ডবের
মাতা আমি, আমারে দেখিতে হবে, একে
একে, মোর অন্য এক সন্তানের হাতে,
পঞ্চ সন্তানের রণক্ষেত্রে যাতনায়
অস্ত্রাহত নিষ্ঠুর সংহার।

কর্ণ। তাম্রপাত্রে কবে, হেলায় ভাসায়েছিল একদিন
পঞ্চ পাণ্ডবের মাতা অন্য পুত্র তার ;
সেই দিন হোতে পঞ্চ পুত্র জননীর
খ্যাতি রহিয়াছে তবু চারি পার্শ্বে বেড়ি,
কিরণ ছটার মত ; মাতা, অংগীকার
ঘোষিয়াছি কৌরব সভায়, অর্জুনেরে
বধি আমি মিটাইব প্রতিহিংসা মোর :
সে খ্যাতি তোমার নিত্য নিয়তির মত।
হেরি মোহহীন মন্থর নক্ষত্রালোকে,
পাণ্ডবের সুনিশ্চিত জয় ; জয়রূপা,
তাদের জননী রহে তাদের শিয়রে,
বরষিছে জয়াশীষ ধারা ; ব্যর্থ যদি
জয় ভবিষ্যৎ, তবু রবে চিরদিন
তুমি পঞ্চ সন্তানের মাতা, বীরপুত্র
যশস্বিনী, ক্ষত্রিয় রমনী। শেষ বার
দাও আজি পদ ধুলি জনমের মতো
আজিকে প্রথম, মাতার চরণ স্পর্শে
পুণ্য হোক আকাংখায় কলংকিত মোর
নিঃসংগ জীবন। (পদধূলি গ্রহণ)।
আর আছে অন্ধ এক
অনুনয় মোর, আশীর্বাদ করিয়ো না
মোরে ; যেদিন যমুনা জলে, মাতৃস্নেহে
নীরবে ভাসায়ে ছিলে কপোল চুমিয়া
তার নির্বাক ভাষায়, যেই আশীর্বাদ
মন্দ মন্দ উচ্চারণ করি, সে আশীষ,

সেই মানুষের সাথে, খর-কাল স্রোতে
ভাসিয়া ভাসিয়া চলুক অনন্ত কাল,
তরঙ্গে তরঙ্গে উঠি, তরঙ্গে তরঙ্গে
পড়ি, ডুবিয়া যাবার যেথা, একেবারে,
নিঃশেষে ডুবিয়া যাক। ৩৮৬

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পাণ্ডব শিবির।

(ব্রাহ্মণগণ, যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ ইত্যাদি।)

কৃষ্ণ। কর্ণপুত্রের ব্রহ্মহত্যার কারণ হিংসা ? না আর কিছু ?

প্রথম ব্রাহ্মণ। প্রকাশ, কর্ণ অজ্ঞাত কুলশীল।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ। সুতরাং আরুণি বোলেছিল।

তৃতীয় ব্রাহ্মণ। সত্য ভাষণের জন্য প্রাণ দিতে হবে।

চতুর্থ ব্রাহ্মণ। অসম্ভব, আর সংযত রাখতে পারছি না।

(পৈতা ধারণ)

যুধিষ্ঠির। স্থির হোন প্রভু।

পঞ্চম ব্রাহ্মণ। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে বিচার চাই।

যুধিষ্ঠির। এ সব কর্ণ স্বয়ং অবগত ?

ব্রাহ্মণ দলপতি। মহারাজ, সত্য; কর্ণ মহাশয় ব্যক্তি, কিন্তু তাঁর রাজ্যে, এ ঘটনা বারম্বার ঘটেছে। ১০

চতুর্থ ব্রাহ্মণ। শূদ্রেরা এমনি মত্ত, এ হস্তিনা, অবাধে ব্রহ্মহত্যা হয়ে গেল।

অর্জুন। আপনাদের আশীর্বাদে, সমস্ত পাপের সমুচিত দণ্ড কর্ণকে আমি দেব, তার দর্প চূর্ণ হবে।

ব্রাহ্মণ দলপতি। কর্ণনিধন যজ্ঞের আয়োজন সম্পূর্ণ; চল, এবার বসিগে যাই। (অর্জুনের প্রতি) অর্জুন, যুদ্ধের প্রাক্কালে, ললাটে যজ্ঞ টীকা নিয়ে যাবে। (ব্রাহ্মণগণের প্রস্থান।)

সমস্তই প্রতিকূল, আর নিস্তার নাই।

যুধি। আজ নূতন তত্ত্ব শুনলাম। ১৮

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কর্ণের প্রাসাদ।

(কর্ণ, পুত্র, পুত্রবধূ ইত্যাদি)

বৃষসেন। মহাপাপ মুক্ত হোক পুণ্যের আচারে।

(অসি উন্মোচন, নতজানু উপবেশন।)

[illegible]। দাও পিতা, তব করে দিব অধিকার। (ঐ)

শান্তা। সুতীর পরম কাম্য সহমরণের
আয়োজনে তব আশীর্বাদে, লভি যেন
অন্তরে পরম শক্তি, হৃদয়ে অভয়।

শুভা। পারিব না বিসর্জিতে অনলে জীবন,
সহিতে পারিব তব অসির আঘাত।

খনিকা। যাব ক্রোড়ে লভিলাম পিতৃমাতৃস্নেহ,
তাব শুভ আশীর্বাদ পাব না অন্তিমে।

সুশেন। পুরুক অন্তিম দৈন্য তব আশীর্বাদে।

কর্ণ। বুকে তোরা ছুটে আয়, ভূমিতল ত্যজি;
স্থান দিতে বক্ষে যদি কুণ্ঠিতা বসুধা,
উন্মুক্ত কর্ণের বক্ষ তোদের আশ্রয়।
(বৃষসেনেব প্রতি)
আত্মঘাতে আচরিছ অবোধ সংশয়,
তোমাদেব জন্মদাতা জান কী নিশ্চিত
বিধাতার প্রতিদ্বন্দ্বী, অমব পৌরুষ?
উদ্দীপ্ত ঔরস বিফল অজ্ঞান পুত্রে।
নির্বোধেব অহংকারে, স্থূল প্রজ্ঞা যার
বর্বরেব আচরণে ধরিযাছ শোভা,
জানে না সে পৌরুষেব জাতি গোত্র নাই;
আজন্ম কুলীন কীর্তি, অচ্যুত পৌরুষ;
জান না কি পুত্র কীর্তির কুলজী নাই,
অভিজাত্য নিযতির নিষ্পন্ন কৌতুক,
কীর্তি নিত্য পৌরুষের অজেয় যৌতুক।

বৃষসেন। অদিগন্ত আর্যাবর্ত সিতকি নাসিকা
ঘৃণায় ফিরিছে যবে রুধিয়া নয়ন,
কি আঘাতে বল, পিতা, সর্ব কৌতূহল
জয় পথ পার্শ্বে মোব বাখিব বাঁধিয়া।

কর্ণ। নির্ঝরিযা দেয় নির্ঝব একটি বাণী,
একটি নির্দেশ বিকশি উঠিছে ফুলে,
একটি কর্তব্য গাহে মর্মরি পবন;
বহুর আরতি দীপে, একের আকাশে

চলিতেছে যবে মহৎ সত্যের পূজা,
একটি একটি তুলি সংকল্প সঞ্চয়
বসিয়া রয়েছে পারে, কি আছে তাহার ?
তাহারই উদ্দেশ্যে, অর্পিত পরম অর্ঘ্য,
মানবের পবিত্র হৃদয়, আর তার
অবিনাশী, অমলিন, অমর কামনা,
নির্মল বৈরাগ্যে জানে তাহারে মানুষ,
মরলোক তারে পায় উদ্দাব উদ্যমে,
স্বতঃস্ফূর্ত সৌর্যে অমলিন।

বৃষসেন। আজীবন
ক্ষাত্র ধর্ম ধরি চলেছি পরমোৎসাহে।

কর্ণ। পরম আপন ধর্ম, সর্ব ধর্ম সার।

বৃষসেন। সমুন্নত অভিযান, পথ কেন নাই।

কর্ণ। সহস্রের সুখ, দুখ, বেদনা বহিয়া,
আপনার দূত, বিধাতা আপনি আসে
অগ্রাহ্য সায়াহ্ন কালে, জগতের দ্বারে ;
কৃষাণ জানে না তার বপন বোপণ,
নিখিলের অন্নঋণ শুধিছে বিধাতা ;
নাহি জানে বীর, চেষ্টার প্রান্ত প্রান্তে,
জয়ে, পরাজয়ে সাধিছে বিজয় তার ,
সে স্পর্শ বঞ্চিত শুধু, প্রতিষ্ঠা বিহীন ,
যাত্রী মানবেরে, সাথে ভুলাইয়া নেয়
আপনার দেহে, পথের সমূহ ক্লেশ ;
মৃত্যুর গণ্ডীতে বাঁধা, সে স্পর্শ বঞ্চিত
আপন অজ্ঞানে গড়ে আপনার কারা ;
ধিক পুত্র, জীবনেরে কেন এ সন্দেহ ?
অগ্র, অগ্রসরি চল মহা কর্তব্যের
সম্ভাষণে উজ্জীবিত অনন্ত উৎসাহে,
প্রাণের উৎসাহ বহ্নি নয়নে জ্বালিয়া,
ধ্রুব তারকার দীপ দেখাইছে পথ।
জীবন বৈভব চ্যুত, সংশয়ের পাপে,
সংশয় নরকানলে ফিরিযো না ত্রাসে।

বৃষসেন। প্রতিষ্ঠার দেবতার পুণ্য সন্নিধানে,
যোজিত শপথ তাহার চরণ ছুঁয়ে ;—
কাল রণে পরাজিত ফিরিব না গৃহে,
সম্মুখ সমরে হয় লভিব বিজয়,
সম্মুখ সমরে নয় ত্যজিব জীবন।

কর্ণ। থাম, থাম পুত্র, দৃঢ় প্রতিজ্ঞের
জীবন নিষ্ঠার এক দুর্লংঘ বিকাশ ;
আয়, আয় পুত্র, তোর পাশে, তীর্থ পথে,
শুনিছে মমতা যাত্রী বেদনার গান ;
কল্যাণের কটি তটে, মরণ কিংকিনী
বহিয়া বহিয়া বাজে নিখিলেব তালে ;
আদিগন্ত জীবনের উৎসব প্রাংগণে
এ এক বেদনা সকল যাতনাহীন,
চির অন্ধকাব, উষর, ধূমল, রিক্ত,
আচ্ছন্ন, অগাধ, রুদ্ধ, মোহহীন জ্বালা,
নিখিলের লোল তৃষ্ণা খুঁজিছে বিফল
নিখিল তৃষ্ণিকা পানে দীর্ঘশ্বাস রুধি
মুছিছে বিফল অশ্রু কল্লোলেব তটে।

বৃষসেন। আশীর্বাদ লয়ে পিতা জয় বিনা কাল
নাহি আর ফিরে আসে মূঢ় পুত্র তব।

কর্ণ। সর্বাংগের অভিশাপে, জ্বলে পুড়ে গেছে
আশীষের বকণ কণিকা, যাও, যাও
পুত্র ; কাল বণে তোদেব বিজয় গাথা
দেবলোকে ঝংকারিবে দেবতাব বীণা।

(পুত্রদেব প্রস্থান।)

কেন তোরা এসেছিলি, কোন ভাগ্য দোষে
সহিতে কর্ণের গৃহে দুর্দৈব শাসন ?
যদি কিছু থাকে মোর আশীর্বাদে জ্যোতি,
সীমন্তের সতী রত্ন উজ্জলিয়া দিক।

(বধূদের প্রস্থান ; স্তম্ভের আড়াল হইতে বৃষকেতুর প্রবেশ।)

এতক্ষণ স্তম্ভের আড়ালে, কোন দুখে,
বল মোরে স্তম্ভিত মলিন, কেঁদেছিলি

কোন বেদনায় ? যে ছিল বৈরাগ্যাচারী,
বিলাস বাঁচায়ে এতদিন চলেছিস,
যে নিষ্ঠা হৃদয়ে ধরি, তাহার নির্দেশ
আজিকে ভাসিয়া গেল নয়নের জলে ?
কাল রণে পুত্র পবম সৌভাগ্য মোব ;
নিয়তির প্রতিদ্বন্দ্বা, বিধির পৌরুষ,
আজি তোব নযনে বহিছে জল ?
ধর্মক্ষেত্রে, কুরুক্ষেত্রে, দেবোদ্দিষ্ট বণে
আয়োজিত বেদনাব রাজসূয় যাগে
নিবেদিত যা কিছু আমাব ছিল, তুমি
মুছিছ নযন জল, ধৈর্য ধব পুত্র।

বৃষকেতু। পাবিব না পিতা, একে একে
পিতা, মাতা, ভ্রাতা সবে মবণেব মুখে
ছুটিছে বিদ্যুৎবেগে, আব আমি বব—

ক। পিতৃঋণ তবে বহিবে অপবিশোধ্য ,
মহালয়া দিনে, তব পিতৃ পুরুষেরা
তোমাব বাঞ্ছিত কবে, নাহি পাবে কেহ
যুগ যুগান্তেব পিপাসায শুষ্ক কণ্ঠে,
একটি গণ্ডুষ মাত্র জাহ্নবী সলিল।

বৃষকেতু। চাবি পার্শ্বে কেহ নাই, বল, বল পিতা,
কেমনে সহিব প্রাণ ধাবণেব জ্বালা ;
অবাধ্য হবে না তবু নির্গুণ সন্তান ,
পিতৃমাতৃকূলে নিযেছি অগাধ ঋণ
বিধাতাব নামাংকিত সুবর্ণ মুদ্রায়,
সুবর্ণ শাসনে জ্বলি জীবন যাপন
হাসিছে কুটীল, হাসিব ছটায় হানি
জনতার কোণে, আপন নিবালা ঘেরা
কুট পবিহাসে বাঁকা বিশ্ব পরিচয় ;
দুঃসহ, দুঃসহ মোব জীবন শাসন ;
বহিবে না, রহিবে না চাবি পার্শ্বে কেহ,
শুনিতে বিকল মোব বিফল রোদন।

কর্ণ। হোয়েছে দারুণ সত্য, অভিশাপ তব ;

কেহ নাই, কেহ নাই চারিপার্শ্বে মোর,
একেবারে কেহ নাই। ব্যর্থ জীবনের
কে শুনিবে করুণ ক্রন্দন; অন্তরের
অন্তস্থ, অপরিসীম, অবোধ ব্যথায়
স্তনিত চেতনা মোর নির্বাক, নিবিড়,
আপনার অতি ক্ষুদ্র শোক কাহিনীর
দুর্বিসহ আতিশয্যে মৌন উদাসীন
মূর্চ্ছিত গোপনে অঝোর নয়ন ধারা,
আজি, বিপরীত আঁখি মুছিয়াছে কর।
রুদ্ধ হও শোক, হে মায়াবী, ক্ষণকাল
সংকুচিয়া রাখো ছলনার মায়াবিনী
অরুন্তুদ বেদনার মন্দ উন্মোচন।
ধরণীর কোন প্রান্তে, বনে, একদিন
সবার বেদনা সে কোন অপরাজিতা
লয়েছে অপরাজিত দৈন্যের আবেগে,
বিকশিছে সংগোপনে দুখের মাধুরী,—
বিশ্ব বিষাদের বিবর্ণ মধুর স্বপ্ন—
মৃত্যু মধুপের নির্মম শৃংগার তরে;
—প্রস্ফুট কামনা রাগ, কোন তন্দ্রাতুর
জীবনের ধাত্রী আসি দেখাইল পথ,
অন্ধ সন্তর্পনে লয়ে গেল জন শূন্য
কোন মালঞ্চের দ্বারে, নীরব আভাষ
রহস্য সংকেতে তুলি মগ্ন কৌতূহল
ছড়াল দিগন্ত পানে; স্তব্ধ দিগন্তের
অগ্নিকুণ্ড উদ্ভাসিত হেরিনু কে শিল্পী
নিবারিছে বেদনার অগণ্য জগৎ,
অনিবার্য উত্থানের ব্যর্থ নিবারণ,
—ফুল হোয়ে ফুটি ঝরিছে নাগিনী হোয়ে।
(নেপথ্যে ডাকিতেছে কর্ণ কর্ণ।
না, না, আর কেহ আজি, ডাকিয়োনা মোরে,
—সেই পুষ্প তুলিয়াছি সস্নেহে হৃদয়ে,
আপনার হৃদয় স্পন্দনে, অনুভবে

একেবারে ডুবিয়াছি ম্লান মৃত্তিকায়
অস্ফুট গুঞ্জনে, সেই খর্ব কুঞ্চনের
অসংখ্য নাগিনী সম অসংখ্য পর্য্যায়,
কামনার বিধুর স্পন্দন মুহুর্মুহু
রুধি, গরজিছে উন্মত্ত ব্যাকুল রোষে,
প্রমত্ত বিফল বলে, জীবন্ত সমাধি
তার স্ফীত বিষ উন্মত্ত আক্রোষ তলে
(বক্ষ মুহুর্মুহু করাঘাত।)
—অসহ্য, অসহ্য ব্যথা, থাম, থাম, থাম
প্রলয়ের বিবমিষা নশ্বর কায়ায়
গুমরিছে নিত্যদিন শুষ্ক হাহাকারে,
ছিন্ন কণ্ঠে বিভৎস চীৎকারে অর্থহীন
বিজড়িত কূট প্রব হ্লিকা রাগে তার
বহ্নি দীপ্ত কুহেলিকা; অকস্মাৎ, একি
জ্যোতিঃ একি দৃষ্টি নয়নে দিয়াছে মোর?
মর্মের তিমির বাষ্প ঘৃণ্য অক্ষমের
নিষেধ ঠেলিয়া ফুটিছে নয়নে বলে;
আমি হেরি সে আলোকে বিশ্ব বেদনার
আবরণ তলে, অশান্ত জীবন ধারা;
হেরি তার কল্পনার জটিল বংকিম
বিশ্বপার পরিণীতা সহমরণের
সজ্জ আয়োজনে, কল কোলাহলে মুখরিত
নির্মম, নিষ্ঠুর, শংকাহীন পীড়নের
অবারিত প্রয়োজন; রে মায়াবী, রুদ্ধ হোক
এই মর্ত জগতের সৃষ্টি জাতিস্মর,
দৃঢ় হস্তে নির্মূলিয়া দাও এই মন্দ
বেদনার জন্মস্মর জ্যোতি, এই নিত্য
জন্ম জন্মান্তর ভেদি নিঃস্ব আলোকের
প্রতিচ্ছায়াতুর আভাবের প্রতিভাসচ্ছটা।

(নেপথ্যে কর্ণ কর্ণ ডাক; জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী
রহস্যময় ব্যক্তির প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। দরিদ্র ব্রাহ্মণ, প্রার্থী তব দ্বারে।

কর্ণ। কহ বিপ্র, দীনের প্রণাম, কোন দেশে
ঘর তব কহ মোরে সর্ব সমাচার ;
স্বর্ণাসনে অভিরুচি কিংবা কুশাসনে,
আসন গ্রহণ কর ; এস, প্রক্ষালিব
চরণ তোমার ; পূরাব কামনা শেষে ;
কর্ণের অদেয় আজি, নাই কিছু, প্রভু ;
কর্ণ অধিকারে যাহা চাও অর্থ রত্ন,
হেম হর্ম, দাস দাসী, যা আছে আমার,
জীবন সর্বস্ব অর্পিব চরণে তব।
পারো, পাবো বিপ্র, আছে কোন আশীর্বাদ
ভুলিবে কর্ণের কাল কণের আকাল ;
না, না থাক, আশীর্বাদ কাম্য নহে মোর,
শুধু নিয়ে যাও বিপ্র যা আছে আমাব,
প্রতিদানে দিয়ে যাও দেবতার ঋণে,
অশুভ বিশ্বের মর্তে শিব সম্ভাবনা।

ব্রাহ্মণ। অঙ্গীকাব কবো আগে, বৎস,
পরে মোর কহিব কামনা।

কর্ণ। অঙ্গীকারে প্রয়োজন নাই,
প্রাণ চাও, অকাতরে খড়্গাঘাতে
কাটি, হৃদয় অর্পিব তব পদ তলে ;
সহিব না বিচারের জড় বিড়ম্বনা।

ব্রাহ্মণ। আর কোন অভিলাষ নাই, অভিপ্রায়
মোর কবচ কুণ্ডল তব।

কর্ণ। হে ব্রাহ্মণ,
একদিন যবে ভিক্ষায় আসিয়াছিলে,
মোর দ্বারে ;—একি শুনি অপূর্ব প্রার্থনা,
কবচ কুণ্ডলে, কহ মোরে, দেব যাচ্ঞী
বেদশাস্ত্র ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণের কিবা
আকিঞ্চন ক্ষত্রিয়ের মন্ত্রপুত ত্রাণে ?

ব্রাহ্মণ। একদিন যে আসে, সে আসে বারম্বার ?

কর্ণ। বুঝিয়াছি বিপ্র, গভীর রহস্য তব ;
প্রত্যাখ্যান নাহি জানে কর্ণ কোনদিন,

আমারে সংগ্রাম ক্ষেত্রে, ঘোর রক্তে, যদি
তৃষাতুরা ধরণীর পার্শ্ব শয্যাশায়ী
মিটায় শোণিত তৃষা, কাল মহারণে,
ছিন্ন ভিন্ন সর্ব অংগ দিয়া, মুহুর্মুহু
নির্ঝরিয়া দেহ মর্ত্ত জীবনের
সঞ্চিত বেদনা ; আজ, আব ক্ষতি নাই,
একঘাতী অস্ত্রে অর্জুন বিনাশ গেছে
আনিতে কর্ণের মুক্তি , ব্রাহ্মণের করে,
কবচ কুণ্ডল ত্যাগে, সর্বচ্যুত আজি
অবক্ষিত দেহে শ্মশানের অগণিত
শিবাব আহাব তুলিবে আমাব হস্ত।

(ব্রাহ্মণের প্রস্থানোদ্যগ।)

ফিবিযো না, ফিবিযো না, কুন্ঠিত সংকোচে।

(ছুরিকা বাহিব কবিযা বক্ষ কাটিতে লাগিল।)

যাও, যাও আজি, বহু দিবসেব সাথী,
সংঘর্ষ বৈবাগ্য ক্ষোভে, শান্তির প্রবাসে ,
বহু আশা, বহু কুণ্ঠা, বহু দুবাশার ,
বহু নিবাশাব দুঃসাহসী, দুর্নিবার
উত্থানের পতনেব জীর্ণ ইতিবৃত্ত,
হৃদয় স্পন্দনে মুদ্রিত জীবন গাথা,
পরের আঘাতে বাজুক নবীন সুবে।

(ব্রাহ্মণের অন্তর্ধান, নেপথ্যে পুর্ববৎ কর্ণ কর্ণ ডাক।)

এখনও মেটেনি বিপ্র তোমাব অভাব ,
তরু লতা, পশু পাখী, কীট পতংগের
বল্কল, কণ্টক, দন্ত, নখ, চঞ্চু, শূলে
বিধাতা দিযাছে দেহে সুস্থ আত্ম ত্রাণ ,
সেই একমাত্র জন্ম অধিকাব আজি,
অকাতবে দিলাম তোমারে , তবু চাও,
তবু ড ক কেন দীনেব মিনতি কণ্ঠে ?

(দূরে অস্পষ্ট কর্ণ কর্ণ ডাক।)

উচ্চকিত জীবনের সমগ্র অতীত
পলকি দিতেছে সাড়া তোমার আহ্বানে ;

যে বিদ্রোহী ন্যায়দণ্ড, মম জীবনের
সমূহ বিভীষা হানিছে তক্ষণ এক
আকাংখার পরে, চাহিয়ো না মোর পানে,
পিংগল জটায় জটিল মর্মর মুখে,
হানিয়ো না ব্যংগ বংকিম' বৃশ্চিক দৃষ্টি,
কুটিল কলুষ হাস্তে সরায়োনা তল ,
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর গুরুদেব মোরে,
আকাংখার মর্মে মর্মে সঞ্চারি বিদ্যুৎ
রুধিলে বিদ্যুৎগতি অভিযান তার ;
দান যার অভিশাপ, দান তারই ব্রত ;
হায় নারী, ফিরালে কাহারে ;
নিয়েছ উল্কার অস্থি গড়িতে অশনি,
উল্কায় অনলে মিশি উগরে প্রলয় ;
ভাগ্যবান রথী, নেমেছ সৌভাগ্য কুণ্ডে,
আমি তার বেলা তটে, সর্ব দুর্ভাগার
দুর্ভাগ্য চিতায় মোর শবাসন পাতি,
ভারতের ইতিহাস আবর্তিয়া, কবে,
দ্বিধায় জপিতেছিনু অবোধ অতীত,
দুই হস্তে অক্ষমালা গুঁড়ায়ে গুঁড়ায়ে,
কে যেন ছড়ায়ে ছিল আকাশে বাতাসে।
(উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে দুর্যোধনের প্রবেশ।)

দুর্যোধন। মিথ্যা এই রণসজ্জা, মিথ্যা হোল সব,
আর আশা নাই কিছু, জনে জনে শুনি
পাপী দুর্যোধন, তার সব গেছে।

কর্ণ। (উন্মত্তবৎ)
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ নাঃ নাঃ নাঃ
ক্ষুদ্র ঐ মিথ্যা তব ক্রুর সর্বনাশা;
নয়, জয় বিনা মিথ্যা আমি, মিথ্যা মোর
ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্য, সমাজ সংসার ;
মিথ্যা মোর, দেবতা ঈশ্বর ; জয়ী, জয়ী,
জয়ী, জয়ী, জয়ী হব আমি।

তৃতীয় দৃশ্য।

কর্ণের প্রাসাদের বাহিরাংশ।

(পদ্মা, বৃদ্ধ ভৃত্য)

পদ্মা। সেথা হোতে যা পারিস বার্তা আন্ ছুটে ?

ভৃত্য। আর তো কেউ নাই, একা থাকবে তুমি।

পদ্মা। কই, শান্ত হোল না তো মন,
শুনেছ দেবতা, শুনেছ মনের কথা,
কোযেছি অকুতোভয়ে বাহিরে অবোধ বাণী।

ভৃত্য। কি জেনে আসব বল ?

পদ্মা। মুহুর্মুহু রথ চাকা বসুধা গ্রাসিছে,
ঝাঁকে ঝাঁকে অগ্নিবান বিঁধিতেছে দেহে,
ছুটিছে সর্বাংগ প্লাবি দ্রবস্থ শোনিত,
না, না ফিরে আয়, কণ্ঠ হতবাক যদি,
এক ফোঁটা অশ্রু দেখে মিটিবে জিজ্ঞাসা।

(দ্রুতবেগে দূতের প্রবেশ।)

দূত। জয় পরাজয় এখনো অস্থির।

(দুরে পৈশাচিক রোল)

কাহাদের পৈশাচিক বোল ?

ভৃত্য। যাই, দেখে আসি, যাই। (প্রস্থান।)

পদ্মা। দানবেরা মাতিয়াছে মৃত্যুর শ্মশানে,
করোটি ডমরু বাজে ; বাজুক, মাতুক ;
দেবতা সহায় মোর ; নিয়তি যাহার
গলে মালা দেয়, কাঁদি কেন।

(ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ।)

ভৃত্য। ঐ, ঐ আবার কারা।

দূত। যাই, যদি না ফিরি, সংবাদ ঠিক পাবে।

চতুর্থ দৃশ্য।

পাণ্ডব শিবির।

(যুধিষ্ঠির।)

যুধিষ্ঠির। নিরন্তর অস্ত্রাঘাতে সূতপুত্র দিল

অশেষ যাতনা, সহিতে পারি না আর ;
সম্মুখ সমরে মৃত্যু মুচাত সকল
জ্বালা, হাস্যমুখে আসিছে অর্জুন,
বিনা কর্ণে বধি নয়।

(অর্জুনের প্রবেশ।)

কহ বিবরণ,
দিব্য ধনু যার করে, অভেদ্য কবচ
দেহে, যার ভুজবলে মগ্ন রাত্র দিন,
শয়নে স্বপনে দেখি যাহার করাল
ছায়া, কানে শুনি বিজয় হুঙ্কার, বুকে
বেঁধে রাধেয় বর্বর, কহ প্রিয়বর,
সেই বীর শ্রেষ্ঠে কেমনে নাশিলে রণে।

অর্জুন। ভ্রাতঃ, সংসপ্তক রণে ব্যস্ত ছিনু আমি,
এবার আসন্ন মৃত্যু গর্জক রাধেয় :
অংগে তব কাহার আঘাত ? কহ শীঘ্র
ঘাতকের ছিন্ন শির চরণে লুটাই।

যুধিষ্ঠির। অগ্রজেরে শ্রদ্ধার উৎকোচে বাঁধি,
অভীপ্সিত লাঞ্ছনায় এ বেশ কৌতুক।

অর্জুন। তব লাঞ্ছনায় কৌতুক আমার ?

যুধিষ্ঠির। হাঁ, হাঁ,
অগ্রজের প্রাপ্য নয় নম্র নিবেদন ?

অর্জুন। ভীষণ দুর্যোগে ঘটিবে প্রত্যেক ত্রুটি
রাজ গ্রাহ্য নিবেদনে, বিনীত ব্যাখ্যায়।

যুধিষ্ঠির। ভীষণ দুর্যোগে বুঝি শত্রুর চরণ
তোর বিনয়ের স্থান, তবে, যা, যা
ভীরু, পড় গিয়ে কর্ণের চরণে।

অর্জুন। আমি, আমি
কর্ণের চরণে ? কার মুখে শুনি এই
কদর্য উপেক্ষা ? সে কি অগ্রজের ? সে কি
ধর্ম নন্দনের ? কলুষিত পূত জিহ্বা
হেন, অন্য কারো যদি, তখনি উপাড়ি
কটু কণ্ঠ রুধিতাম তার।

যুধিষ্ঠির। রোধ ঐ
পাপ কণ্ঠ আগে, আজ, ভুলেছিস তুই
কৌরবের পৌরুষদে দ্রৌপদীর হবে,
কেশে ধরি দুঃশাসন আনিল টানিয়া,
দম্ভভরে দুর্যোধন দেখাইল উরু,
শুধাইল সুতপুত্র, দাস ভার্যা যারে
ইচ্ছা তাবে দিতে মালা, শুনেছিনু
সেইদিন প্রচণ্ড প্রতিজ্ঞা, আজ, তার
অবাধ সুযোগ ছাড়ি, নারীর অঞ্চল
তলে এসেছিস লুকাতে জীবন।

অর্জুন। না, না তুমি, তুমি নও জেষ্ঠ যুধিষ্ঠির।
অগ্রজের রূপে মায়াবী দানব কেউ।

যুধিষ্ঠির মিথ্যা দৈববাণী শুনেছিনু জন্মদিনে
তার, পৃথিবী জিনিবা দেবে রাজ্য,
রাজধানী ; তাব পরে একান্ত নির্ভর,
মূর্খ আমি বহু'ল কৌববের সাথে,
সাধিবাছি বৈব অনির্বাণ।

অর্জুন। বিঁধিযোনা আব,
ভ্রাতা তুমি নহ মোর, ভ্রাতৃবেশী, তুমি
জানিনু পরম অবি।

যুধিষ্ঠির। থাম, থাম মূঢ়
প্রগল্ভ বাচাল।

অর্জুন। নির্বিবাদে শুনাইছে
বীর এক সৈনিকেরে জঘন্য উপেক্ষা,
অনাহারে, অনিদ্রায, বনবাসে, কভু
জঘন্য অজ্ঞাতবাসে রাজাব কুমার
অবাধে সহিনু যত বর্বরের হেলা,
দ্রৌপদীব লাঞ্ছনার একমাত্র হেতু
তুমি, দ্যুতাসক্ত, হীতাহাত হীন।

যুধিষ্ঠীব। ক্ষিপ্ত এক
বীবের মস্তর ; আমি ? না আমার ধর্ম ?
মোর ধর্ম নিদ্রা তন্দ্রা হীন প্রহরায়

জেগে আছে অন্তরের মাঝে ; আজীবন
চলেছি অটুট, ঊর্ধ্বে চাহি, সেই মোর
ধ্রুব তারকার পানে। কতবার শংকা
আসে, দুস্তর জলধি জলে দুলিয়াছে
জীবন তরণী যবে, কতবার ত্রাসে
কাঁপিয়াছি, এইবার ছিন্ন হোল পাল,
দিগ্‌ভ্রষ্ট এই বুঝি ডুবিনু অতলে,
অভয় আশ্বাস শুভ্র, শুচি, সুনির্মল
দেখিয়াছি শিরোপরি ঝঞ্ঝা বাজ
আঁধার প্রশমি, তার উজ্জ্বল সংকেত,
অভ্রান্ত তাদের পথ সর্ব ত্যাগ পণ,
জানি এই প্রতিদান, এই কৃতজ্ঞতা
নিজ্‌ তরে নিজ বিষোদ্গার।

অর্জুন। আর,
নয়, ছুটে এস শত্রু কে কোথায় আছো,
আজ, অর্জুনেরে উদ্ধত চরণে দলি
সানন্দে মিটাও সবে অতৃপ্ত আক্রোশ,
কে আজ অর্জুন ছাড়া এমন দুর্বল ?
তার বক্ষ রক্তে যে পার মিটাও হিংসা।
দেবতার মত যার পূজিনু চরণ,
সর্ব সুখ, সর্ব শান্তি সর্ব স্পৃহা হোতে
নিঃশেষে নিজেরে বঞ্চিনু দিবস নিশি,
আজন্ম সাধিনু যার সুখ, শান্তি, যশ,
দীনতায় পরাজয় মানিয়াছে ধূলি,
ধৈর্যে মাতা বসুমতি, লহ ভ্রাতা
খর মৃত্যু আমূল বিঁধিয়া হান।

যুধিষ্ঠির। সযত্নে লুকায়ে রাখ, ফের ভঙ্গ দিয়ে
আস্ফালিতে হবে, তখন লাগিবে কাজে।
এক অনুনয় মোর
গাণ্ডীব নিয়োনা করে, আর তোরে
ভীরু গাণ্ডীব পায় না শোভা।

অর্জুন। আজি হোতে

আজন্ম মোচনহীন ভ্রাতৃঘাতী অসি
জীবনের অভিশাপ মিটাক এবার।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ। একি, ক্ষান্ত হও সখা।

অর্জুন। (অস্ত্র ফেলিয়া দিয়া) জীবন ত্যজিব আজ,
তার আগে নারায়ণ, দাও পদধূলি।
ক্ষমা করো ভ্রাতা জগতে কহিয়ো
হতভাগ্য অর্জুনের ব্যর্থ কীর্ত্তি কথা।
অন্তর বিদারি আজিকে দেখায়ে যাব
কটু যত কহিয়াছি জ্বলিতেছে
হৃদয়ের স্তরে স্তরে অনল জ্বালায়।

যুধিষ্ঠির। অসুস্থের অপলাপে আত্মঘাতী হবে
পার্থ সব্যসাচী? আচার্যের প্রশংসার
বাণী, দেব, দেবী মাঝে মাঝে মর্ত লোকে
বরষিয়া দেয় নিরন্তর ভীত চিত্তে
অর্পিতে অভয়; যাও, যাও রণে,
মোরে আশীর্বাদে আজ তৃণ খণ্ড প্রায়
সংহারিবে কর্ণে, লভিবে অতুল কীর্তি।

অর্জুন। চরণ পরশি পুনঃ, প্রতিজ্ঞা আমার,
সত্যভ্রষ্ট হই যদি, কর্ণে রাখি আর,
অর্জুনের মৃতদেহ গ্রাসিবে গৃধিনী।

(দ্রৌপদীর প্রবেশ।)

দ্রৌপদী। যাও তবে রণক্ষেত্রে, জ্বালাও, জ্বালাও
বহ্নি অনির্বাণ শিখা। যুগ যুগান্তর
কালান্তক বিভা তার জ্বালাইয়া রাখে
মানবের স্মৃতি পটে পাপ পরিণাম।
অরাতির বক্ষ রক্তে বৃকোদর আজি,
বাঁধিয়া দিয়াছে বেণী, অরির শোণিতে,
মৃত সন্তানের তর্পণ তোমার শরে।

অর্জুন। একি ভয়ংকর রূপ? প্রলয় শিখায়?
যাও, সাধিয়াছ নারী কর্ত্তব্য তোমার,

সঞ্চারি দিয়াছ মর্মে অমোঘ সংকল্প,
দুর্বার প্রতিজ্ঞা, দুর্নিবার প্রতিহিংসা,
অপ্রহত বিধিৎসার দাবাগ্নি উচ্ছ্বাস।

(কুন্তীর প্রবেশ।)

কুন্তী। কোথা যাস উন্মাদিনী, উদ্দাম সঞ্চারে,
রক্ত কেশে, সাশ্রু নেত্রে বিহ্বল ব্যাকুল।
থাম, থাম, লুটাও, লুটাও শির,
প্রণম প্রণম নারী বিধির চরণে।

দ্রৌপদী। আজি মোরে রুধিয়ো না দেবী, শত্রু রক্তে,
আজি মোর জিঘাংসার পরম উৎসব।
ভারতের অগণিত রথী, মহারথী
জড় মূর্তিবৎ শুনেছিল অনাথিনী
পাঞ্চালীর বিফল রোদন; সেইদিন
লুপ্ত বজ্র ধর্মের অশনি বহু দিবসের
সঞ্চিত আক্রোশ ভরে, প্রলয় আঘাত
হানিতেছে আজ অত্যাচারী শিরে।
বীর স্বামী শত্রু রক্তে বাঁধিয়াছে বেণী,
অলক্তক রেখা আঁকিন চরণে, আজি
মাতিয়াছে উন্মাদিনী নির্যাতিতা নারী।

কুন্তী। থাম, থাম মূঢ়ে, একি রক্তাক্ত ভূষণ;
এ নিষ্ঠুর সৌভাগ্যের নৃশংস গৌরব
মালার মতন গলে পরিণা নাচিছে
মর্তের মমতা, স্নেহের জগতী ছন্দ,
প্রেমের গায়ত্রী; ভালই হোযেছে, তবে
তাণ্ডব হুংকার সনে, উল্কার আলোকে,
ভয়ংকরী প্রতিহিংসা ঘনায়ে আসুক
চরম সমাপ্তি ভেদি চরম মোচন।
জয়ী, জয়ী, জয়ী আমি, তোর চেয়ে জয়ী।
বাজা, বাজা তোরা জয় বাদ্য বাজা;
হেঁকে, হেঁকে বল হোতেছে চূড়ান্ত জয়।
আজিকে আমার উদ্ধত বিজয় বাণী
রাত্রির আঁধারে সাসয় আগ্রহে শোনে

মহাজয়ী কাল। বল, বল, বল সবে
হোয়েছে অপূর্ব জয়। না, না, থাম, তোর
উন্মাদ নিঃশ্বাসে শুনি ধরিত্রী মাতার
উদার ব্যথার মূক গোঙানি গুঁড়াযে,
অনাগত দিবসের রথচক্রধ্বনি।
চল মোরা দোঁহে যাই, দ্বার রুধি,
শুনিব নিভৃতে কিবে সুদূর আভাষ।

পঞ্চম দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র।

(যুদ্ধরত অর্জুন, কর্ণ।)

কর্ণ। রথচক্র গ্রাসিছে ধরণী, বিরথ, বিহ্বল
যুঝি, ক্ষান্ত হও বীর, কেন কলুষিছ
যশ ?

অর্জুন। এমনি বিরথ, কেবল এমনি
নয় মৃত্যু ভযে ভীত, কোনো অবকাশ
দিয়েছিলি তারে ?

কর্ণ। মৃত্যুভযে ভীত কর্ণ ?
শোন মূঢ, শোন ভযের আতঙ্ক আমি,
মৃত্যুর প্রণয়ী, উদ্‌ভ্রান্ত জীবন তাই
মরিছে ঈর্ষায। কেমনে নিবারো দেখি ?

(কর্ণের অস্ত্রাঘাত, মূর্ছিত অর্জুনসহ শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান)।

রথচক্র মুহুর্মুহু গ্রাসিছে ধরণী,
বিজয়ীর বাহুপাশে সোল্লাসে হাসিস, তোরে
আমূল উপাড়ি আজি, গুঁড়াযে গুঁড়াযে
ধূলি ঝঞ্ঝাঘাতে শাপটি প্রলয় ত্রাস।

(দূতের প্রবেশ।)

বল, তোর বার্তা বল, তিলার্ধ সময
নাই।

দূত। বৃষসেন সম্মুখ সমরে হত।

কর্ণ। এই তো যাবার ক্ষণ;
বসুসেন ? সুষেন ?

দূত। প্রভু, কণ্ঠে মোর
সংরক্ত সংবাদ শুধু।

কর্ণ। তোরই মত উগরিছে কারা
সংরক্ত সংবাদ, দুরূহ রহস্যময়
তাদের সংহতি পলকে বিদীর্ণ হবে।

দূত। সহমৃতা শান্তা, শুভা, অনিমা, মণিকা,
করে বরণের ডালা, সীমন্তে সিঁদুর, উচ্চ
বেদ মন্ত্র কাণ পাতি, পবন নির্বাক
শুনিল জগৎ ত্যাগের প্রথম পাঠ।
সন্তানের গায়ে ঝাড়িয়া চরণ ধূলা,
মায়েরা বুলায ; নিরাময় আসে, ব্যাধি
গড়াগড়ি দেয় ; বিমুগ্ধ হেরিনু সবে
বালিকা বধূরে বঁহু বহু বরষের
বিরহ ব্যাকুল বুকে, জড়ায়ে নিবিড় ;
শুধু এক গৃহত্যাগী, বিরাগী সন্ন্যাসী
অলক্ষ্যে কখন সতীর চরণ ধূলা
নিজ অঙ্গে হরষে বুলায়, চিতা বেড়ি,
আর কি জপিছে, জানিল না কেহ।

কর্ণ। বল,
অসম্পূর্ণ রাখিবি না বারতা কাহারো।

দূত। আচম্বিতে চিতানলে মশাল জ্বালায়ে,—
দেখ প্রভু, ফেলে দিনু বহু বৎসরের
নিদর্শন ; (নিদর্শনশূন্য বাহু প্রদর্শন।)
—রাণী পশিল গহন বনে,
উচ্চকণ্ঠে কহি, পুড়েছে আমার ঘর,
তার ঘর আজ, এবার পুড়াব আমি।

কর্ণ। যারে দূত, আন এখনও ফিরারে আন
না, না।

দূত। ফিরায়ে আনিব? ফিরিবার
নয়। (দূতের প্রস্থান।)

কর্ণ। যা, ফিরে যা চাহি না বারতা কারো।
কাল প্রবাহের খরযাত্রা আসে, যায়
অগণিত দিন রজনীর নামহারা
নায়িকার অশ্রুজলে লভিতে নির্বাণ।
—সেই ঘূর্ণাস্রোতে, মানব জীবন শুধু
বুদ্বুদ বিলাস, থাম, থাম তবে
নিরন্তর বধির প্রলাপ; মিটে যাক,
মিটে যাক তবে আশান্ত আতুর ক্ষোভ।
কখন ভেঙ্গেছে হাট, শ্রান্ত পশারীরা
একে একে ফিরিতেছে ঘরে, আর কেন
ভাঙ্গা হাটে হাঁকিয়া মরিস্ মিছে
বিফল সম্ভার, ঘনায়ে আসিছে ঊর্ধ্বে
কাল বৈশাখীর মেঘ, উদ্ধত চিৎকারে
ফুঁসিছে সলিল, কলরবে, কোলাহলে,
আক্রোশে, গর্জনে সমাপ্তির পাত্র লভি,
অর্থহীন জীবন মৃত্যুর উৎস মুখে
ঝরে পড়ে সেই, একই কাহিনী, সেই
চির আবর্তিত স্মৃতি চেয়ে আছে কোন
অসার সঞ্চয় পানে।
(নাগের আবির্ভাব।)
কোন মহাজন
তুমি? মত্ত কেন মূর্তিমান জিঘাংসার
মত?

নাগ। প্রতিহিংসা, কর্ণ, প্রতিহিংসা
অহর্নিশ, অনির্বাণ অন্তরে আমার।
অথণ্ড খাণ্ডব বনে, কান্তার কান্তির
শান্তির মাধুরী মগ্ন অধিকার মোর,
অবারণে কৃষ্ণার্জুন দহিল ঈর্ষায়;
দাবানলে সবংশে জ্বলিয়া মরি। জাগো
কর্ণ, বিপক্ষে, সপক্ষে এখনও উদ্‌ভ্রান্ত?

অতুল সুযোগ, প্রতিফল দিতে হবে
আজি।

কর্ণ। বৃথা প্রতিবাদ, বন্ধু, আর কেন
বিফল আহ্বান? আজি, মোর কম্প্র বক্ষে,
শ্লথ হস্তে কাঁপিতেছে ব্যর্থ দুঃসাহস।

নাগ। প্রাণ ভিক্ষা মাগিবে কি শত্রুর চরণে?
জাগো, জাগো, জাগো বীর। তব পুত্রহন্তা
কৃষ্ণার্জুন নগণ্য মানুষ। তাহাদের
ক্ষমা করে কাপুরুষ ভীরু। তুমি কর্ণ,
পৌরুষের বরপুত্র তুমি, তব শৌর্যে
দগ্ধ হোক, মিশে যাক ভস্মস্তূপে তারা,
আর, সেই ভস্ম মাখি গায়ে, লোকে লোকে
প্রলয় তাণ্ডবোল্লাসে ফিরিব উত্তাল। (প্রস্থান।)

কর্ণ। একি, পুত্রহন্তা এখনও বাঁচিয়া আছে।
আবার, আবার, আবার জাগুক তবে
প্রতিহিংসা জ্বালা।
(সৈন্যদের প্রতি।)
চল, চল, চল তোরা।
রুদ্র বীণা আবার বাজুক, তবে, ঘন
ঘোর উন্মাদ গর্জনে।
(জনৈক তৌর্যিককে।)
রে মূঢ় তৌর্যিক,
হৃদপিণ্ড ফেটে যাক আপ্রাণ ফুৎকারে,
বাজা, বাজা, বাজা তোরা তূর্য, শংখ, ভেরী,
ক্ষুব্ধ বাহিনীর শিরায় শিরায়
সঞ্চারিয়া দেরে সবে সংহার জিঘাংসা।
(উচ্চ তূর্য শংখ ভেরী ইত্যাদি ধ্বনি।)
আজি, কর্ণ সেনাপতি অক্ষয় গৌরব
তোমাদের ভুজবলে জিনিবে অতুল,
এখনও কর্ণের কণ্ঠে সমাপ্ত হয়নি
তার সর্ব ইতিহাস, গেছে পুত্র, গেছে
আত্মজন, কোন কালে, গেছে ধর্ম

সহচরী, এক নগ্ন সখি, শুধু, নির্মোহিনা
শৌর্যের বনিতা, রক্তাক্ত অধরে, তার
মাগিছে রক্তাক্ত আঁখি রক্তাক্ত চুম্বন।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

পাণ্ডব শিবির।

(কুন্তী, দ্রৌপদী।)

কুন্তী। আয় বক্ষে, আয়, রে মোর লাঞ্ছিতা শশী।
দেখ, ভীরুর লাঞ্ছনা পরে নামিতেছে
বিধাতার ক্ষোভ। রক্তাক্ত চিকুর ধুয়ে
ফেল। শান্ত অন্তঃপুরচারিণীর বুকে
ঢেলে দিলি হলাহল, দেখে যা, দেখে যা
তোরা ডাকিনীর শ্মশানে নাচিছে নারী।

দ্রৌপদী। অভিমন্যু ঘাতকেরা এখনও হানিছে
শূন্যে, জয়ের উল্লাস। সদর্পে ভীরুর
বাহু এখনও প্রবল। এই ত বাঁধিনু
বেণী একের শোণিতে, অপর জনের
শোণিতে আঁকিব সিঁথী। আশীষ যাচিতে
দেবী, সেই আশা আজি, পূর্ণ হবে মোর।

কুন্তী। আশীর্বাদ তোরে বিধাতা দিবেন আজ।
তার আশীর্বাদে ধর্ম জয়ী হবে।

দ্রৌপদী। মিথ্যা
শংকা মোর।

কুন্তী। শংকা, ঘোর শংকা, আশংকার
মহামৌন মেঘলোকে, ঘন গূঢ় সান্দ্র
অন্ধকারে আগমন হেরি নাই তার,
দিক্‌দিগন্তরে শুনি নাই রথচক্র
ধ্বনি ; ঐ, সহসা হেরি যে তারে,
শুদ্ধ, শান্ত দেহে চলিছেন শান্তি পাঠ
বলি ; শান্তি মন্ত্রে কহিছেন জয় হোক,

জয় হোক, জয়ী হোক, ধর্ম জয়ী হোক ;
অন্ধকারে মুক্ত আহতের পরে মুক্তি
মন্ত্র জপিছেন ধীরে ; মাতৃ-অংক চ্যুত
শিশু বক্ষে তুলি ধীরে চুমিছেন তার
মলিন কপোল ; নির্যাতিতা কাঁদিতেছে
যেথা, কহিছেন কানে কানে, ভয় নাই,
উপবাসী অক্ষমেব বক্ষ রক্ত বিন্দু
বিন্দু অত্যাচাবী শুষিতেছে যেথা,
বক্ষে বাঁধি, কানে কানে কহিছেন তারে
ভয নাই, ভয নাই, নাহি ভয কিছু ,
আসিতেছে ঐ তোব মোচনের দিন ।

সপ্তম দৃশ্য ।

কুরুক্ষেত্রেব এক দূব প্রান্ত ।

(শল্য, আহত কর্ণ, পদাতিকগণ, দূবে পদশব্দ ।)

শল্য । সবে যা সব ।
কর্ণ । (ক্ষীণকণ্ঠে) কে আসে ?
শল্য । চিবশত্রু তব—অর্জুন ।
কর্ণ । বৈরী মোব নাই, দ্বন্দ্বের দযার যোগ্য ।
শল্য । আব কেন, এবাব যাই । (প্রস্থান ।)
কর্ণ । যা-ক্, বোলো সবে অগ্নিরে ভূতলে
যেতে, ধবণী শীতল হোক ।

(অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ।)

অর্জুন । ভূপাতিত কর্ণ ।
শ্রীকৃষ্ণ । মুমূর্ষুব পাশে চল ।
অর্জুন । শুকায়ে যায়নি এখনো বুকের
ক্ষত, সবচেযে শক্তিমান সবচেয়ে
অসহায আজ ।

শ্রীকৃষ্ণ। কর্ণ?

কর্ণ। পরিচিত কণ্ঠ, কে তুমি মহান?

শ্রীকৃষ্ণ। আমি কৃষ্ণ।

অর্জুন। কর্ণ, শুনিছ?—মোর কণ্ঠ?

কর্ণ। বল তুমি কোন মহাজন।

অর্জুন। আমি পার্থ।
প্রতিদ্বন্দ্বী তব, দেব বলে পূর্ণ
মনস্কাম।

কর্ণ। প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ নাই, কেহ নও মোর॥ (মৃত্যু।) ৮২

যবনিকা

গীত

১ (১৫ পৃষ্ঠা)

হে রুদ্র দেবতা, নিঠুর দহনে দগ্ধ নিখিল লোক,
কোন্ মমতায় অমর প্রেমের সুধার লাগি,
নিলে মস্তিক নীল সাগরের বিষ কণ্ঠে মাগি,
করুণ তোমার প্রলয় রঙ্গ এবার সাঙ্গ হোক্,
তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক্ ॥

২ (৩২ পৃষ্ঠা)

স্বাগত ভারত জন,
স্বাগত বীর, বীরেন্দ্র হে।
স্বাগত জ্ঞানী, গুণী জন,
স্বাগত ভারত ভূষণ হে।
দেশ দেশ হোতে সমাগত
স্বাগত সুজন হে।
স্বাগত স্বদেশ পরদেশ হাতে
স্বাগত সবজন হে ॥

৩ (৫৯ পৃষ্ঠা)

রাখাল ছেলে রাখাল ছেলে,
কোবলে তুমি কি ?
সাগর কূলে দেখলে কবে
সাগর রাজার ঝি ?
স্বপন পুরীর দেশে গিয়ে,
বাঁশের বাঁশী গুনগুনিয়ে,
বল্‌লে আমি, "ভালবেসেছি।"
দূর সে দেশের সাগর তীরে
চাইল রাজার ঝি।
"একলা বসে আছি আমি
সাগর রাজার মেয়ে,
আমি সাগর রাজার ঝি।"

"গাঁ ছেড়ে তাই আসছি একা
তোমারই পথ চেয়ে,
আমি রাখাল ছেলেটি।"
সাত সাগরের রাজার মেয়ে,
কইল মুখের পানে চেয়ে,
"সাগর ফুলের
মালা তোমায় দি।"
সাগর কন্তে বল্‌লে, "তোমায
ভালবেসেছি।"

৪ (৬৯ পৃষ্ঠা)

নমো নমো নারায়ণ,
নির্বাণহীন তব কল্যাণ বাণী।
অধর্ম, লোভ, পাপ, ব্যভিচার
আর্ত বিশ্বে উঠে হাহাকার,
যুগে যুগে নাশি দুর্যোগ ঘন
তিমির রাত্রি দুঃখ বেদনা গ্লানি,
হে চির শরণ, দিয়াছ দীপ্ত
অভ্যুদয়ের পুণ্য প্রভাত আনি॥
